কুমুদিনী ।

কুমুদিনী সাধ্বী সতী পতি সোহাগিনী ।
বিমল মানস-সরে প্রফুল্ল নলিনী ॥
লভিতে বিমল সুখ যদি সাধ মনে ।
কথোপকথন কর কুমুদিনী সনে ॥

আপরিতোষাদ্বিদুষাং ন সাধুমন্যে প্রয়োগবিজ্ঞানম্ ।

শ্রীকালীপ্রসন্ন গঙ্গোপাধ্যায় দ্বারা
প্রণীত এবং প্রকাশিত ।
আশেন্দু-শাল ।

কলিকাতা ।
৩৭৭ নং আপার চিৎপুর রোড, যোড়াসাঁকো
আর্ট ইউনিয়ন প্রেসে
শ্রীহরচন্দ্র দাস দ্বারা মুদ্রিত ।

সন ১২৯০ সাল, অগ্রহায়ণ ।

বিজ্ঞাপন।

বর্ত্তমান সময়ে এই সাহিত্য সংসারে নাটক নভেলের অভাব নাই। কত কত মহামহোপাধ্যায় ব্যক্তি লেখনী চালনা করিয়া কত শত সরস বিষয়ের অবতারণা দ্বারা পাঠক মহাশয়গণকে বিমুগ্ধ করিয়াছেন এবং করিতেছেন। ইহা দেখিয়াও যে আমি সাহিত্য সংসারে পাদবিক্ষেপ করিলাম সেইটীই আমার মহদ্দোষ, অপিচ বহু-রাজী মধ্যস্থ সূত্র যেমন রত্নসঙ্কলনে আবশ্যক হয়, অতি মিষ্ট দ্রব্য ভক্ষ-ণের পর যেমন সহজেই অম্লরসে প্রবৃত্তি জন্মে আমার এ গ্রন্থকে সেইরূপ বিবেচনা করিয়া সহৃদয় দয়ালু পাঠক মহাশয়গণ ইহার প্রতি যথাকালে এক একবার নয়ন-নিক্ষেপ করিলেই আমি কৃতার্থ হইব।

আমার কুমুদিনী নিতান্তই পতিপ্রাণা, সরল হৃদয়া, ধর্ম্মপরায়ণা, সুতরাং সহজেই পতিপথানুগা কুলকামিনীগণের প্রিয়সঙ্গিনী হইবার একান্তই উপযুক্তা, আমি এই ভরসাতেই ইহাকে জনসমাজে বাহির করিলাম।

যদিও আমি আমার সামান্যজ্ঞানে এই স্বর্গীয় ভাবপূর্ণা সরলা সতীকে ইহার উপযুক্ত বসন ভূষণে (ইহাকে) সাজাইতে পারি নাই সত্য, কিন্তু আশাকরি আমার পাঠক পাঠিকাগণ, ইহার বিমলস্বভাবে বিশেষ প্রীতিলাভে সমর্থ হইবেন।

পরিশেষে বিনয়-বচনে নিবেদন এই, আমি বিদেশস্থ ব্যক্তি, মুদ্রা-ঙ্কনকালে নিকটে থাকিয়া ইহার যথাযথ সংশোধন করিতে পারি নাই। পর-হস্ত-ন্যস্তকার্য্য-নিবন্ধন, স্থানে স্থানে দুইএকটী ত্রুটী এবং অশুদ্ধি রহিয়া গিয়াছে। পাঠকালে সেই সেই স্থল সংশোধন করিয়া লই-বেন পশ্চাৎ ভগবান, কখন যদি সুদিন দেন্ তবে পুনরাঙ্কন কালে সংশোধন করিয়া দিব। ইতি সন ১২৯৫ সাল অগ্রহায়ণ

গ্রন্থকার
শ্রীকালীপ্রসন্ন গঙ্গোপাধ্যায়
আসানসোল।

সমালোচনা।

আমি কালীবাবুর এই গ্রন্থখানি বিশেষরূপে পাঠ করিয়া দেখিয়াছি, এখানি স্ত্রীপাঠ্য মনোহর গ্রন্থ, পাঠকালে স্থানে স্থানে অশ্রু সম্বরণ করা যায় না। ইহাতে অপবিত্রতার গন্ধ মাত্র নাই। নির্ভয়ে মাতা এবং ভগিনীগণের হস্তে অর্পণ করা যায়।

সংযোজ্ঞ বাসিনী প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা
শ্রীব্রজনাথ ভট্টাচার্য্য
কলিকাতা নর্ম্যালস্কুল।

উৎসর্গপত্র।

বন্ধু বরাগ্রগণ্য শ্রীল শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়কুমার সরকার
মহাশয় মাদৃশজন সহায়েষু।

প্রিয় অক্ষয়বাবু!

জগতে বন্ধু অমূল্য রত্ন, তাঁহার কার্য্য অনুপমেয় এবং তাঁহার ঋণ অপরিশোধ্য, আমি আপনার বন্ধুতার ঋণ শতজন্মেও পরিশোধ করিতে পারিব না। সর্ব্বদা মনে হয়, মনোমত বস্তু প্রদান করিয়া আপনার প্রীতি সম্বর্দ্ধন করি। কিন্তু জগতে এমন কোন বস্তু দেখিতে পাইনা, যাহা দিয়া বন্ধুত্বের পরিচয় দিই। বিশেষতঃ আমি অকিঞ্চন, অকিঞ্চনের মনো-বাসনা মনেই বিলীন হইয়া যায়। বন্ধো! বন্ধুদত্ত কোন বস্তুই বন্ধুর নয়নে অপ্রীতিকর হয় না, আমি এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া, শিল্পী যেমন স্বভাব জাত সুন্দর সুগন্ধ কুসুমের অনুকরণ বাসনায় কতকগুলি ছিন্ন বস্ত্র নানাবর্ণে রঞ্জিত করিয়া কৃত্রিম কুসুম প্রস্তুত করত জনগণের প্রীতি সম্পাদনের বাসনা করে, আমিও সেইরূপ কতকগুলি অসার নিরস কুৎসিৎ বস্তুতে এই একগাছি গন্ধহীন মালা গ্রন্থন করিয়া আপনার প্রীতি সম্বর্দ্ধনার্থে নিকটে উপস্থিত হইলাম। মিত্রবর! একবার পবিত্র প্রণয় চক্ষে নিরীক্ষণ করত, হৃদয় দেশে ধারণ করিয়া আমায় কৃতার্থ করুন। মাধবী আমার সরলা রমণী, সতীকুল গৌরব পালিকা, নিজ গুণে নববিকসিত মনোজ্ঞ নলিনী। আমি ইহাকে ইহার উপযুক্ত বসন ভূষণে সাজাইতে নিতান্ত অক্ষম, মাহাত্ম্যপরিজ্ঞানে অশক্ত এবং গুণ বর্ণনে অপারগ হইয়া আপনার চিরপবিত্র কোমলকরে অর্পণ করিলাম। আপনি ইহার যথার্থই উপযুক্ত রক্ষক এবং গুণজ্ঞ, মাধবী আমার চিরদুঃখিনী, রোদন পরায়ণা, দেখিবেন আর যেন, ইহার চক্ষের জলে বসুমতী অভিষিক্তা না হন্। আমি ইহাকে ভবদীয় সহবাসে সতত হাস্যমুখী দর্শন করিলে কৃতার্থ হইব বিস্তরেণালমিতি।

অভিন্নহৃদয়

শ্রীকালীপ্রসন্ন গঙ্গোপাধ্যায়

সাং কাঁচড়াপাড়া

কুমুদিনী।

প্রস্তাবনা।

সুরেন্দ্রনাথ।

১১৭০ সালের বৈশাখ মাসের একদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে একজন যুবা, একাকী সুবর্ণ গ্রামে কোন বিষয় কার্য্যোপলক্ষে গমন করিতে-ছিলেন। অকস্মাৎ পথিমধ্যে একখানি কৃষ্ণবর্ণ মেঘ পশ্চিমাচলে উঠিতে দেখিয়া ভীত হইলেন। পরে আশ্রয়স্থান অনুসন্ধান করিতে করিতে সম্মুখে একখানি বিপণি দৃষ্টিগোচর করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন। ক্রমশঃ কালধর্ম্মে প্রবল ঝটিকা উত্থিত হইয়া গগনমণ্ডল আচ্ছন্ন করিল। বিপণিস্বামী এই ঘটনা দৃষ্টে, অতিশয় ব্যস্ত সমস্ত হইয়া তাহার দোকা-নের ঝাপ বন্ধ করত তিমিরাবৃত, গৃহমধ্যে একটি প্রদীপ জ্বালিয়া অন্ধকার নাশ করিল। তৎপরে যুবককে কহিল মহাশয়। আপনি এই-স্থানে উপবেশন করুন, এইবলিয়া একটি পুরাতন বালান্দার মাদুর বিছাইয়া দিল। যুবা তাহাতে উপবেশন করিয়া গৃহের অবস্থা দেখিতে লাগিলেন। দেখিলেন গৃহের স্থানে স্থানে মূষিকে গর্ত্ত করিয়া রাশি রাশি মাটী তুলিয়াছে। সম্মুখে একহস্ত পরিমাণ উচ্চ একটি মাচা, তদুপরি কতকগুলিন ঝাঁকায়, ম সকলাই চাউল মসুরি, ময়দা আছে, এবং অন্য এক মৃন্ময় পাত্র লবণে পরিপূর্ণ রহিয়াছে। দোকানের সম্মুখে ২।৩ কাঁদি কলা ঝুলিতেছে। আগন্তুক যুবক, একে একে এইরূপে গৃহের অবস্থা দেখিতেছেন, এমন সময়ে বৃদ্ধ দোকানি এক কলিকা

তামাকু সাজিয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল মহাশয়। আপনি তামাক ইচ্ছা করিয়া থাকেন? যুবা কহিলেন হঁ্যা, ব্রাহ্মণের হুঁকা আছে? দোকানি ঈষৎ হাসিয়া কহিল মহাশয়। আমি এই সামান্য ব্যবসা করিয়া জীবন ধারণ করিয়া থাকি বটে, কিন্তু অনুগ্রহ করিয়া ব্রাহ্মণ, শূদ্র সকলেই আমার এই সামান্য দোকানে আসিয়া থাকেন। সুতরাং আমাদিগের এ সকল আয়োজন করিয়া রাখিতে হয়। এই বলিয়া হুঁকা আনিল। যুবা দোকানদারের হস্ত হইতে হুঁকাটি লইলেন। দোকানি এক চিল্‌তা কলা পাতা দিল। তিনি একটি নল করিয়া ধূমপান করিতে লাগিলেন। বৃদ্ধ তাঁহার নিবাস জিজ্ঞাসা করিল। যুবক তাহাকে কহিলেন আমার নিবাস বলরামপুর, সুবর্ণ গ্রামে আমার বিশেষ প্রয়োজন আছে, তথায় অদ্য রাত্রে, যে রূপেই হউক যাইতে হইবে। দোকানি কহিল ঐ স্থানেই সুবর্ণ গ্রামের জমিদার মহাশযের বাটী, মহাশয়ের বাটী তাঁহাদের বাটী হইতে কতদূর হইবে? যুবা কহিলেন আমি তাঁহারি বাটীতে থাকি। ইহা শুনিয়া বৃদ্ধ কুণ্ঠিত হইয়া কহিল মহাশয়! আমি অতি গরিব, আপনার বসিবার বড় কষ্ট হইতেছে, যদি অনুমতি করেন তবে পার্শ্বের ঘর হইতে আপনাকে একখানি চৌকি আনিয়া দেই। যুবা কহিলেন, না বাপু, আমার আর চৌকির প্রয়োজন নাই। আমি বেস আছি। তবে যদি আমাকে সুবর্ণ গ্রামে যাইবার জন্য একখানি নৌকা ভাড়া করিয়া দিতে পার, তাহা হইলে যথেষ্ট উপকৃত হই। আর দেখ দেকি, আকাশ পরিষ্কার হইয়াছে কিনা? দোকানি আস্তে আস্তে একখানি ঝাঁপ খুলিয়া কহিল আকাশ পরিষ্কার হইয়াছে। যুবা বাহিরে আসিয়া দেখিলেন পূর্ব্বদিকে চন্দ্র উঠিয়া তথায় এক অনির্ব্বচনীয় শোভা সম্বর্দ্ধন করিতেছে। আকাশ নির্ম্মল হইয়াছে। মৃদু মন্দ মলয়ানিল মন্দ মন্দ বহিতেছে। এবং নিকটস্থ বিপিনে নানা জাতি পুষ্প প্রস্ফুটিত হওয়াতে তাহার মধুর সৌরভে চতুর্দ্দিক আমোদিত হইতেছে। মধ্যে মধ্যে নববধূর বিরল বাক্যের ন্যায় কোকিল বধূর এক

আদটি কুহরখণ্ড কর্ণ-বিবরে প্রবেশ করিতেছে। দোকানি কহিল মহাশয়! আকাশ পরিষ্কার হইয়া জ্যোৎস্না উঠিয়াছে। আর ভয় নাই। আপনি এই স্থানে ক্ষণকাল অবস্থিতি করুন। আমি গঙ্গা তীরে যাইয়া আপনার নিমিত্ত একখানি নৌকা স্থির করিয়া মাঝিকে সঙ্গে লইয়া আসিতেছি। জাহ্নবীকূল এখান হইতে বড় অধিক দূর নহে। আমি শীঘ্রই প্রত্যাগমন করিতেছি। যদি ভিতরে বসিতে কষ্ট বোধ হয়, তবে এই বাহিরে একটু পাইচারি করুন। ক্লান্তি বোধ হইলে চৌকিতে উপবেশন কবিবেন. এই বলিয়া পার্শ্বের ঘর হইতে একখানি চৌকি আনিয়া দিয়া, বৃদ্ধ নৌকানুসন্ধানে গমন করিল। যুবা দোকানিব এই সৌজন্য দেখিয়া অতিশয় আহ্লাদিত হইলেন এবং চৌকিতে উপবেশন করিষা মনে মনে এই ভাবিতে লাগিলেন যে এই ব্যক্তি আমার নিবাস জিজ্ঞাসা কবিল কিন্তু সবিশেষ কিছু পরিচয় না পাইযাও আমাকে সুবর্ণ গ্রামের জমিদার ভাবিযা এত কষ্ট সহ্য করিয়া এই যামিনীতে একাকী জাহ্নবী তীরে নৌকানুসন্ধানে গমন করিল। এতক্ষণ আমিও ইহার গৃহে বসিয়া রহিলাম, কিন্তু ইহার কিছুই পরিচয় লইলাম না। এ কার্য্যটি আমাব অন্যায় হইয়াছে। এই সমস্ত ভাবিতেছেন, এমন সময় একব্যক্তি আসিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল মহাশয়। একাকী বসিযা আছেন? দাশুঘোষ এখনও ফেরে নাই? (পাঠক মহাশয়!) যুবক এখন জানিতে পারিলেন যে দোকানির নাম দাশরথিঘোষ; তিনি আগন্তুককে জিজ্ঞাসা করিলেন আপনি কে? আমি এখানে আসিযাছি, ইহা আপনি কি রূপে জানিতে পারিলেন? আগন্তুক কহিল মহাশয। আমি এখানকার একজন দোকানদার; আমার নাম ভবানন্দ পাল, আমি কাপড়ের ব্যবসা করিয়া থাকি, দাশু ঘোষ এই কতকক্ষণ আমার দোকানে যাইয়া কহিল, সুবর্ণ গ্রামের জমিদার মহাশয় আসিয়াছেন। তিনি অদ্যরাত্রেই যাইবেন, আমি তাঁহার নিমিত্ত একখানি নৌকার অনুসন্ধানে যাইতেছি। তাঁহার

বসিবার বড় কষ্ট হইতেছে, তোমার চৌকিখানি দাও, এই বলিয়া আপনার বসিবার জন্য "ঘোষজা" এই চৌকিখানি আমার দোকান হইতে আনিয়া নৌকা দেখিতে গিয়াছে। আমি তাহার নিকটে মহাশয়ের আগমন বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া শ্রীচরণ দর্শন করিতে আসিয়াছি। এই বলিয়া ভূমিতলে লুণ্ঠিত হইয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিল। পরে কহিল, মহাশয়। রাত্রি প্রায় ৮।৯টা হইয়াছে, হস্ত পদাদি প্রক্ষালন করিয়া শ্রান্তিদূর করুন। যুবা কহিলেন, বাপু! আমার শ্রান্তি দূর হইয়াছে। তবে যদি তুমি ক্ষুন্ন হও, সেই কারণে বলিতেছি, এক গেলাস জল আর একটি পান দাও, তাহা হইলেই আমার যথেষ্ট হইবে। তুমি আমার নিমিত্ত কোন বিষয়ে কুণ্ঠিত হইও না। পরে আগন্তুক জল ও পান আনিল। যুবা মুখ প্রক্ষালন করিয়া তাম্বূল ভক্ষণ করিতে করিতে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "দাশুঘোষের" নিবাস কোথায়? এবং লোকটি কি রকম? ভবানন্দ কহিল মহাশয়! তাহার নিবাস এই যদু বাটীতে, "ঘোষজা" একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ছিলেন, কিন্তু বিধাতা উঁহার প্রতি বিমুখ; বিশেষ কমলা অতি চঞ্চলা, তিনি একস্থানে কখন অবস্থিতি করিতে পারেন না। কখন বা দরিদ্রের গৃহে অধিষ্ঠান হইয়া তাহাকে আকাশের চাঁদ হাতে দিতেছেন। আবার কখন বা কাহারও প্রতি বিমুখ হইয়া তাহার কষ্টের একশেষ করিতেছেন। মহাশয়! বলিতে কি, "ঘোষজা" পরম ধার্ম্মিক, কিন্তু কমলা উঁহার প্রতি নিতান্তই বাম, প্রায় ৫।৬ বৎসর হইল "ঘোষজা" এই ব্যবসা করিতেছেন। প্রবঞ্চনা কাহাকে বলে তাহা জানেন না। পূর্ব্বে ১০।১২ হাজার টাকা লইয়া ব্যবসা আরম্ভ করিয়াছিলেন কিন্তু এক্ষণে উঁহার দোকানের উপস্থিত অবস্থা দেখিয়া আপনি ঘোষজার সকলি অনুভব করিতে পারিতেছেন।

আহা! ঘোষজার অনেক গুলি পুষ্যি, আর এই অল্প আয়ে চলে না, বড়ই কষ্ট হইয়াছে। ঈশ্বরের যে কি বিচার, তাহা আমি এই সামান্য বুদ্ধিতে কিছুই স্থির বলিতে পারি না।

এই সকল দেখিয়া শুনিয়া কখন বিবেচনা হয়, তিনি অবিচার করিতেছেন। আবার ভাবি তাঁহার প্রতি দোষারোপ করা বৃথা; পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মানুসারে এ জন্মে তাহার ফলভোগ করিতে হয়, সেই কারণ কেহবা ধর্ম্মপথে থাকিয়াও যৎপরোনাস্তি কষ্ট পাইতেছে, আবার কেহবা অধর্ম্মপথে থাকিয়াও বিপুল সুখভোগ করিতেছে। মহাশয়! আমাদিগের সামান্য বুদ্ধি, এনিমিত্ত কষ্টে পড়িলেই তাঁহার প্রতি দোষারোপ করি। এবং 'হা ভগবান্ তোমার মনে এই ছিল' বলিয়া আর্ত্তনাদ করিয়া থাকি। পরে সুখের সময়ে তাঁহাকে একবারে ভুলিয়া যাই। ফলে দাশুঘোষের অবস্থা দেখিয়া প্রাণ বিদীর্ণ হয়। এব্যক্তি নিরীহ ভাল মানুষ; ইহার যে এত দৈন্যদশা কেন হইতেছে তাহা ঈশ্বরই জানেন। প্রতিবেশী ব্যক্তি যুবার নিকট বসিয়া বসিয়া এই সকল কথা কহিতেছে এমন সময় দাশুঘোষ চারিজন লাটিয়াল সঙ্গে যুবার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া কহিল, মহাশয়ের একখানি নৌকা সুবর্ণ গ্রাম হইতে আসিয়াছে এবং দেওয়ান জি এই চারিজন পাইক পাঠাইয়াছেন। আমি নৌকার বিস্তর অনুসন্ধান করিয়াছিলাম কিন্তু কিছুতেই না পাওয়াতে হতাশ হইয়া ফিরিয়া আসিতেছি এমন সময়ে দেখিলাম, তীরে একখানি নৌকা আসিয়া লাগিল। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, দেওয়ান জি আপনার নিমিত্ত সুবর্ণ গ্রাম হইতে নৌকা এবং চারি জন পাইক পাঠাইয়াছেন। আমি তাহাদিগকে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছি। যুবা পাইকদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। তাহাদের মধ্যে একজন, যুবার হস্তে একখানি পত্র দিল। পরে সকলে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল। যুবা তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, সুকদয়াল আসে নাই কেন? তাহাদের মধ্যে এক জন কহিল আজ্ঞা না; অদ্য প্রায় চারি দিবস হইল তাহার জ্বর হইয়াছে। সেই কারণ সে আসিতে পারে নাই। প্রায় দুইমাস হইল দেওয়ান জি আমাদের এই চারজনকে নূতন বাহাল করিয়াছেন। যুবা তাহাদের এই কথা শুনিয়া গৃহমধ্যে যাইয়া দেওয়ান জির পত্রখানি পাঠ করিয়া

কিছু বিমর্ষ হইয়া তৎক্ষণাৎ বাহিরে আসিলেন। যুবা যখন পত্রখানি পাঠ করেন, দাশুঘোষ তখন তাঁহার মুখের প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি বাহিরে আসিলে জিজ্ঞাসা করিলেন, মহাশয়। সম্বাদ সমস্ত ভাল ত? যুবা কহিলেন হ্যাঁ সমস্ত মঙ্গল, পরে যুবক কহিলেন আমি বড় ব্যস্ত; অতএব এখন সুবর্ণ গ্রামে যাত্রা করি, তুমি আমার নিমিত্ত বড় কষ্ট সহ্য করিয়াছ, এই বলিয়া পকেট হইতে চারিটী মুদ্রা বাহির করিয়া তাহার হস্তে দিলেন এবং কহিলেন যদি তুমি ইহা গ্রহণ না কর, তাহা হইলে আমি বড় দুঃখিত হইব। কাজেই দাশু আর দ্বিরুক্তি করিতে না পারিয়া মস্তক অবনত করিল। যুবা, পাইকসমভিব্যাহারে নৌকাভিমুখে গমন করিলেন। পাঠক মহাশয়। যুবা যে সুবর্ণ গ্রামের জমিদার তাহা স্পষ্টই অবগত হইলেন। এক্ষণে ইহাঁর আরও পরিচয়ের আবশ্যক করে। ইনি কাঁকশালার অন্তর্গত বলরাম পুরস্থ সতীশচন্দ্র রায় বাহাদুরের একমাত্র পুত্র সুরেন্দ্রনাথ রায় বাহাদুর, বয়ঃক্রম ২৮।২৯ বৎসর দেখিতে সুপুরুষ; বং গৌরবর্ণ, নাসিকা দীর্ঘ, চক্ষু উজ্জ্বল, ললাট প্রশস্ত, দেখিলে বোধ হয় যেন, দয়া ইহাঁর অন্তঃকরণে বিরাজমানা রহিয়াছেন। ইনি ধীর প্রকৃতি; আস্তে আস্তে কথা কন। তাহা শুনিতে অতি সুমধুর, এই কুলতিলক অল্পবয়সে অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়া সুশৃঙ্খলা পূর্ব্বক বিষয় কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন। প্রজাদিগকে মধুর বাক্যে তুষিয়া তাহাদিগের নিকট হইতে কর আদায় করিয়া থাকেন। গ্রামে দরিদ্রদিগের নিমিত্ত একটি অতিথিশালা আছে। প্রত্যহ অসংখ্য দীন দুঃখি আসিয়া জঠরানল নির্ব্বাণ করিয়া থাকে। সুরেন্দ্রনাথ প্রতিদিন মধ্যাহ্নে তথায় উপস্থিত থাকিয়া অনাহূত ব্যক্তিদিগকে সমাদরে সন্তুষ্ট করিয়া পরিতোষ পূর্ব্বক ভোজন করাইয়া, সকলকে কিছু কিছু অর্থ দান করিয়া থাকেন। সুরেন্দ্রনাথের এইরূপ সুজনতায় নিকটস্থ এবং দূরস্থ গ্রাম নগরের আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই তাহার গুণানুকীর্ত্তন করেন। সুরেন্দ্রনাথের পিতার দুই বৎসর হইল মৃত্যু

হইযাছে। মাতাও অল্পদিন হইল মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। বাটীতে পরিবারের মধ্যে তাঁহার স্ত্রী, দুইটি সধবা কনিষ্ঠা ভগিনী; বাবুর পাঁচ বৎসরের এক পুত্র এবং দুই বৎসরের এক কন্যা, পুত্রের নাম নন্দলাল; তাঁহার মাতা আদর করিয়া তাহাকে নেনু বলিযা ডাকেন। পাচক পাচিকা, দাস দাসীতে, বাড়ীটি পরিপূর্ণ। এ ছাড়া বাবুর স্ত্রীর একজন সহচরী আছে। সে অতিশয় মিষ্টভাষিণী এবং কৌতুকপ্রিয়া; বয়সও প্রায ২৩২৪ বৎসর হইবে, রং দুদে আলতায গোলা, মুখশ্রী পরিষ্কার, সদাই হাস্য বদন, দেখিলেই বোধ হয যেন বিধাতা তাহাকে রমণীকুলের আদর্শ স্বরূপা করিয়া সৃজন করিযাছেন। বাবু তাহাকে অতিশয় স্নেহ করেন। সে যখন যাহা আবদার করে, বাবু তাহাই দেন। বাবুর স্ত্রী এবং ভগ্নীদ্বয়, তাহাকে অতিশয় ভাল বাসেন। তাহার নাম মাধবী, মাধবী কায়স্থের কন্যা, বাল্যকালে বিধবা হই-যাছে। তাহার বাটী চন্দ্রহাটি, এই গ্রামেই বাবু বিবাহ করিয়াছেন। মাধবীর পিতার সহিত তাঁহার শ্বশুরের অতিশয় প্রণয ছিল। মাধবীর পিতা-মাতার কাল হইলে, বাবুর শ্বশুর তাহাকে আপনার বাটীতে আনিযা রাখেন। কিছুদিন অতীত হইলে তাহাকে কন্যার নিকট পাঠাইযা দেন। সেই অবধি মাধবী বলরামপুরে অবস্থিতি করিতেছে। সে কখন কখন বাবুর স্ত্রীকে বৌ বলিযা সম্বোধন করে। আবার মধ্যে মধ্যে বসন্তকুমারী বলিযা ডাকে। বাল্যকালের সহচরী যাহা বলে তাহাই শোভা পায। বিশেষতঃ মাধবীর কথা গুলি বড় মিষ্ট, সে কাহাকেও রাগ করিযা কোন কথা বলিলে তাহাও সুমধুর বলিযা বোধ হয। মাধবী অনেকদিন বাবুর বাটীতে রহিযাছে। তাহার গুণে সকলেই বশীভূত, সকলেই তাহাকে কনিষ্ঠা ভগ্নীর ন্যায জ্ঞান করে। সুরেন্দ্রনাথ জানেন, মাধবী বিধবা কিন্তু বসন্তকুমারী তাহাকে বিধবার বেশে থাকিতে দেন না। হাতে স্ব পাক মোটা মোটা বালা, কর্ণেস্বর্ণ মাকড়ি এবং গলায় একগাছি হেলেহার, ইহাতেই মাধবীর

রূপের ছটার প্রতি কেহই দৃষ্টিপাত করিতে পারে না। সুরেন্দ্রনাথ জন্মাবধি কখন প্রবাসে যান নাই। কিন্তু অদ্য কোন বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে তাঁহাকে সুবর্ণ গ্রামে যাইতে হইবে। মন অতিশয় চঞ্চল; বেলাও প্রায় দুইটা বাজিয়াছে। সুরেন্দ্রনাথ বাহিরের বাটী হইতে অন্তঃপুরে গমন করিয়া বসন্তকুমারীর নিকট হাস্যমুখে বিদায় চাহিলেন। বসন্তকুমারী মুখ অবনত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন কবে ফিরিবে?

সু। বোধ হয় দুই এক দিনের মধ্যে ফিরিব!

বস। না যাইলে কি চলিবেনা?

সু। না, আমায় অদ্যরাত্রে যে রূপেই হউক তথায় পৌঁছুতে হইবে। লাটের দিন ধার্য্য হইয়াছে। দেওয়ান জি পত্র লিখিয়াছেন, এবার প্রজাদিগের নিকট আদায় তোসিল বড় অল্প; যাই, একবার দেখিয়া আসি, গতিক টা কি। বসন্ত কুমারী ইহা শুনিয়া মুখ অবনত করিলেন এবং বাম পদের বৃদ্ধাঙ্গুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া তাহা নাড়িতে লাগিলেন। সুরেন্দ্র নাথ প্রবাসে যাইবার নিমিত্ত তাঁহার নিকট বিদায় চাহিতেছেন ইহা ভাবিয়া তাঁহার সেই কুরঙ্গ-নয়ন সলিলে পরিপূর্ণ হইল। সুরেন্দ্র নাথ পাছে তাহা দেখিতে পান্, এই ভাবিয়া, চক্ষের জল চক্ষে মিশাইলেন।

সুরেন্দ্রনাথ ব্যস্তথাকাপ্রযুক্ত বসন্তর সেই ভাব দেখিতে পাইলেন না। সুতরাং তিনি সরল-প্রাণে বসন্তকুমারীর নিকট বিদায় লইয়া বাহির বাটীতে পুনরাগমন করিলেন। এবং সম্মুখে সরকার কে দেখিয়া কহিলেন, কোচ্‌ম্যানকে গাড়ী প্রস্তুত করিতে বল। কোচ্‌ম্যান সেই খানেই উপস্থিত ছিল, ইহা দেখিয়া তিনি স্বয়ংই বলিলেন মহম্মদ। গাড়ী প্রস্তুত কর। আমি এখান হইতে পলাসীর গোপাল বাবুর বাটীতে যাইব। তথায় আমায় পৌঁছিয়া দিয়া গাড়ী বাটীতে লইয়া আসিবে। সরকার জিজ্ঞাসা করিলেন তার পর ও টুকু পথ কি করিয়া যাইবেন? সুরেন্দ্রনাথ বলিলেন ওটুকু হাঁটিয়া যাইব। সরকার ইহা শুনিয়া চুপ

করিয়া রহিল। বাবু কহিলেন, সরকার মহাশয়। যদি সামান্য পথ হাঁটিতে কষ্ট বোধ হয়, তবে এ দেহ ধারণ করা বৃথা; সরকার, বাবুর মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়াই আর কোন কথা না কহিয়া নীরব হইল। কিন্তু বাবু তাহা প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। সরকার তাঁহার কথা শুনিয়া অল্প অল্প হাসিতে লাগিল। ভাবিল কি আশ্চর্য্য বাবু এত ধনাঢ্য হইয়াও নিজের গাড়ীতে চড়িয়া যাইতে লজ্জা বোধ করেন। ভাল পরিচ্ছদের অভাব নাই কিন্তু তাহাও পরেন না। সেদিন বাসন্তী পূজা উপলক্ষে বাটীতে নাচ হইল। কত বড় মানুষ, কত রকম পোষাক করিয়া আসিল। বাবু আমাদিগের এক খানি সামান্য বস্ত্র পরিধান করিয়াই রহিলেন। কি আশ্চর্য্য ভগবান ইহাঁকে সকল বস্তুই প্রচুর পরিমাণে দিয়াছেন, কিন্তু বাবু তাহা ব্যবহার করিতে ভাল বাসেন না। সেদিন মেদো চাকর, বাবুকে এই কথা বলাতে বাবু বলিলেন দেখ মাধব। আমার কোন পোষাক পরিতে ইচ্ছা হয় না।. তোর্ যদি পর্‌তে ইচ্ছা হয়, তবে আয়, আমি তোকে একটা পোষাক দিতেছি। এই বলিয়া বাবু বাটীর ভিতর যাইয়া মেদোকে ২।৩ শত টাকার একটী পোষাক দান করিলেন। আর সব চাকরেরা এই দেখে, মুখ তাকাতাকি করিতে লাগিল। বাবু তাহাদের মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া সকলকে সেই রকম এক একটা পোষাক দান করিলেন। আমি তাই দেখে ঘাড় হেঁট ক'রে বসিয়া আছি মনের ভিতর কত আন্দোলন করিতেছি, এমন সময় বাবু আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া পুনর্ব্বার বাটীর ভিতর গমন করিলেন এবং ক্ষণেক পরে একজোড়া ভাল কাশ্মীরি শাল আনিয়া আমাকে বলিলেন—তোমার শীতবস্ত্র নাই, এই শাল যোড়াটী তুমি লও। আমি কিছু বলিতে না পারিয়া মাথা চুলকাইতে লাগিলাম। তৎপরে বাবু শাল যোড়াটী আমার হাতে দিয়া প্রস্থান করিলেন। আমি তাহা পাইয়া পরম আহ্লাদিত হইলাম। এবং ভাবিলাম, ইহা বাবুরই উপ-

যুক্ত; আমি ইহা লইয়া কিরূপে ব্যবহার করিব। চাকর বেটারা ও পোষাক গুলো পাইয়া বিক্রয় করিয়া টাকা করিবে। আমার এ যে সাপে ছুঁচো ধরা হইয়াছে। এমন সকের জিনিষটে বেচ্‌তেও পারিব না। আবার গায়ে দিতেও লজ্জা হইবেক। আমি এখন কি করি; আমি এই ভাবিতেছি, বাবু তাহা বুঝিতে পারিয়া কহিলেন সরকার মহাশয়! রাখিয়া দাও, বালকেরা ব্যবহার করিবে। আমারবাবু, সেই বাবু তো! আহা! ভগবান ইহাঁকে সব বিষয়ে সুখী করুন। সরকার এসমস্ত ভাবিতেছে ইত্যবসরে বাবু এক তাড়া কুড়ি টাকার নোট চেষ্ট হইতে বাহির করিয়া সরকারকে দিলেন এবং কহিলেন এই পাঁচশত টাকা নাও. আবশ্যকমত খরচ পত্র করিবে এবং সাবধানে থাকিবে। তৎপরে চাকর এবং দ্বারবানদিগকে কহিলেন খুব হুসিয়ার থাকিবে, আমি সুবর্ণ গ্রামে যাত্রা করিতেছি, দুই এক দিনের মধ্যে ফিরিব। এই বলিয়া গাড়ী চড়িয়া উদ্দেশ্য স্থানে গমন করিলেন।

বাবু গমন করিলে পর মেধো আসিয়া সরকার মহাশয়কে অতি আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিল সরকার মহাশয়! বাবু কখন বাড়ীর বা'র হন না, হঠাৎ আজ তিনি সুবর্ণ গ্রামে একা যাইলেন কেন? কাহাকেও সঙ্গে লইলেন না, ইহারই বা ভাব কি? এমন গুপ্তভাবে যাইবারই বা কারণ কি? সরকার কহিলেন, দূর্ বেটা! এতদিন বাবুর নিকট চাকুরী করিতেছিস, তাঁহার স্বভাব বুঝ্‌তে পাল্লি না। বাবু কোথাও জাঁক জমক ক'রে যেতে ভাল বাসেন না। সুবর্ণ গ্রামের দেওয়ান জি অদ্য পত্র লিখিয়াছেন লাটের দিন নিকটবর্ত্তী এবং এবার আদায় তৌশিল ভাল হয় নাই। সেই জন্য নিজে জমীদারী দেখিতে যাইতেছেন। বোধ করি দেওয়ান জি সেখান হইতে নৌকা পাঠাইয়া দিবেন। পাঠক মহাশয়! বাস্তবিক সুরেন্দ্রবাবু বড় অমায়িক, তিনি তাঁহার পরিচয় দিতে লোকের নিকট বড় কুণ্ঠিত হন এবং সেই কারণেই দাশুঘোষের দোকানে তিনি তাঁহার ভালরূপ পরিচয় দেন নাই। এক্ষণে আমি

ইঁহার পরিচয় দিলাম। এই মহাত্মাই সেই সুবর্ণ গ্রামের জমীদার, রায় সুরেন্দ্রনাথ রায় বাঁহাদুর।

বসন্তে-বসন্তে।

অদ্য বৈশাখী পূর্ণিমা, রাত্রি প্রায় চারি দণ্ড হইয়াছে। সুধাকর-করে, যামিনী যেন শুভ্র বসন পরিধান করিয়া হাসিতেছেন। গগন-মণ্ডলে নক্ষত্রগণ জ্যোতিহীন হইয়া মিট্ মিট্ করিতেছে। খদ্যোতেরা অভিমানে কোথায় যে লুকাইয়াছে তাহার ঠিক ঠিকানা নাই। তমোরাশি সভয়ে বড় বড় বৃক্ষের ঝোপের ভিতর যাইয়া আশ্রয় লইয়াছে। দুর্বৃত্তেরা শুক্ল নিশায় অভীষ্ট সিদ্ধির আশা পরিত্যাগ করিয়া হতাশ হইয়া বসিয়া আছে। মন্দ মন্দ সমীরণে বৃক্ষের শাখা সকল দুলিতেছে। পাপিয়া এবং কোকিলকুল তদুপরি বসিয়া প্রফুল্লমনে পঞ্চমস্বরে গান করিতেছে। জুঁই, বেল, মল্লিকা, সেঁউতী, গোলাপ প্রভৃতি নানা-জাতি পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়া সৌরভ বিতরণ করিতেছে। বৃক্ষ সমূহের নব-পল্লব, সুধাকর-করে রঞ্জিত হইয়া ঝক্ ঝক্ করিতেছে। সম্মুখে এক বৃহৎ অট্টালিকা, তদুপরি চন্দ্রালোক পতিত হওয়াতে চতুর্দ্দিক, যেন আরো অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে। এমন সময়ে প্রাসাদের উপর একটী প্যাঁচা আসিয়া বসিল এবং ক্ষণকাল গম্ভীরভাবে অবস্থিতি করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিল। তাহার মনের ভাব কে বুঝিতে পারে? সেকি এই অট্টালিকার এবং উদ্যানের শোভা দেখিতে আসিয়াছিল? না, আমার বোধ হয় তাহা নহে। সে সমস্ত দিনের পর যামিনীতে আহার অন্বেষণে আগমন করিয়াছিল।

---

* দশম পৃষ্ঠার ৮ম পংক্তিতে "এক তাড়া পাঁচশত টাকার নোট চেষ্ট হইতে" ইহার পরিবর্ত্তে "পাঁচশত টাকার একটী তোড়া সিন্দুক হইতে" এইরূপ পাঠ করিতে হইবে।

কিন্তু এই তমোময়ী রজনীকে দেখিয়া, দিবা ভ্রমে তথা হইতে পলায়ন করিল। বাটীর সম্মুখে একটি উদ্যান, তাহার মধ্যে নানা জাতি বৃক্ষ শোভা পাইতেছে। তন্মধ্যে একটি সুন্দর সরোবর, এক্ষণে নিশানাথের আগমনে সরোবর হৃদয়াসীনা কুমুদিনী প্রস্ফুটিত হইয়া হাসিতেছে, এবং মনে মনে ভাবিতেছে, এমন দিন আর হইবে না। নিশানাথও তাহার হাসা দেখিয়া (আর ঊর্দ্ধে থাকিয়া তৃপ্তি বোধ না হওয়াতে) সরসীর স্বচ্ছ বারি মধ্যে আগমন করিয়া প্রণয়িণীর সুখ শয্যায় উপবেশন করিলেন। পবন তাঁহার এই সুখ দর্শনে ঈর্ষাপর বশ হইয়া দীর্ঘ নিশ্বাসে আসন সঞ্চালনে প্রবৃত্ত হইলে, কুমুদিনী নায়ক ভগবানচন্দ্র, অসহ্য মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক ভয়ানক বেগে অস্থির হওত যেন, সমরকার্য্যে নিরত হইয়া তন্মধ্যে দৌড়াদৌড়ি করিতে লাগিলেন। কুমুদিনী উদ্ভ্রান্ত চিত্তে, হেলিয়া দুলিয়া তাঁহার অনুগামিনী হইয়া সরোবরের অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদন করিতে লাগিল।

পাঠক মহাশয়! এই অট্টালিকা এবং উদ্যান যাহা দেখিতেছেন, তাহা সুরেন্দ্র নাথের, সুরেন্দ্রনাথ অদ্য বৈকালে সুবর্ণ গ্রামে যাত্রা করিয়াছেন। আগে যদি জানিতেন যে, অদ্য যামিনী শুভ্রবস্ত্র পরিধান করিয়া বসন্তসেনা সমভিব্যাহারে আগমন করিবেন তাহা হইলে তিনি কখনই বাটীর বাহির হইতেন না। এদিকে বসন্তকুমারী অবশিষ্ট বেলাটুকু সাংসারিক কার্য্যে অতিবাহিত করিলেন। এবং সন্ধ্যার পর মনটা অতিশয় চঞ্চল হওয়াতে কার্পেট বুনিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সুরেন্দ্রনাথ তাঁহাকে একটী নূতন প্যাটেণ্ট আনিয়া দিয়াছিলেন। তিনি তাহার অনুকরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু এক্ষণে তাহা দেখিয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, এই যে পদ্মটী চিত্রিত রহিয়াছে, আর ইহার পার্শ্বে একটী ভ্রমর উড়িতেছে। ইহা না হইয়া যদি কমলটির উপর ভ্রমরটী চিত্রিত থাকিত, তাহা হইলে দেখিতেও ভাল হইত এবং পদ্মিনীর আশাও নিবৃত্তি হইত।

এই ভাবিয়া তিনি একটি দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। আবার ভাবিলেন একি ! আজ আমার মনের ভাব এরূপ হইল কেন? যেদিন প্রাণনাথ এই চিত্র খানি আনিয়া আমার হস্তে দিলেন, সেদিন আমি ইহার কত শোভাই দেখেছিলেম, তবে আজি কেন আমি ইহার দোষ বাহির করিতেছি?

চিত্রিত কমলে ভ্রমরটি চিত্রিত নাই তাহার জন্য আমার এত মাথা ব্যথা কেন? যাক্ ওসব আর দেখ্‌বো না; এই বলিয়া তাহা বাক্সের ভিতর বন্ধ করিয়া রাখিলেন এবং গৃহের বাহিরে আসিয়া দেখিলেন আকাশ নির্ম্মল, গগনমণ্ডলে পূর্ণিমার চন্দ্রোদয় হইয়া, সুধা বৃষ্টি করিতেছেন। বারাণ্ডার ধারে ধারে টবের উপর রজনীগন্ধা প্রস্ফুটিত হইয়া মৃদু মন্দ সমীরণের সহিত খেলা করিতেছে এবং তাহার গন্ধে চতুর্দ্দিক আমোদিত করিতেছে। বসন্তকুমারী এই সকল দেখিয়া ভাবিলেন অদ্যকার নিশি আমার এমন বিষময় বোধ হইতেছে কেন? জন্মাবধি কখন আমার মনের ভাব এরূপ হয় নাই, তবে আজি কেন এমন হইতেছে? যাই, ঘরের ভিতর যাই, আর আমার এস্থান ভাল লাগিতেছে না। বসন্ত কুমারী এই বলিয়া গৃহাভ্যন্তরে যাইয়া, পর্য্যঙ্কোপরি শুইয়া এবং সম্মুখের খড়খড়ি খুলিয়া দিয়া গগন মণ্ডলের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। সুরেন্দ্রনাথ আগামী কল্য না হয় পরশ্ব দিবস বাড়ী আসিবেন। আবার ভাবিলেন যদি কার্য্যের ঝঞ্ঝাট বশতঃ দশ দিন দেরি হয় তবে কি হইবে? বসন্ত কুমারীর কল্পনা ইহার উত্তর দিতে পারিল না, সুতরাং তিনি এখন গভীর চিন্তা-সাগরে নিমগ্ন হইলেন।

বসন্ত কুমারী এইরূপ চিন্তায় নিমগ্না হইয়া আছেন, এমন সময় মাধবী গৃহের ভিতর আসিয়া দেখিল কাহারও সাড়া শব্দ নাই। বসন্ত কুমারী স্খলিত বসনা এবং আলুলায়িত কেশা হইয়া শয্যায় শয়ন করিয়া আছেন। মাধবী তাহার ভাব দেখিয়া বুঝিতে পারিল বসন্ত কুমারী

পতি-চিন্তায-মগ্না, মনে মনে ভাবিল কি আশ্চর্য্য। একেই বলে "পলকে প্রলয" আমি এব কিছুই বুঝিনে, তা কি কবেই বা বুঝবো, ভগবান ছেলে বেলাই পোড়া কপাল পুড়য়েচেন, বিচ্ছেদ আর বিবহ কাহাকে বলে, তা কি কবেই বা জানবো। লোকে বলে বসন্তের মলয়, কোকিলের স্বর, আব সুধাকবেব কর, বিবহিণীদের পক্ষে অতি ভযানক, কৈ আমি তো এব কিছুই বুঝতে পারিনে। তবে কি আমি বিবহিণী নই ? নই বা কেন, যখন যৌবনে পতিহীনা, তখন আমিও বিবহিণী, চির বিবহিণী. এইরূপে তাহাব বিরহিণীর প্রমাণ হইলে আপন মনেই কহিতে লাগিল আ মরি! পোড়া কপাল আর কি। আমি এইসকল যত ভাবচি, আমার ততই হাসি পাচ্চে, আব দেক দেকি বসন্তকুমারী চুপ কো'বে কেমন শুযে রযেচে। ওর তো আমার মত হাসি পাচ্চে না, তা পাবে কেন, ও যথার্থ পতি চিন্তায মগ্ন, আব আমি পতি চিন্তা কত্তে গেলে হাত্‌ড়ে মরি। ঐ যে কথায বলে "মাথা নেই তার মাথা বেতা" আমি ভাববো কাকে ? যোমকে ? কিন্তু তাও বলি, এক একবার প্রাণটার ভিতব যেন হাঁচড় পাঁচড কোরে ওঠে, আবাব কান্না পায, সেইটি কি বিবহ। কে যানে, এবার কাহাকেও জিজ্ঞাসা কো'বে দেখবো, বিবহ কাকে বলে। মাধবী এই সকল ভাবিতে ভাবিতে নিস্তব্ধ হইল, এবং মধ্যে মধ্যে এক একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ কবিতে লাগিল। পাঠক মহাশয। একবার ইহাঁদের উভযের প্রতি দৃষ্টিপাত করিযা দেখুন, বসন্ত কুমারী শয্যা'পরি স্খলিত বসনা প্রায়, আর মাধবী মেজের উপব অঞ্চল বিছাইযা শয়ন করিযা রহিয়াছে! উভযে এখন অকুল পাথাবে ভাসিতেছে। বসন্ত কুমারী ভাবিতেছেন, সুরেন্দ্রনাথ কবে আসিবেন। মাধবী ভাবিতেছে, আমি অনাথিনী, বিচ্ছেদ জ্বালা কাহাকে বলে তাহা জানিতে পাবিলাম না। এইরূপ ভাবিতেছে, এমন সময় একজন রাত ভিখারির কণ্ঠধ্বনি শুনা যাইল। সে গাইতেছে, "মনুয়ারে সীতারাম ভজন্ করালি যো" ইহা শুনিয়া মাধবী তাড়াতাড়ি খড় খড়িরধারে যাইয়া বসিল এবং

গানটি শুনিয়া তাহার প্রাণের ভিতর কেমন করিতে লাগিল। আর একা থাকিতে না পারিয়া বসন্ত কুমারীর গাত্র স্পর্শ করিয়া ডাকিল বৌ। ও বৌ। বসন্ত কুমারী অমনি তাড়াতাড়ি উঠিয়া স্বীয় অঙ্গের বসন আবৃত করিয়া বসিলেন। এবং মাধবীকে সম্মুখে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, মাধবি। তিনি কি ঘরে এসেছিলেন? মাধবী হাসিয়া কহিল তা কি তুমি টের পাওনি। বসন্ত কুমারীর অমনি স্মরণ হইল অদ্য তাঁহার প্রাণেশ্বর গৃহে নাই। কাজেই কিছু লজ্জিত হইলেন এবং সে কথা চাপিয়া মাধবীকে বলিলেন তাই তো ভাই। আজ আমার এত ঘুম পাচ্চে কেন? মাধবী একটু মুচকে হেসে বলিল ঘুমের আর অপরাধ কি, কাল সারারাত্রি দুজনে প'ড়ে মশা তাড়িয়েছ।

বসন্ত। পোড়া কপাল আর কি। মোশা তাড়াতে যাব কেন

মাধবী। তবে শব্দ হচ্ছিল কিসের?

বসন্ত। বুঝি পাশের ঘরে বেড়াল ঢুকে ছিল।

মাধবী। সে ঘরেত দুধের বাটী ছিল না।

বসন্ত কুমারী মাধবীর এই কথা শুনিয়া একটু হাঁসিয়া মনে মনে ভাবিলেন, মাধবী কত ছলে কত কথা কয়; সাম্‌লানো ভার! এর কাছে কিছু এড়াবার যো নাই, একটা না একটা ছল ধর্‌বেই ধর্‌বে। ভাল মাধবীকে আর একটি কথা জিজ্ঞাসা করি, এর সঙ্গে কথা কহিলেও মনটা ভাল থাকে এই ভাবিয়া বসন্ত কুমারী কহিলেন মাধবি। তোর ভাই মুখটি আজ এত শুক্ন শুক্ন দেখচি কেন?

মাধবী। প্রেমের ঢেউ দেখে—(দারুণ ভয়ে)

বসন্ত। প্রেমের ঢেউ কোথায় পেলি?

মাধবী। এই ঘরে ব'সে ব'সে।

বসন্ত। তার ভিতরপড়ে, হাবু ডুবু খাসনি ত?

মাধবী। খেয়েচি কিন্তু অত নয়।

বসন্ত। অত নয় কি?

মাধবী। তাই ত! কিছুই জানেন না। ঐ যে কথায় বলে "বুক ফেটে যায় তাও সব, মুখ, ফুটে না প্রকাশিব" তুমি আমায় বলবে কেন, তোমার বড় লজ্জা, কিন্তু ভাই আমার সব উল্টো, আমার মনের কথা ব'লতে মুখ ফোটে তবু বুক ফাটে না। প্রথমে ব'লতে বাদও বাদও কস্তো কিন্তু এখন দেখি মুখ ফুটলে বুক ফাটে না, বরং ঠাণ্ডা হয়।

বসন্ত। মাধবীর এই কথা শুনে ভাবিলেন মাধবী যাহা বলিতেছে তাহা সত্য, দুঃখের কথা আত্ম বন্ধুর নিকট ব্যক্ত করিলে মনের ক্লেশ অনেক লাঘব হয়। এই ভাবিয়া বসন্ত কুমারী মাধবীকে একটু ঠেস দিয়া বলিলেন তোর ভাই বেসি চাড় তাই তুই মুখ ফুটে ব'লতে পারিস, আমার ত অত চাড় নেই।

মাধবী। তোর চাড়ের কথর টা কি? এক দিনেই যে সবষে ফুল দেকচিস্।

বসন্ত কুমারী মাধবীর কথা শুনিয়া হাসিয়া বলিলেন, তুই ভাই ঠিক ব'লচিস, মনের কথা আত্মীয় জনের নিকট বল্‌লে প্রাণটা অনেক ভাল থাকে।

মাধবী। হ্যাঁ এখন পথে এসো, তবে এত নাকা কথা বলছিলি কেন?

বসন্ত। দেখ্‌ছিলাম তুই কি বলিস।

মাধবী। বল্‌বো আর কি, উনুনের ছাই।

বসন্ত। দেখ্ মাধবি! তোর সঙ্গে কথা কৈলে মনটা বড় ভাল থাকে। আচ্ছা ভাই! বল দেখি এখন কি ভাল লাগে?

মাধবী। কোকিলের স্বর, সুধাকরের কর, মলয় পবন, আর পাশের বালিশ।

(বসন্ত কুমারী হাস্য করিয়া বলিল) দুর্ পোড়ার মুখী, বালিশ বই আর কিছু পেলিনি।

মাধবী। আবার কি পাবো। আমায় যা ভাল লাগ্‌লো তাই বললুম।

বসন্ত। কেন, একগাছি দড়ি ভাল লাগে না কি?

মাধবী। তা হ'লে আবার একটি কলসী চাই।

বসন্ত। বালাই, ওসব কথা ভাই ছেড়ে দে, কোথ্‌ থেকে কি কথা নিযে এলি দেখ দেখি।

মাধবী। আব বালাই॥ (মাধবী এই কথা বলিযা একটি গান আরম্ভ করিল।)

কাঁদিযে কাঁ[illegible], রজনী জাগিযে, হনু সখি [illegible] জ্বালাতন।
কেন তাঁর [illegible] মিছে দুঃখ ভুগি, পাই না তো দরশন।
গেঁথে ছিনু মালা, শুকাইযে গেল, দারুণ তপন-তাপে।
শুন লো স্বজনী, দিবস যামিনী, উঠিছে হৃদয কেঁপে।
মলযা অনিল, বহে সুশীতল, আমি তাহে সুখি নই।
অবলা পাইযা, হানে স্মর শর, দহে দেহ পিক্‌ অই (ঐ)।
পতি সোহাগিনী, লযে প্রাণ পতি সদা থাকো মন সুখে।
আমি অভাগিনী, হারাযে নাথেরে ভাসিতেছি মন দুখে।

মাধবী গানটী গাইয়া নিস্তব্ধ হইল। বসন্ত কুমারী মাধবীর গানে মোহিত হইযা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মাধবি! তুই এ গানটি কোথায শিখলি?

মাধবী। ঠাট্টা করিস্‌ কেনে ভাই॥

বসন্ত। মাইরি ঠাট্টা কচ্চিনে, গানটি বড মিষ্টি লাগলো।

মাধবী। নাও মেনে, আর জ্বালাস নে। আমি এখান থেকে চল্লুম, এই বলিযা মাধবী গৃহ হইতে প্রস্থান করিল। বসন্ত কুমারী আর গৃহে একা থাকিতে না—পারিয়া তাহার অনুগামিনী হইলেন।

এ আবার কি ?

পাঠক মহাশয়। চলুন একবার সুরেন্দ্রনাথের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসি। তিনি এই রজনীতে দামু ঘোষের নিকট হইতে বিদায় হইয়া (দাশরথির অপর নাম দামোদর) বসন্ত কুমারীর বিচ্ছেদে কি করিতেছেন, একবার তাহা দেখা আবশ্যক, যদি বলেন তথায় যাইতে মন সরে না। মাধবীর গানটী বড মিষ্ট লাগিয়াছে। আর একটি শুনিয়া যাইব। না, তা আর হইবে না, আমি আর আপনাকে এখানে থাকিতে দিব না। চলুন সুরেন্দ্রনাথকে একবার দেখিয়া আসি। সেস্থান ভাল না লাগে, তবে গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া তাপিত প্রাণ শীতল করিবেন। দেখুন অদ্যকার যামিনীতে জাহ্নবী শান্তমূর্ত্তি ধারণ করিয়া বক্ষোপরি উর্ম্মিমালা পরিধান করিয়া কেমন এক অনির্ব্বচনীয় শোভা সম্পাদন করিয়াছেন।। মনমোহিনী নিশীথিনী। কাহারও সাড়া শব্দ নাই কেবল মধ্যে মধ্যে শৃগালেরা নির্ভয় চিত্তে, তটিনীতটে বিকট শব্দ করিয়া ভ্রমণ করিতেছে। বড বড নৌকা সকল জাহ্নবীর বক্ষোপরি স্থির হইয়া তাঁহার হাস্য বদন নিরীক্ষণ করিতেছে নাবিকেরা সকলেই সুসুপ্ত; কাহারও সাড়াশব্দ নাই। কেবল একখানি ক্ষুদ্র তরণী কূলের সমীপবর্ত্তী হইয়া ধীরে ধীরে গমন করিতেছে। তন্মধ্যে সুরেন্দ্রনাথ, একটি তাকিয়া ঠেস্ দিয়া কপোলে করবিন্যাসপূর্ব্বক চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বসন্ত কুমারীর সেই সুধাংশুবদন নিরীক্ষণ করিতেছেন, এবং ভাবিতেছেন আমি কি কঠিন। প্রিয়াকে সকল কথা গোপন করিয়া এই গভীর যামিনীতে নৌকারোহণে সুবর্ণ গ্রামে গমন করিতেছি। এক্ষণে অদৃষ্টে কি আছে কে বলিতে পারে ? যদি দুর-দৃষ্টবশতঃ কোন দুর্ঘটনায় পতিত হইয়া জীবনান্ত হয়, তবে বসন্তকুমারীর নিকট চির দিনের নিমিত্ত প্রবঞ্চক বলিয়া পরিচিত থাকিব। আমি কি অন্যায় কার্য্য করিয়াছি, প্রিয়ার নিকট এ সকল কথা গোপন রাখা উচিত হয় নাই। স্ত্রীলোকের মন সদাই সন্দিগ্ধ, যদি এই সকল বিষয় আমার প্রত্যা-

গমনের পূর্ব্বে অঙ্কুশে জানিতে পারে, তাহা হইলে আমার মনোগত ভাব না বুঝিয়া অনর্থপাত করিবে। তাহার আর কোন সন্দেহ নাই। সুরেন্দ্রনাথ এই সকল ভাবিতেছেন এমন সময়ে অকস্মাৎ এক আর্ত্ত-নাদ তাঁহার কর্ণ কুহরে প্রবেশ করিল। তিনি ক্ষণকাল সেই ধ্বনি শ্রবণ করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন, এবং নাবিককে জিজ্ঞাসা করিলেন, মাঝি। দেখ দেখি ঐ হৃদয় বিদারক কণ্ঠস্বর কোথা হইতে আসি তেছে? মাঝি বাবুর এই কথা শুনিয়া দাঁড়িদিগকে ক্ষেপণী বন্ধ করিতে কহিল। তাহারা এক মনে বাহিয়া যাইতেছে, মাঝির কথা শুনিতে পাইল না। মাঝি পুনরায় কহিল ওরে দাঁড় বন্ধ কর্। এবারও মাঝির আদেশ বাক্য তাহাদের ক্ষেপণীর শব্দের সহিত মিশাইয়া গেল, সুতরাং শুনিতে পাইল না। তাহা দেখিয়া সুরেন্দ্রনাথ এবং মাঝি দুজনেই এক সঙ্গে উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন দাঁড় বন্ধ কর্, ক্ষেপণী বাহকেরা হঠাৎ তাঁহাদিগের এই আদেশ শুনিয়া দাঁড় বন্ধ করিয়া সভয়চিত্তে পুত্তলিকাবৎ আড়ষ্ট হইয়া রহিল। আর কাহারও মুখে কথা নাই। মুহূর্ত্তকাল তাহারা এই ভাবে থাকিয়া পরে মাঝিকে জিজ্ঞাসা করিল কি হইয়াছে? মাঝি কহিল ঐ শোন্ একটা কি শব্দ হইতেছে। তাহারা ভীত হইয়া সকলেই একমনে সেই শব্দ শুনিতে লাগিল, কিন্তু কেহই কিছু বুঝিতে পারিল না। মাঝি কহিল মহা-শয়! এ শব্দ অনেক দূরে হইতেছে, ইহাতে কোন ভয় নাই। কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ সেই মর্ম্মভেদী স্বর শ্রবণাবধি ব্যাকুলচিত্ত হইয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন কাহার যে কি সর্ব্বনাশ হইয়াছে, তাহা বলিতে পারি না। মা ভাগীরথি! তোমার হৃদয় কি কঠিন!! জনক জননী, মৃত পুত্র ক্রোড়ে করিয়া, তোমার তটে বসিয়া, অবিশ্রান্ত রোদন করিতেছে। পতিপ্রাণা সতী, প্রাণপতির মৃতদেহ চিতার উপর দগ্ধ হইতেছে দেখিয়া তোমার কূলে বসিয়া নয়নজলে দুকূল ভাসাইতেছে, সুদীনা কন্যা তোমার তটে জনকজননীর মৃতদেহ অবলোকন করিয়া মৃত্তিকায় গড়াগড়ি

দিতেছে, কেহবা প্রণয়িনীকে তোমার গর্ভে বিসর্জ্জন দিয়া ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া চতুর্দ্দিকে দৌড়াদৌড়ি করিতেছে আর তুমি এই সকল স্থির নেত্রে দেখিতেছ তবু হৃদয়ে কাণামাত্রও দয়ার সঞ্চার হইতেছে না। ঐ যে দূরে রোদন ধ্বনি শোনা যাইতেছে, উহাও তোমার অবিদিত নাই। হায়। কাহাকে যে কি বিপদেগ্রস্তকরিয়া রঙ্গদেখিতেছ, তাহা তুমিই জান? সুরেন্দ্রনাথ এই সকল আন্দোলন করিতেছেন এবং জাহ্নবীর বক্ষোপরি একদৃষ্টে চাহিয়া দেখিতেছেন, তরঙ্গমালা উঠিতেছে এবং তাহা নৌকায় লাগিয়া ভাঙ্গিয়া যাইতেছে। ক্ষেপণী বাহকেরা অবিরাম বাহিতেছে। মাঝি নিস্তব্ধে হাল ধরিয়া বসিয়া আছে। পাইকেরা জাহ্নবীর সুশীতল বাতাস পাইয়া সুখে নিদ্রা যাইতেছে। কহারও সাড়া শব্দ নাই, সুরেন্দ্রনাথ এই সকল দেখিতেছেন এবং মনে মনে যে কত চিন্তা করিতেছেন, তাহার শেষ নাই। একবার ভাবিতেছেন, বসন্তকুমারী এখন কি করিতেছেন, আবার ভাবিতেছেন দেওয়ান জি যে কুমুদিনীর বিষয় লিখিয়াছেন তাহা কি শোচনীয় ব্যাপার। এই সকল বিষয় চিন্তা করাতে নিদ্রাদেবী তাঁহাকে ত্যাগ করিয়াছেন। এই সময় পাইকদিগের মধ্যে এক জন স্বপ্ন দেখিয়া গোঁ গোঁ করিয়া উঠিল। সুরেন্দ্রনাথের কর্ণে হটাৎ এই শব্দ প্রবেশ করিবামাত্র তিনি চমকিয়াউঠিলেন। পরে জানিতে পারিলেন, পাইকদের মধ্যে এক জন স্বপ্ন দেখিয়া এরূপ শব্দ করিতেছে। তাহাকে ডাকিলেন, কিন্তু তাহাতে তাহারনিদ্রা ভঙ্গ হইল না। ইহাদেখিয়া এক জন দাঁড়িকে আদেশ করিলেন উহাকে উঠাইয়া দাও, দাঁড়ি তাঁহার গাত্রে হাত দিয়া ঠেলিতে লাগিল। তবুও তাহার নিদ্রা ভঙ্গ হইল না। বরং পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক গোঁ গোঁ শব্দ করিতে লাগিল ইহা দেখিয়া আর একজন দাঁড়ি তাহার হস্ত ধারণ করিয়া তুলিয়া বসাইতে তাহার নিদ্রা ভঙ্গ হইল এবং সে ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিল "রাম" কি ভয়ানক স্বপ্ন দেখিতেছিলাম। সুরেন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন কি স্বপ্ন দেখছিলি? সে তাঁহার কথার উত্তর না দিয়া

মাজিকে জিজ্ঞাসিল, মাজি, আমাদের নৌকা কতদূর আসিয়াছে? মাজি কহিল এই শ্রীপুর ছাড়াইলাম। ইহার পর মুসনের জঙ্গল; পাইক কহিল "বাবা" এই জঙ্গলেই আমার প্রাণটা বেরিয়েছিল আর কি, তৎপরে কহিল বাবু। আপনি আমাকে স্বপ্নের কথা যা জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন তাহা বলিতে আমার গা কেঁপে উঠছে। ঐযেসুমুখে জঙ্গল দেখিতেছেন, উহা ভয়ানক স্থান, উহার পাশে প্রায় ২।৩ ক্রোশ অবধি মানুষের বসবাস নাই এমনকি দিনমানে কেহই ওখানে যাইতে পারে না। উহার মধ্যে একটি অনেক কালের পুরোণ মন্দির আছে। তাহার ভিতর এক ভয়ানক ঠাকুর আছেন, তাঁহার নাম ছিন্নমস্তা, সে মূর্ত্তি দেখিবামাত্র গা কাঁপিয়া উঠে। শুনিতে পাই গভীর রাত্রিতে এক ভৈরবী আসিয়া তাঁহাকে পূজা করেন কিন্তু এ পর্য্যন্ত কেহ তাঁহাকে দেখিতে পায় নাই এবং মার নিকট মধ্যে মধ্যে নরবলিও হইয়া থাকে। সুরেন্দ্রনাথ ইহা শুনিয়া কহিল তার পর? তার পর? পাইক বলিল তার পর মহাশয়। আমি স্বপ্নে দেখিতেছিলাম যেন ঐ খানে একটি স্ত্রীলোক ত্রিশূল হাতে, গেরুয়া বসন পরা, এলো চুল, ভয়ানক মূর্ত্তি, আমার নিকটে এসে হাত ধরে টানাটানি কত্তে লাগলো। আমি তাঁর হাত ছাড়ায়ে পালাবার অনেক চেষ্টা কত্তে লাগলাম। তাই দেখে সেই ভৈরবী আমার চুল মুট করে ধরে হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে জঙ্গল মধ্যে নিয়ে গ্যাল। আমি যাতনায় এবং ভয়ে চ্যাচাতে লাগলাম। তিনি আমার এইরূপ অবস্থা দেখে বিকট মূর্ত্তিতে আমার দিকে চেয়ে বল্লেন, পাষণ্ড জানিস না, শৃগাল হইয়া সিংহের অবমাননা করিস, আমি তোরে এখনি যমালয়ে পাঠাইব, এই বলিয়া তিনি আমার বুকের উপর হাঁটু দিয়ে ত্রিশূল মারিতে উদ্যত হইলেন। আমি তাই দেখে প্রাণভয়ে চ্যাচাতে লাগলাম এমন সময় আমার ঘুম ভাঙ্গিল কিন্তু এখনও আমার বুক ঢিপ্ ঢিপ্ কচ্চে।

ক্ষেপণী বাহকেরা তাহার এই কথা শুনে হেঁসে উঠলো। একজন পাইক তাদের উপর বিরক্তভাব প্রকাশ করিয়া কহিল, থাম্ থাম্,

হাঁসিসনে, ও যা ব'লচে মিথ্যা নয়। ওখানে এক ভয়ানক দৈবতা আছেন। তিনি জাগ্রত, তাঁর সঙ্গে ঠাট্টা নয়। সে দিন রাত্রে ঐখানদে একখানা নৌকা যাইতেছিল। তার মধ্যে একজন চড়নদার মদ খেযে চেঁচিযে বলতে লাগলো, কোথায তোর ছিন্নমস্তা, কোথায তোর ভৈরবী, আসুক দেখি, আমি তাদের মদের সঙ্গে চাট কর্‌বো। এই কথা য্যামন বলা, অম্নি নৌকা খানি ভুস ক'রে ডুবে গেলো। সুরেন্দ্রনাথ পাইকের কথা শুনিয়া সবিস্ময়ে মাঝিকে জিজ্ঞাসা করিলেন মাজি। এ বলে কি? সত্য নাকি? মাজি বাবুর উত্তর দিতে না দিতে সুপ্তোত্থিত পাইক কহিল হেঁ বাবু, এ সত্য; শুনতে পাই, সেই নৌকায এক দল ডাকাত ছিল। তারা সকলেই ডুবে ম'রেছে।

সুরেন্দ্র। তুই কোথায় শুনলি।

পাইক। আজ্ঞা তার পর দিন আমি বাজারে এই গুজব শুনলাম।

সুরেন্দ্রনাথ এই কথা শুনিযা একটি দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। এমন সময মাজি বলিল বাবু দেখুন জঙ্গলের ভিতর একটা ভয়ানক আগুণ জ্বলিতেছে। সুরেন্দ্রনাথ তাহা দেখিয়া মাজিকে কহিলেন তাই তো, মাজি তুমি এইখানে নৌকা লাগাও। উহা কি, তাহা আমায দেখিতে হইবে। মাজি বাবুর এই কথা শুনিযা ভীত হইল এবং কহিল না বাবু এমন কাজ করিবেন না। ইহাতে বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা, সুরেন্দ্রনাথ তাহা শুনিয়া বিরক্তভাবে কহিলেন না, না তুমি এইখানে নৌকা লাগাও।

সুরেন্দ্রনাথের এই আদেশ শুনিয়া পাইক কাঁপিতে লাগিল। আর ভাবিল যাহা স্বপ্নে দেখিযাছি তাই বুঝি ঘটিল। আমি তো প্রাণ থাকিতে নৌকা হইতে উঠিব না। ইহাতে আমার চাকরি থাক্ আর যাক্। নাবিক, বাবুর হুকুম পাইযা তীরে নৌকা লাগাইল। সুরেন্দ্রনাথ নৌকা হইতে অবতরণ করিযা তটের উপর ক্ষণেক কাল দাঁড়াইযা ভাবিলেন,

এখন কি করি, কোন্ পথ দিয়া যাইলে সুবিধা হইবে, এই চিন্তা করিতে করিতে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ইতমধ্যে নাবিক আব আর পাইকদিগের নিদ্রা ভঙ্গ করাইয়া কহিল ওরে তোরা কি করিতেছিস, শীঘ্র উঠ, দেখ বাবুর কি দুর্ব্বুদ্ধি ঘটিযাছে। তিনি এই রাত্রে একা জঙ্গলের ভিতরে যাইতেছেন। পাইকেরা তাড়াতাড়ি উঠিযা, দেখিযা বলিল, তাইত, বাবু কোথায় যাচ্চেন। এই বলে তাহাদের মধ্যে দুইজন বলবান ও সাহসী, বাবুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিল। সুরেন্দ্রনাথের আত্মরক্ষার সম্বলের মধ্যে হস্তে একগাছি যষ্টি ভিন্ন আর কিছুই ছিলনা। পাইকদিগেরও হস্তে দুই গাছি লাঠি মাত্র ভরসা. সুরেন্দ্রনাথ নির্ভয চিত্তে ক্রমশঃ কূলের উপর উঠিয়া দেখিলেন, অগ্নি জ্বলিতেছে। কিন্তু পূর্ব্বাপেক্ষা তাহার তেজ অনেক হ্রাস হইযাছে। তিনি ঐ অগ্নির প্রতি লক্ষ করিযা সেই ভযানক বন অতিক্রম করিতে লাগিলেন। সম্মুখ দিযা এক একটা বন্য জন্তু দৌড়িয়া যাইতেছে, তাহাতে তাঁহার ভ্রূক্ষেপ নাই। সুরেন্দ্রনাথ এখন তাঁহার চিত্ত হইতে বসন্তকুমারীর চিত্রখানি মুছিয়া ফেলিয়াছেন। যদি সেই মাযা মূর্ত্তিখানি তাঁহার চিত্তে অঙ্কিত থাকিত, তাহা হইলে তিনি কখনই এক যষ্টি সম্বলে এই গভীর নিশিতে গহন কানন মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিতেন না। তিনি এখন বীর পুরুষের মত যেন অঙ্গীকার প্রতিপালনে স্থির সঙ্কল্প করিযা দর্পের সহিত পদ-সঞ্চালন করিতেছেন এবং ভাবিতেছেন যদি কুমুদিনীর চক্ষের জল নিবারণ করিতে না পারি তবে আমার জীবনই বৃথা, দৈবে কিনা হয়। মা ছিন্নমস্তা এবং ভৈরবীর মাহাত্ম্য যেরূপ শুনিলাম তাহা যদি সত্য হয, তবে অবশ্যই আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবেই হইবে।

এই ভাবিতে ভাবিতে ক্রমশঃ অগ্নির নিকটবর্ত্তী হইযা দেখিলেন তথায় কেহ নাই, কেবল একখানি কুশাসন বিস্তৃত রহিয়াছে এবং দগ্ধ ঘৃতের গন্ধে বন আমোদিত করিতেছে। অগ্নি প্রায নির্ব্বাণ, কেবল

ভূমিস্থ অঙ্গারের ভিতর হইতে এক একটি শিখা উঠিতেছে এবং সেই আলোকে তথায় মনুষ্যের পদচিহ্ন দেখা যাইতেছে। সুরেন্দ্রনাথ এই সকল দেখিয়া ভাবিলেন এ স্থান কখনই জনশূন্য নহে। যখন হোমের চিহ্ন দৃষ্ট হইতেছে তখন অবশ্যই এখানে কোন মহাপুরুষের আশ্রম থাকিবে তাহার আর সন্দেহ নাই। মনে মনে এই স্থির করিয়া চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলেন অনতিদূরে দুইটি মনুষ্য বৃহৎ যষ্টি হস্তে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। তিনি দ্রুতপদে তাহাদের নিকট যাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন তোমরা কে? তাহারা কহিল আজ্ঞা আমরা।

সুরেন্দ্র। তোমাদিগের নিবাস কোথা?

তাহারা কহিল আজ্ঞা আমরা মহাশয়ের ভৃত্য, আপনি একা এই রাত্রে জঙ্গলমধ্যে প্রবেশ করিতেছেন দেখিয়া আমরা আপনার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছি। সুরেন্দ্রনাথ তাহাদের কথায় কিছু ক্রোধের সহিত বলিলেন কে তোমাদের আমার সঙ্গে আসিতে হুকুম দিয়াছে? যাও, এখনই এখান হইতে চলিয়া যাও। বাবুর এইরূপ আদেশ শুনিয়া তাহারা ধীরে ধীরে তথা হইতে নৌকাভিমুখে গমন করিতে লাগিল।

উভয়ে যাইতে যাইতে পথিমধ্যে এই পরামর্শ করিল যে, বাবুকে এরূপ অবস্থায় ফেলিয়া যাওয়া উচিত নয়, চল আমরা জঙ্গলের এক স্থানে থাকিয়া লুকাইয়া দেখি, বাবু কি করেন এবং কোথায় যান। যদি কোন বিপদ উপস্থিত হয় সেই সময় উদ্ধার করিবার চেষ্টা করিব। আমরা চাকর, বাবুর নিমক খাইয়া থাকি, বিপদে মুনিবের যথাসাধ্য উপকার করা উচিত। বাবু যেন এখন পাগলের মত বলিলেন তোরা এখান হইতে চলিয়া যা, আমার সঙ্গে আসিতে হইবে না, কিন্তু আমাদের তো ভাবা উচিত যে বাবুকে এ অবস্থায় কি করে ফেলে যাই। তাহারা এই যুক্তি স্থির করিয়া নিকটস্থ এক জঙ্গলে প্রবেশ

করত বাবুর প্রতি লক্ষ্য করিতে লাগিল। সুরেন্দ্রনাথ দেখিলেন পাইকেরা অদৃশ্য হইয়াছে। এখন এই পদ-চিহ্ন-জাত-পথ অবলম্বন করিয়া আশ্রমের পথ অনুসন্ধান করি। মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া পকেট হইতে একখানি রুমাল বাহির করিলেন, এবং একটি পাত্রে হোমাবিশিষ্ট ঘৃত দেখিয়া তাহাতে রুমালখানি সিক্ত করিয়া অগ্নিতে প্রজ্জ্বলিত করিবার চেষ্টা করিতেছেন, এমন সময়ে এক অস্ফুট রোদনধ্বনি তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল। কে যেন কাতর হইয়া বলিতেছে জননি! আমায় ছাড়িয়া দেন। আমি জাহ্নবীর জলে জীবন ত্যাগ করিয়া এই দুঃসহ যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হই। মা! আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। আর কেন আমায় বাধা দেন। আমার ইহ সংসারের সুখ-চন্দ্রমা একবারে চির অস্তাচলে গমন করিয়াছে। আমায় ছাড়িয়াদেন, নচেৎ ঐ অসিতে আমার মস্তক-চ্ছেদন করিয়া মা-ছিন্নমস্তার পূজা করুন। সুরেন্দ্রনাথ এই সুদীন উক্তি শ্রবণ করিয়া কাতরান্তঃকরণে ভাবিতে লাগিলেন, এ ব্যক্তি কে? ইহার কি হইয়াছে? বলিতেছে "আমার সুখচন্দ্রমা অস্তাচলে গিয়াছে", হায়! বোধকরি, ইহা আর কিছুই নয়, নিদারুণ শোক!! তাহার যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া রোদন করিতেছে এবং আপন জীবন বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত হইয়াছে। এই ভাবিতে ভাবিতে সুরেন্দ্রনাথ ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এমন সময় পুনর্ব্বার আর একটি স্বর তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল। তিনি এই সুমধুর কণ্ঠধ্বনি শুনিয়া আর পদবিক্ষেপ করিতে পারিলেন না। সেই স্থানেই পুত্তলিবৎ দণ্ডায়মান হইয়া রহিলেন। আবারও শুনিলেন, কে যেন বলিতেছেন, বৎস! কাতর হইও না। সংসারের গতি চিরকালই এইরূপ হইয়া আসিতেছে। অতএব কেন তুমি এই অনিত্য সংসারের মায়াজালে পতিত হইয়া অবিশ্রামে রোদন করিতেছ? সকলেই আপন আপন অদৃষ্টের ফলাফল ভোগ করিয়া থাকে, যদি ইহা মান্য কর, তবে রোদনে ফল কি? আরও দেখ, যদি চক্ষের জলে দুরদৃষ্ট বিধৌত হইত তাহা হইলে এ

জগতে কেহই অসুখী থাকিত না। তুমি আশস্ত হও, অনুমান দ্বারা যে আশঙ্কা করিতেছ, "তাহার ভয় নাই"। আমি অচিরাৎ তোমার মনস্কামনা সিদ্ধ করিব। দেখ বৎস। আত্ম হত্যা মহা পাপ, ও কথা আর মুখে আনিও না। উহা মনে করিলেও পাপের সঞ্চার হয়।

যে মনুষ্য এ সংসারে থাকিয়া সুখ দুঃখ ভোগ করতঃ কালে বা অকালে ঈশ্বর-নিয়মে মানবলীলা সম্বরণ করে, তাহাকে আর ইহ জন্মের সঞ্চিত অবশিষ্ট দুষ্কৃতির দণ্ড পুনর্জ্জন্মে ভোগ করিতে হয় না। কিন্তু আত্ম হত্যা করিলে ইহ জন্মের ভোগ, পুনর্জন্মে দ্বিগুণতররূপে ভোগ করিতে হয়। এই নিমিত্ত আত্ম হত্যা মহা পাপ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। অতএব বৎস! ক্ষান্ত হও। আর ও কথা মুখে আনিও না। সুরেন্দ্রনাথ এই শাস্ত্র সঙ্গত কথা শুনিয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, সামান্য ব্যক্তির রসনা হইতে এরূপ উপদেশ বাক্য নিঃসৃত হওয়া অসম্ভব, যেরূপ সুমধুর স্বর শুনিলাম, তাহাতে ইহাঁকে মনুষ্য বলিয়া বিবেচনা হয় না। বোধকরি কোন দেবতা এই তপোবনে অবস্থিতি করিয়া থাকেন। এক্ষণে কিরূপে তাঁহার শ্রীচরণ দর্শন করি. ইহা চিন্তা করিতে করিতে সুরেন্দ্রনাথ সেই ঘৃতসিক্ত রুমাল, প্রজ্জ্বলিত করিয়া হস্তেধারণপূর্ব্বক অগ্রসর হইয়া দেখিলেন, সম্মুখে এক বৃহৎ পুরাতন মন্দির, তদুপরি একটি প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ, তাহার অসংখ্য ঝুরি নামিয়া ভূমি-মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। এবং তাহাদের মধ্যে দুইটি, মন্দিরের উভয় পার্শ্বে পতিত হওয়াতে, এক মনোহর শোভা ধারণ করিয়াছে। বোধ হইতেছে যেন মন্দিরকে ক্রোড়ে লইবার জন্যই বৃক্ষ ঈষন্নত হইয়া হস্ত প্রসারণ করিয়াছে। রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহর অতীত, চন্দ্রমা পশ্চিমাচলে ঢলিয়া পড়িয়াছেন। সুরেন্দ্রনাথের করস্থিত আলোকটি নির্ব্বাণ হইল। চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন স্থানটি অন্ধকারময়, এমন পূর্ণিমার নিশিতেও স্থানটি অন্ধকারময়, ঊর্দ্ধ হইতে কেবল নিশানাথের একএকটি রশ্মি মধ্যে মধ্যে বট পত্রের ভিতর হইতে

দেখা যাইতেছে। কিন্তু সে আলোক সুরেন্দ্রনাথের পক্ষে কৃষ্ণপক্ষের মেঘাবৃত রজনীর বিজলীসম বোধ হইতে লাগিল। সুতরাং সুরেন্দ্রনাথ, পদ সঞ্চালনে অক্ষম হইয়া তথায় দণ্ডায়মান রহিলেন।

সময় পাইয়া বাদুড় এবং পেচকেরা ভীষণ রব করত তাঁহাকে ভয় দেখাইতে লাগিল। সুরেন্দ্রনাথ ইহাতেও, কিঞ্চিন্মাত্র ভীত না হইয়া যষ্টীর উপর ভর দিয়া মন্দিরাভিমুখে অন্ধের মত গমন করিতে লাগিলেন। কিয়দ্দূর যাইয়া দেখিলেন মন্দিরেরগবাক্ষ দিয়া একটি আলোক বাহির হইতেছে। ইহা দেখিয়া সুরেন্দ্রনাথের মন স্থির হইল এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে একটি আশারও সঞ্চার হইল। ভাবিলেন যখন ভিতরে আলো জ্বলিতেছে, তখন অবশ্যই ইহার মধ্যে মনুষ্য আছে। এই ভাবিয়া তিনি মন্দিরের উপর উঠিবার চেষ্টায় পথ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। সম্মুখে সোপান দৃষ্টি হওয়াতে নিঃশব্দ পদ-সঞ্চারে তাহার উপর উঠিয়া মন্দিরের দ্বার অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। দেখিলেন মনুষ্য পরিমাণ উর্দ্ধের উপর দুইটি গবাক্ষ, তাহার মধ্যে একটি উদ্ঘাটিত ও অপরটি আবৃত রহিয়াছে। তাহার মধ্যস্থলে প্রস্তর নির্ম্মিত এক ক্ষুদ্র দ্বার তাহাও রুদ্ধ রহিয়াছে। সুরেন্দ্রনাথ দ্বারে এক করাঘাত করিলেন কিন্তু কাহারো সাড়া শব্দ পাইলেন না। ভাবিলেন তবে কোথায় সেই সুমধুর কণ্ঠধ্বনি হইতেছিল। এমত সময়ে শুনিলেন, কে যেন তাহার মধ্যে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিল, জননি! আপনি যাহা বলিতেছেন, তাহা সকলি সত্য, কিন্তু আমার মন ত প্রবোধ মানিতেছে না। ইহার পর, আবার সেই সুমধুর কণ্ঠে কে যেন বলিল, বৎস! স্থির হও, কাল্পনিক শোকানল উদ্দীপন করিয়া মনকে এত কষ্ট দিতেছ কেন? দেখ! দৃষ্টান্ত এবং উপদেশ বাক্য প্রদান দ্বারা শোকার্ত্ত ব্যক্তিদিগকে সন্তোষের পথ প্রদর্শন করা যায় সত্য, কিন্তু আপনার চিত্তকে আপনি স্থির করিতে না পারিলে শান্তিলাভ হয় না। বিপদে ধৈর্য্য এবং শোকে বিস্মৃতি, এই সকল জ্ঞানি ব্যক্তিরই কার্য্য.

তুমি অজ্ঞ নও, তবে কেন বিস্মৃতির আশ্রয় অবলম্বন না করিয়া বালকের মত রোদন করিতেছ? আমি বলিতেছি তোমার কোন চিন্তা নাই। গ্রহ বৈগুণ্য বশতঃ একপ অবস্থায় পতিত হইয়াছ। আবার কালক্রমে তাহার শান্তি হইয়া সকল দুঃখ দূর হইবে। কালের বিচিত্র গতি। অদ্য যাহাকে হাসিতে দেখিতেছ, কল্য হয় ত তাহাকে কাঁদিতে দেখিবে। অতএব আমারা যখন কালের বশবর্ত্তী, তখন কোন কার্য্যে উতলা হইতে নাই। কালই বিপদগ্রস্ত করিয়াছে। আবার কালই তাহা হইতে উদ্ধার করিবে। একণে ধৈর্য্যের আশ্রয় গ্রহণ কর। বৃথা রোদন করিয়া মনকে কষ্ট দিবার আবশ্যক নাই। সুরেন্দ্র-নাথ একাগ্রচিত্তে তথায় দণ্ডায়মান হইয়া এই সকল উপদেশবাক্য শ্রবণ করিয়া পুনর্ব্বার দ্বারে করাঘাত করাতে দ্বার মুক্ত হইল। তন্মধ্য হইতে এক মহা তেজস্বিনী ভৈরবী মূর্ত্তি বাহির হইয়া দ্বারবন্ধ করত মন্দির হইতে অবতরণপূর্ব্বক কিয়দ্দূরে যাইয়া দণ্ডায়মান রহিলেন। সুরেন্দ্রনাথ ইহা দেখিয়া তাঁহার নিকট যাইয়া প্রণামকরতঃ করপুটে দণ্ডায়মান হইলেন। ভৈরবী তদ্দর্শনে তাঁহাকে কহিলেন, কেও সুরেন্দ্রনাথ! বৎস। এ নিশিতে একাকী এখানে কেন আসিয়াছ?

সুরেন্দ্র। মাতঃ। আপনার অবিদিত কিছুই নাই, আপনি যোগ বলে সকলি ত জানিতে পারিয়াছেন?

ভৈরবী ইহা শুনিয়া একটি দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক কহিলেন বৎস। তুমি আর এখানে তিলার্দ্ধ অবস্থিতি করিও না। শীঘ্র প্রস্থান কর। পশ্চাত্তে আসিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিও। এই বলিয়া তিনি তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

গুপ্ত কথা।

পাঠক মহাশয়! আমাকে ক্ষমা করুন, আপনিএই পাগলের কথা শুনিয়া, সুরেন্দ্র নাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া, যৎপরোনাস্তি কষ্ট পাইলেন। মাধবীর গানটি বড় মিষ্টি লাগিয়াছিল। আর একটি গান শুনিবার আশায় বসিয়াছিলেন। কিন্তু আমিই আপনাকে সেই আশা হইতে বঞ্চিত করিয়া এই নিবিড় জঙ্গলে লইয়া আসিয়াছি। চলুন আর এখানে থাকিবার প্রয়োজন নাই। সুরেন্দ্রনাথ নিজের কার্য্য সাধনের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন, আমরা আর এখানে থাকিয়া কি করিব চলুন গৃহে প্রত্যাগমন করি! আপনাকে আমি যেখান হইতে আনিয়াছি সেইখানে রাখিয়া আসি। যদি মাধবীর আর একটি গান শুনিতে ইচ্ছা হয় তাহারও চেষ্টা করিয়া দেখিব। ঐ দেখুন নিশানাথ মলিন হইয়া আসিতেছেন। বোধ হয় আর রাত্রি অধিক নাই। চন্দ্রকে পশ্চিমাচলে গমন করিতে দেখিয়া কমলিনী মৃদু মন্দ সমীরণে হেলিতে দুলিতে কুমুদিনীর গাত্রে হাসিয়া ঢলিয়া পড়িতেছেন। সুধাকর ঊর্দ্ধ হইতে এই সকল ব্যাপার দেখিয়া পদ্মিনীকে দাদার ভয়ে কিছুই বলিতে পারিতেছেন না। সুতরাং প্রিয়ার লাঞ্ছনা দেখিয়া মনের দুঃখে তাঁহার মুখ ক্রমশঃ ম্লান হইয়া যাইতেছে। বিহঙ্গেরা কমলিনীর এইরূপ ব্যবহার দেখিয়া ছি। ছি। করিয়া উঠিল। কিন্তু কমলিনী ভাবিলেন, রাত্রি নাই, প্রভাত হইয়াছে, তাই বিহঙ্গেরা আমার নিকট বঁধুর আগমন বার্ত্তা প্রচার করিতেছে। ওদিকে সুখতারা পদ্মিনীর মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া হাসিতে লাগিল। আর ভাবিল ছুঁড়ী কি বেহায়া, বিহঙ্গেরা উহার আচরণ দেখিয়া ছি, ছি, করিয়া উঠিল, আর ও কিনা ভাবিল আমার বঁধুর আগমন বার্ত্তা প্রচার করিতেছে। ছি! এত বেহায়া!! তা হবে না কেন, দিনমানে যে পতি লইয়া বিহার করিতে পারে তার আবার লজ্জা কি? আহা! দেখ দেকি, কুমুদিনী কি লজ্জাশীলা! এত মনঃকষ্ট পাইয়াও

আপন কাযদাটুকু ভোলে নাই। পতির জ্যেষ্ঠব আগমন দেখিযা লজ্জায় ঘোমটা টে ন মুখটী অবনত কবিতেছে।

পাঠক মহাশয়! চলুন আব এখানে থাকা হইবে না। এখনি একটা বিবাদ উপস্থিত হইবে। ঐ দেখুন সম্মুখেব অট্টালিকায দ্বিতল গৃহেব বাতাযনপথে একাকিনী কে বসিযা রহিযাছে। ও কে। মাধবী। না, সে তো কখন ভোবে ওঠে না! তাব এই ভোবেব নিদ্রা টুকু বড় সুখ জনক, সে এসময প্রাণান্তে ওঠে না। এমন কি একদিন ভোবে বসন্তকুমাবী এবং তাঁহার ননদিনী গ্রহণ উপলক্ষে গঙ্গাস্নানে যাই-বাব নিমিত্ত মাধবীকে কত ডাকাডাকি কবিলেন, "বলিলেন মাধবী ওট," চল, গ্রহণের দিনে গঙ্গাস্নান কোবে আসি। মাধবী তাঁহাদের বেসি পীড়া-পীড়ি দেখে বলিল, গঙ্গা আমাব মাথায থাক্। আমাব ভাই। শরী' কেমন কোচ্চে। আমি যেতে পাব্বো না। মাধবীব এই ছল, বসন্ত কুমাবী বুঝিতে পারিযা বলিলেন, তাই বল্ না আমি যাব না, ভোব বেলায় মিছে কথা কোচ্চিস কেন? তুই ঘুমো, খুব আযেস কোবে বেলা পর্য্যন্ত ঘুমো, আমরা চোল্লায়, এই বোলে তাঁবা চোলে গেলেন। মাধবীব সেই মধুব ঘুম টুকুও তাঁদেব সঙ্গে সঙ্গে চ'লে গেল। সুতরাং সে আর শয্যায থাকিতে না পারিযা সেই একদিন ভোবে উঠিযা বাতাবনপথে বসিযা ছিল। এতদ্ভিন্ন সে আব কখন ভোবে উঠে নাই। তবে এ কে বসিযা বহিযাছে? বসন্তকুমারী। হঁ্যা!! তাই ত বটে? সুবেন্দ্রনাথেব বিচ্ছেদে বসন্তকুমাবীব নিদ্রা নাই। সুতবাং একাকিনী বসিযা ভাবিতেছেন, আজ আমাব এ কি হলো!! সমস্ত বাত্রিটা ব'সে ব'সে কাটালাম। পোড়া চক্ষে নিদ্রার লেশমাত্রও নাই। এত চেষ্টা ক'বে দেখলাম, কিছুতেই নিদ্রা হোলোনা। অন্য দিন এক ঘুমেই বাত্রি প্রভাত হয। আজকেব রাত্র প্রভাত হোতে চায় না। পোড়া পাখীগুলোবও আজ কি হ'যেছে। তাবাও সমস্ত বাত্রি ডেকে মোচ্চে। আব মাধবীব কি ঘুম। সেই পোড়েছে এখনও সাড়া শব্দ নাই। ওকে কোথায ঘবে ডেকে নিযে এলুম, বলি আমাব

কাছে শোবে আর তুই চারিটা গল্প ক'রবে। তা ও আমায় খুব গল্প শোনালে! দাঁড়া তো, ওর গায়ে জল ঢেলে দিই। এই ভাবিয়া বসন্ত-কুমারী তথা হইতে উঠিলেন এবং মনে মনে ভাবিলেন, ওর ভোরের ঘুমটুকু ভাঙ্গালে বড় রাগ করে। যদি গায়ে জল দিই, তাহলেই প্রমাদ ঘটবে। না, তবে জল দিয়ে কাজ নাই। শুদুই ডেকে দেখি। বসন্ত-কুমারী মনে মনে এই স্থির করিয়া মাধবীকে ডাকিলেন। মাধবি! মাধবি! মাধবী উত্তর দিল না। পুনর্ব্বার ডাকিলেন মাধবি। মাধবী চক্ষু মুদিত করিয়া বলিল ক্যান্‌লা, বসন্তকুমারী ভাবিলেন এখন কি বলি, যদি বলি উঠ তাহলে ও কিছুতেই উঠবে না। দাঁড়াও আর একটা মজা করি। এই ভাবিয়া ফের ডাকিলেন মাধবি! মাধবী কিছু বিরক্ত হইয়া বলিল কি—লা?

বসন্ত। তোর কাছে ও মিন্‌সে শুয়ে কে?

মাধবী এই কথা শুনিবামাত্র, মাগো! কোথা গো বলিতে বলিতে ধড় মড় ক'রে শয্যা হইতে উঠিয়া বসন্তকুমারীকে জড়ায়ে ধরিল। বসন্তকুমারী তাহার রকম দেখিয়া হাসিয়া উঠিলেন এবং বলিলেন মাধবি। ভয় নাই, ভয় নাই, আমার বলবার ভুল হ'য়েছে। ওটা মানুষ নয়, একটা বেরাল, মাধবী ইহা শুনিয়া বসন্তকুমারীকে বলিল তাই বল, তোর কথা শুনে আমার প্রাণটা বেরিয়েগিয়েছিল। না দেখে, না শুনে, একটা যা না হয় তাই বল্লেই হ'লো। দেখ্ দেকি, এখন পর্য্যন্ত আমার বুকের ভিতর ঢিপ্ ঢিপ কোচ্চে। দুর্গা! দুর্গা! কোথায় রাম রাজা হবে, না বনে গমন। মাধবী এই বলিয়া পুনর্ব্বার শয্যায় যাইয়া শয়ন করিল। বসন্তকুমারী তাহার এই কথা শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন ওর মানে কি মাধবী?

মাধবী। মানে আর কি, মুখের গ্রাস কেড়ে নিলি।

বসন্ত। রাম! রাম! ভোরবেলায় তোর এত পেটের জ্বালা ধ'রেছে?

মাধবী। শুদু পেটের নয়।

বসন্ত। আবার কিসের ?

মাধবী। গায়ের।

বসন্ত। তবে একঘটী জল দেবো নাকি ?

মাধবী। জল নিয়ে কি কোরবো ?

বসন্ত। গায়ে ঢেলে জ্বালা নিবারণ করবি।

মাধবী। ঢাল্‌তে দিলি কৈ।

বসন্ত। কেন ঢালবার কি সময় হয়নি ?

মাধবী। নে ভাই! তোর তামাসা আমার এখন ভাল লাগে না। আমার যে স্বপ্নটী ভাঙ্গিয়েচিস্।

বসন্ত। কি স্বপ্ন ? বলনা ভাই!

মাধবী। সে এখনকার কথা নয়, এক সময় ব'লবো।

বসন্ত। ভাল স্বপ্ন তো ?

মাধবী। ভাল, খুব ভাল।

তাঁহাদিগের এই সকল কথোপকথন হইতেছে এমন সময় বাটীর একটি পোষা কোকিল ডাকিরা উঠিল। মাধবী তাহা শুনিয়া বসন্ত-কুমারীকে কহিল, ঐ শোন বাবুর সখের পাখী ডাকিল। আর রাত্রি নাই, প্রভাত হইয়াছে। এই বলিয়া তাহারা গৃহ হইতে বাহির হইয়া বারাণ্ডায় আসিয়া দাঁড়াইল। মাধবী বসন্তকুমারীর মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল বৌ! তোর কি হয়েচে ? চোক মুখ যে একেবারে শুকুয়ে গেচে ? বসন্তকুমারী তাহার কথার উত্তর না দিয়া বলিলেন, মাধবি! দেক্ দেকি, ঠাকুরঝি উঠেছে কি না। যদি না উঠে থাকে তবে, তাকে তুলে নেন্নু আর বুড়ীকে আমার নিকট নিয়ে আয়। মাধবী দুই চারি পা যাইতে না যাইতে দেখিল, বুড়ী ও নেন্নু তাঁহাদিগের পিসী-মা-র সঙ্গে আসিতেছে। নেন্নু চক্ষু রগ্‌ড়াতে রগ-ড়াতে মাতার নিকট আসিয়া বলিল মা! আমার সেই পুতুলটী দাও।

বুড়ী মাতাকে দেখিয়া অস্ফুট স্বরে বলিল মা। নুনু-দা-ঐ ঐ. বসন্ত-কুমারী তাহার মধুমাখা কথা শুনিয়া, মুখ চুম্বন করিয়া ক্রোড়ে করিলেন। এবং তাহাদিগকে গৃহের ভিতর লইয়া গিয়া পুত্রের হস্তে খাবার দিলেন। আর বুড়ীর মুখে একটু সন্দেশ ভাঙ্গিয়া প্রদান করিলেন। বুড়ী থু থু করিয়া ফেলিয়া দিল। ইহা দেখিয়া বসন্তকুমারী তথায় উপবেশন করিয়া বুড়ীকে স্তন পান করাইতে লাগিলেন। ক্ষণেক পরে নেনুর পিসীমা তথায় আসিয়া বলিলেন, নেনু তোমারতো খাওয়া হয়েছে? তবে এখন কাপড় পোরে, বৈখানি নিয়ে, মাষ্টারের নিকট পড়িতে যাও।

নেনু ইহা শুনিয়া বিরসবদনে মাতার মুখের দিকে একবার দৃষ্টিপাত করিল। ভাবিল, মা যদি তাহাকে দয়া করিয়া থাকিতে বলেন। কিন্তু নেনুর সে আশাও বিফল হইল। মাতাও তাহাকে বলিলেন যাও বাবা। যাও, একবার পোড়ে এসে খেলা ক'রো। সুতরাং নেনু মুখটি চুন করিয়া, তথায় দাঁড়াইয়া রহিল। ইহা দেখিয়া পিসীমা তাহার হস্তে একখানি ছবি দিয়া বলিলেন, এই ছবিখানি নিযে যাও বাবা! নেনু অগত্যা তাহাতেই স্বীকৃত হইল এবং ছবিখানি পাইয়া নৃত্য করিতে করিতে বাটীর বুড়ো ঝির সঙ্গে বহির্বাটীতে মাষ্টারের নিকট পড়িতে গেল।

বসন্তকুমারী পুত্রকে মাষ্টারের নিকট পাঠাইয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, নেনু আর বুড়ী ঠাকুরঝির কি নেওটো হয়েছে।। সমস্ত দিন রাত্রির মধ্যে একদণ্ডও তাহার কাছ ছাড়া হয় না। ঠাকুরঝিও খুব ছেলে ভুলিযে রাখতে পারে। বুড়ীর কি অভ্যাস হোযেচে, সমস্ত রাত্রি বাছা আমার মুখটি বুজিয়া থাকে। বসন্তকুমারী তথায় উপবেশন করিয়া এই সকল ভাবিতেছেন। ক্রোড়স্থ কন্যাটি মার স্তনপান করিতে করিতে, গৃহ মধ্যস্থ ছবিগুলির প্রতি এক একবার দৃষ্টিপাত করিতেছে। পরে উদর পরিপূর্ণ হইলে, মাতার মুখের প্রতি হাস্য

বদনে দৃষ্টিপাত করিয়া অঙ্গুলি নির্দ্দেশপূর্ব্বক বলিল মা। ও—বা—ও—বা। বসন্তকুমারী দেখিলেন, সে সুরেন্দ্রনাথের আলেখ্যের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়াই ঐ কথা বলিতেছে। ইহা শুনিয়া তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন মা। ও কে? বুড়ী আবার বলিল উ—বা—বা, বসন্তকুমারী বলিলেন, না, ও জুজু। বুড়ী, মার কথা শুনিয়া পুনর্ব্বার বলিল ও জু—জু।

বসন্ত। হ্যা ও জুজু।

বসন্তকুমারী কন্যাকে লইয়া গৃহমধ্যে এইরূপ রহস্য করিতেছেন, এমন সময় মাধবী আসিয়া বলিল, বসন্ত। তুই বুড়ীকে আমার কাছে দিয়ে স্নান করিতে যা। বেলা হয়েচে। বুড়ী মাধবীকে দেখিয়া তাহার ক্রোড়ে যাইবার নিমিত্ত হস্ত প্রসারণ করিল। মাধবী তাহাকে ক্রোড়ে লইয়া মুখ চুম্বন করিল। বুড়ী পুনর্ব্বার আলেখ্যের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিল. মা ও—জু—জু, মাধবী বুঝিতে পারিল, বুড়ী সুরেন্দ্রনাথের চিত্র দেখিয়া ঐ কথা বলিতেছে। এবং বুঝিল বসন্তই তাহাকে ইহা শিখাইয়া দিয়াছে।

সে তাহা বুঝিতে পারিয়া ক্রোড়স্থ কন্যাকে বলিল না মা। ও জুজু নয়, ও বাবা, বসন্তকুমারী ইহা শুনিয়া একটু মুচকে হাসিল। তখন মাধবী বসন্তকুমারীকে বলিল, বুড়ীকে ঘরে ব'সে ব'সে বুঝি বাবুর ছবি খানিকে জুজু বলে দেখান হচ্ছিল? বাহোবা। বসকে।, তাই বলনা কেন যে, ও, আমার জুজু, ওকে ওকথা শেকাচ্চিস কেন? মাধবীর এই কথা শুনিয়া বসন্তকুমারী হাসিয়া উঠিলেন। মাতাকে হাসিতে দেখিয়া সেই সঙ্গে বুড়ীওএকটী ক্ষুদ্র হাস্যের লহরী তুলিল। মাধবী ইহা দেখিয়া ক্রোড়স্থ কন্যাটিকে বলিল তাইত বুড়ু, মা তোর ক্ষেপেচে। চল আমরা এখান থেকে যাই। তোর মা ঐ খানে ব'সে ব'সে জুজু দেখুগ, এই কথা বলিয়া মাধবী কন্যাকে লইয়া গৃহ হইতে প্রস্থান করিল।

ক্ষণেক পরে, বসন্তকুমারী স্নানাদি সমাপন করিলেন। পরে একখানি শান্তিপুরে ধূতি পরিধান করিয়া, আলুলায়িতকেশে গজেন্দ্রগমনে, গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। মন অতিশয় চঞ্চল সুরেন্দ্রনাথ বাটীতে নাই। সেই জন্য তাঁহার মন অতিশয় চঞ্চল, তাহাতে আবার সমস্ত রাত্রি নিদ্রা না হওয়াতে সেই কুরঙ্গনেত্র নিদ্রায় ঢুলু ঢুলু করিতেছে। সম্মুখে কৌচের উপর একখানি পুস্তক পতিত রহিয়াছে, দেখিয়া তাহা গ্রহণ করিলেন। এবং তদুপরি উপবেশন করিয়া পুস্তক খানি পাঠ করিতে লাগিলেন। কিন্তু সুরেন্দ্র নাথের চিন্তায় তাঁহার মন ব্যাকুল থাকায় অধিকক্ষণ পাঠ করিতে পারিলেন না। সুতরাং সেই নিবিড় কৃষ্ণবর্ণ চুলের গুচ্ছ গুলি কৌচের পার্শ্বে বিস্তৃত করিয়া তদুপরি শয়ন করিলেন। এবং করস্থিত পুস্তকমধ্যে একটি অঙ্গুলি সংস্থাপিত করিয়া একদৃষ্টে সুরেন্দ্রনাথের সেই আলেখ্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ভাবিতে লাগিলেন। কি আশ্চর্য্য। প্রিয়জনের অদর্শনে পলকে প্রলয় বোধ হয়। কল্য প্রাণনাথ সুবর্ণগ্রামে গিয়াছেন। কিন্তু আমার যেন কত দিন বোধ হইতেছে। মাধবী যা-বলে তা মিথ্যা নয়। ও দেক্‌চি, না প'ড়ে পণ্ডিত, আগে মনে মনে করিতাম মাধবী মনের দুঃখে কত হাউ চাউ ক'রে বকে। কিন্তু এখন তাহা ভাবিয়া দেখিলে বোধ হয়, মাধবীর কথা সত্য, আহা। মাধবীর কি কষ্ট। ওর কথা মনে হলে প্রাণটা যেন ফেটে যায়। ও তো আর বুড়ো মাগীনয়, আমাতে ওতে এক বয়সী; যে বৎসর আমার বিবাহ হয়, সেই বৎসর মাধবীরও বিবাহ হইয়াছিল। আহা মাধবী, ওর বাপ মার কত আদরের মেয়ে ছিল। ভগবান্ পোড়া কপাল পোড়ালেন। তার আর কি হবে। বিয়ে হোলো। সে গেল। তার পর দুই তিন মাসের মধ্যে বাপ গেল। মা গেল। এখন অনাথিনী, পথের ভিখারিণী বলিলেও হয়। যে স্ত্রীলোকের স্বামী নাই, তার আর এ জগতে কিছুই নাই। আহা। বাবার সঙ্গে, মাধবীর বাবার হরিহর আত্মা ছিল। বাবা

মাধবীকে ছেলে বেলা কত ভালবাসতেন। ছেলে বেলায় কেন, এখনও কত ভালবাসেন। মাধবীর সেই সর্ব্বনাশের পর, তিনি একে বাটীতে আনিয়া কন্যার মত রেখেছিলেন। তার পর আমার নিকটে আনিয়া রাখিলেন। মাধবী সেই অবধি এখানে আছে। আমি ওকে যথার্থ কনিষ্ঠা ভগ্নীর মত ভালবাসি। উঃ। ওর কি অদৃষ্ট। ওর কথা মনে হলে চোক ফেটে জল আসে। সে বার বাপের বাড়ী গিয়ে মা'র কাছে যা শুনলাম, তা কি আশ্চর্য্য। মা আমায় মাধবীর কথা জিজ্ঞাসা কচ্চেন, এমন সময় বাবা এসে মা'কে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, তোমাদের কিশের কথা হচ্চে? মা বল্লেন মাধবীর খপর নিচ্চি। সে কেমন আছে। বাবা ইহা শুনে মাকে চোক টিপে যেন কি ইঙ্গিত কোল্লেন। আমি তা দেখিতে পাইলাম। পরে বাবা সেখান থেকে গেলে আমি মাকে জিজ্ঞাসা কোল্লাম, মা। মা। বাবা তোমায় চোক টিপে কি ইঙ্গিত কোল্লেন? মা বোল্লেন তোর সে কথা শুনে কাজ নেই। আমি ভাবলাম তবে বুঝি মাধবীর এখানে কোন দোষ ঘ'টে ছিল। তাই বাবা আমাকে সেই কথা বোলতে নিষেধ ক'রে গেলেন।

আমি তাই ভেবে মাকে বোল্লাম, আচ্ছা মা, তুমি আমায় বোল্লেনা, কিন্তু আমি সব বুঝেছি। এবার বলরামপুরে গিয়ে মাধবীকে দূর করে বাড়ী থেকে তাড়য়ে দেবো। মা আমার এইকথা শুনে বোল্লেন ছি। মা। অমন কথা মুখে এনো-না। মাধবী বড় ভাল মেয়ে, চাঁদেও কলঙ্ক আছে, তবু আমার মাধবীতে কলঙ্ক নাই। ইহা শুনে আমি মাকে পুনর্ব্বার বোল্লাম, তবে বাবা তোমায় কি ইঙ্গিত করে গ্যালেন তা বল। মা বোল্লেন বাছা সেটি বড গুপ্তকথা, যদি তুমি মাধবীর নিকট প্রকাশ না কর, তাহা হইলে আমি তোমায় সব বলি। আমি মার এই কথা শুনে বোল্লাম, মা। তোমার পায়ে হাত দিয়ে দিব্বি কোচ্চি, আমি এ কথা কাহাকেও বোলবো না। মা বল্লেন, দেখো বাছা। একথা প্রকাশ হলে আর কিছুই হবে না। তবে যদি মাধবী শোনে, তা

হ'লে সে উন্মাদিনী হ'যে পথে পথে কেঁদে ব্যাড়াবে। এই কথা শুনে আমার গা কেঁপে উটলো। তার পর মাকে বিনয় কোরে বল্লাম, মা! তোমার পাযে পড়ি, মাধবীর কি গুপ্তকথা আমায় খুলে বল, তাতে তোমার কোন চিন্তা নাই। মা একটি দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন, দেখ বাছা। মাধবীর পিতা রোগাক্রান্ত হইয়া একদিন কর্ত্তাকে ডেকে পাঠান্। তিনি সত্বর তাহার নিকট যাইয়া সাক্ষাৎ করেন। মাধবীর পিতা কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহাকে বলিলেন দেখ মুকুজ্যে মশায। আমি এ যাত্রা রক্ষা পাইব না। আমার মাধবীর আর কেহ নাই। অতএব তাহাকে আমি আপনার হস্তে অর্পণ করিলাম। এই বলিয়া তিনি অবিশ্রামে রোদন করিতে লাগিলেন। কর্ত্তা তাঁহাকে সান্ত্বনা বাক্যে কহিলেন আপনার ভয কি, পীড়া হইযাছে আরোগ্য হইবেন। তাহার জন্য চিন্তা নাই। তিনি কহিলেন না ভাই। আমার আর একদণ্ডও বাচিতে ইচ্ছা নাই। এক্ষণে মৃত্যু হইলে সকল যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হই। দেখুন, এই অল্প দিনের মধ্যে আমার যে সর্ব্বনাশ হইযাছে, তাহা আপনার অবিদিত নাই। মাধবীর গর্ভ-ধারিণী গত হইযাছে। তাহাতে আমার তত দুঃখ হয নাই। কিন্তু জামাতাটি নষ্ট হওযাতে আমার বড়ই কষ্ট হইযাছে। মাধবী যদিও বালিকা, কিন্তু তাহার জ্ঞানোদয হইযাছে এবং এই নিদারুণ শোকে তাঁহাকেও অবিভূত করিযাছে। আমি সেই নিমিত্ত তাহার মুখেরদিকে দৃষ্টিপাত করিতে পারি না। যদি কখন মাধবীকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করি, সে আমার মুখের দিকে না চাহিযা মাথা হেঁট করিয়া কথার উত্তর দেয় এবং আমি বাটী হইতে স্থানান্তরে গমন করিলে সে গৃহমধ্যে একাকিনী বসিযা রোদন করে। আবার আমাকে বাটীতে আসিতে দেখিলে তাহা গোপন করিবার নিমিত্ত তাড়াতাড়ি সাংসারিক কার্য্যে ব্যস্ত হয। হা-ভগবন। তোমার মনে কি এই ছিল। ইহা বলিযা তিনি কাঁদিতে লাগিলেন। কর্ত্তা তাঁহাকে পুনর্ব্বার রোদন করিতে দেখিয়া

বলিলেন, আপনি ক্ষান্ত হউন। অসুস্থ শরীরে আর রোদন করিবেন না। যাহা হইবার তাহা হইয়া গিয়াছে।

ইহা শুনিয়া মাধবীর পিতা চক্ষু মুছিয়া আবার বলিলেন, মুখুজ্যে মহাশয়। আপনি আমার পরম বন্ধু এবং আমি আপনার অনেক ভরসা করিয়া থাকি। সেই নিমিত্ত আপনার নিকট আমি কোন কথা গোপন করি না। আমি জামাতা-সংক্রান্ত একটি আশ্চর্য্য কথা বলিতেছি শ্রবণ করুন, কিন্তু ইহা কাহারও নিকট প্রকাশ করিবেন না। জামাতাটি বিমাতার কুহকে নষ্ট হইয়াছে। শুনিলাম বৈবাহিক মহাশয় কোন কার্য্যোপলক্ষে স্থানান্তরে গমন করিয়াছিলেন। সেই অবসরে একদিন সন্ধ্যার পর নবকুমারের বিমাতা গৃহে বসিয়া রোদন করিতেছিলেন। এমন সময় জামাতাটি আসিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, মা! তুমি কাঁদিতেছ কেন? তিনি কাতর হইয়া বলিলেন বাবা! দুঃখের কথা আর কি বলিব, বৈকালে চন্দ্রহাটী হইতে একজন লোক আসিয়াছিল। সে বলিল আজ চারি দিন হইল বৌ মা সর্পাঘাতে মারা পড়িয়াছে। জামাতা এই কথা শুনিয়া মনের দুঃখে দুই দিন বাটী আসে নাই। ইতঃমধ্যে বৈবাহিক মহাশয় বাটী আসিলে ব্যান্ তাঁহাকে বলিলেন, চন্দ্রহাটী হইতে একজন লোক আসিয়াছিল, সে বলিয়া গেল, আজ পাঁচ দিন হইল বৌমা সর্পাঘাতে মারা পড়িয়াছেন। নবকুমার তাহা শুনে আমার বাক্স থেকে টাকা চুরি ক'রে আজ দুই দিন যে কোথায় গেছে, তাহার আর দেখা নাই। বৈবাহিক মহাশয় পুত্রবধূ মারা পড়িয়াছে শুনিয়া দুঃখ করা দূরে থাক্, নবকুমার বাক্স ভেঙ্গে টাকা লইয়া পলাইয়াছে, এই কথায় ক্রোধান্ধ হইয়া বাহিরের বাটীতে যাইয়া দেখিলেন, নবকুমার বাটীর ভিতরে প্রবেশ করিতেছে। তখন রাত্রি প্রায় চারি দণ্ড; তিনি তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ বাটীর ভিতর আসিলেন এবং নবকুমারকে দেখে কোন কথা না জিজ্ঞাসা করিয়া হঠাৎ ক্রোধে তাহার গালে, সজোরে এক চপেটাঘাত করেন। তাহাতেই তাহার মৃত্যু হয়। এই উপস্থিত বিপদ

হইতে মুক্তিলাভ লালসায় তাঁহারা স্ত্রী-পুরুষে মৃত পুত্রকে স্কন্ধে লইয়া সেই রাত্রেই চুপি চুপি গঙ্গায় জলে ভাসাইয়া দেন। আমি ইহা শুনিয়া ধাত্রীগ্রামে গিয়াছিলাম। কিন্তু গ্রামস্থ সকল ভদ্রলোকেই বলিল, নবকুমার মনের দুঃখে আত্ম হত্যা করিয়াছে। তাহার মৃতদেহ পুষ্করিণীতে পাওয়া গিয়াছিল। কিন্তু তদন্তে বিষ খাওয়া প্রমাণ হইয়াছে। ইহার মধ্যে যথার্থ ঘটনা কি, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, নবকুমারের আত্ম হত্যার কারণ কি?

বৈরা। আপনার কন্যার সর্পাঘাতে মৃত্যু হইয়াছে শুনিয়া, সে বিষ খাইয়াছিল।

আমি তখন সকলের সাক্ষাতে বলিলাম আমার কন্যার-ত-সর্পাঘাতে মৃত্যু হয় নাই। সে যে এখনও জীবিতা রহিয়াছে। তবে এ মিথ্যা সংবাদ এখানে আসিয়া কে প্রচার করিল? এক্ষণে এই হত্যার বিষয়ে আমার সন্দেহ হইতেছে। সকল ভদ্রলোক আমার এই কথা শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং কহিলেন মহাশয়! আমরা ইহার কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। ইহার মধ্যে কোন নিগুঢ় মর্ম্ম আছে। বাটীর ভিতর জিজ্ঞাসা করাতে ব্যান্ বলিয়া পাঠাইলেন যে, একজন স্ত্রীলোক আসিয়া ঐ সংবাদ তাঁহার নিকট দিয়া যায়। আমি তাঁহাদের এই কথ শুনিয়া বলিলাম, সকলই বিধাতার বিড়ম্বনা। যাহা ঘটিবার তাহা ঘটিয়াছে আর এ সকল লইয়া গোলযোগ করিবার আবশ্যক নাই। এই বলিয়া আমি কাঁদিতে কাঁদিতে তথা হইতে বিদায় হইয়া গৃহে আসিলাম। ক্রমশঃ জামাতার মৃত্যুসংবাদ এখানেও প্রকাশ হইল। তার পর অদ্য এক সপ্তাহ হইল আমি কৃষ্ণনগরে গিয়াছিলাম। তথা হইতে প্রত্যাগমন-কালীন পথিমধ্যে এক সন্ন্যাসীর সহিত সাক্ষাৎ হয়। তাঁহার ভয়ানক মূর্ত্তি। মস্তকে দীর্ঘ জটা, হস্তে ত্রিশূল, পরিধান গেরুয়া বসন,—হঠাৎ তিনি আমায় গোপনে ডাকিয়া চুপি চুপি বলিলেন দেখ বৎস। তোমার কন্যাটি বিধবা হয় নাই। তাহার স্বামী জীবিত আছেন।

কিছুকাল বিলম্বে তোমার কন্যার সহিত তাহার পুনর্মিলন হইবে। সাবধান। আমি তোমায় এই সংবাদ দিলাম। তুমি অন্য কাহারও নিকট প্রকাশ করিও না। যদি কোনরূপে ইহা তোমার কন্যা শুনিতে পায়, তাহা হইলে সে উন্মাদিনী হইয়া পথে পথে কাঁদিয়া বেড়াইবে।

আমি সন্ন্যাসীর এই কথা শুনিবামাত্র অচেতন হইয়া ভূতলে পতিত হইলাম। তাহার পর কে যে আমায় বাটী পাঠাইয়া দিল এবং কি অবস্থায় যে আসিলাম তাহার কিছুই স্মরণ হয় না। এক্ষণে আমি বুঝিতে পারিতেছি যে, এ সমস্ত আমার ভ্রম, কেবল গ্রহবশতঃ আমার এই তাপিত প্রাণ, তৃষিত মৃগের ন্যায় বারিভ্রমে মরীচিকায় পতিত হইয়াছে। এই বলিয়া তিনি এক দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া নিস্তব্ধ হইলেন এবং ঘন ঘন মুখব্যাদন করিতে লাগিলেন। কর্ত্তা এই দেখিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন অমন করিতেছেন কেন? জল খাবেন? তিনি আর উত্তর দিতে পারিলেন না। তাঁহার এইরূপ অবস্থা দেখিয়া তৎক্ষণাৎ একজন চিকিৎসক আনাইলেন। কবিরাজ হাত দেখিয়া বলিলেন, নাড়ী নাই। বাক্‌রোধ হইয়াছে। এযাত্রা আর রক্ষা পাইবেন না। এই বলিয়া যেমন তিনি বাটী হইতে চলিয়া গেলেন। অমনি তাঁহার প্রাণ বাহির হইল। কর্ত্তা ইহা দেখিয়া মাধবীকে কিছু না বলিয়া, সেই রাত্রে তাহাকে আমাদের বাটীতে আনিলেন। মাধবী সেই অবধি আমার নিকটেই ছিল। তার পর সে সোমোত্ত হ'লে এখানকার লোকেরা তার মুখ দেখে এই সকল কথা পথে ঘাটে বলাবলি কত্তে-লাগ্‌লো। আমরা তাহা জান্‌তে পেরে ভা'বলাম, পাছে মাধবী সেই গুপ্ত কথা কাহারও নিকট শুনতে পায়, তাহা হইলে সর্ব্বনাশ হইবে। এই ভয়ে তাকে তোমার নিকট পাঠিয়ে দিলাম। বাছা। এই কথা কর্ত্তা তোমার নিকট গোপন করতে ইঙ্গিত ক'রে গেলেন। এখন আমি তো তোমার কাছে প্রকাশ কল্লাম। কিন্তু দেখ মা! মাধবী যেন ইহা শুনতে না পায়। আমি মা-র কাছে এই কথা শুনে অবাক হ'য়ে রহিলাম।

বসন্তকুমারী এই সকল চিন্তা করিতে করিতে সহসা কোচ হইতে উঠিয়া বসিলেন। এমন সময় মাধবী তাহার সম্মুখে আসিয়া বলিল, বেলা যে দশটা বেজে গেছে। খাওযা দাওযা কি কত্তে হবে না? সকলে তোব জন্যে ব'সে আছে। বসন্তকুমাবী হঠাৎ মাধবীকে সম্মুখে দেখিয়া বলিলেন তুই কি শুনচিস্? মাধবী তাঁহাব এই কথা শুনিয়া বলিল বা। এই যে বাতিকেব পূর্ব্ব লক্ষণ হ'যেচে। বসন্তকুমাবী তখন ভাবিলেন উঃ আমাব কি বিষম ভ্রম হযেছিল!! এখনও মনে হ'চ্চে যেন মাধবীব কথা গুলি ঘবে বসে কাহাব কাছে গল্প কচ্ছিলাম। বসন্তকুমাবীর এই ভ্রম দূব হইলে তিনি হাসিতে হাসিতে মাধবীকে বলিলেন, তাইত ভাই! আমি ঘুমেব ঘোবে কি বলতে কি বলেচি। চ এখন যাই চল্। নেনু কি পাঠশালে গেছে? বুড়ী কোথায? মাধবী বলিল, বুড়ীকে তাব পিসী-মা দুধ খাইযে ঘুম্পাড়যেচে। আব নেনু খেযেদেযে অনেকক্ষণ পাঠশালে গেছে। বসন্ত কুমাবী এই সমাচাব লইযা মাধবীব সঙ্গে গমন করিলেন।

কোরকে কীট আশ্রয়।

বেলা প্রায দ্বিতীয প্রহব, মাধবী বসন্তকুমাবী এবং তাহাব ননদিনীদ্বয এক কক্ষে পৃথক পৃথক স্থানে উপবেশন করিয়া ভোজন করিতেছেন। মাধবীব ভোজনে বড বিলম্ব হয না। সুতবাং অদ্য সে সকলেব অগ্রে আহাব কবিয়া বাম হস্তটি মেজেব উপব সংস্থাপিত কবত দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন পূর্ব্বক তথায উপবেশন কবিয়া এক একটি কথাব টিপ্পনী কাটিতেছে. মাধবীর কথায ও তাহার রঙ্গ দেখিযা সকলেই হাস্য কবিতেছেন। আবার হাস্য সম্বরণ কবিযা ভোজনে প্রবৃত্ত হইতেছেন। এই সময বসন্তকুমারীব একটী কথা মনে পড়িল। প্রথমে ভাবিলেন প্রকাশ করিব না। কিন্তু তাহা এমন মজলিসে প্রকাশ না করিযা থাকিতে পারিলেন না।

বসন্তকুমারী বলিলেন ঠাকুর ঝি। মাধবীকে এক বার জিজ্ঞাসা কর, কাল রাত্রে ওর কাছে কে শুয়েছিল। তাহার ননন্দা এই কথা জিজ্ঞাসা করিতে না করিতে মাধবী নিজেই বলিল দেখ্ ভাই! ওর যেমন কাণ্ড, কাল্ সমস্ত রাত্রি তো চক্ষের পাতা বোজেনি, তার পর, ভোর বেলা আমি একটু ঘুমুচ্চি, ও আমায় ডাকাডাকি কত্তে লাগলো। আমি শুয়ে শুয়ে উত্তর দিলাম। কিন্তু বিছানা থেকে উঠলাম না। এমন সময় ও কিনা ব'ল্লে "মাধবি! তোর কাছে ও এক মিন্‌সে শুয়ে কে"? এই কথায় ভাই! কে না আঁত্‌কে ওটে। আমি তাই শুনে ভয়ে আঁউ, মাউ, ক'রে উঠ্‌লাম। তখন কিনা হাস্‌তে হাস্‌তে বল্লে, না রে! ভয় নেই, ভয় নেই, ওটা মানুষ নয়, একটা বেরাল। দেখ দেখি ভাই! ঘুমুন্ত মানুষকে কি এমন করে ভয় দেখাতে আছে।

বসন্ত। বটে! মানুষ বুঝি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে উত্তর দেয়? তাই বলনা কেন আমার হুড়কো রোগ আছে।

মাধবী। আ-ম'রেযাই! কি বুদ্ধি দেখ। অমন্ তর ঘুমন্ত অবস্থায় ভয় দেখালে তোকেও হুড়কো রোগে ধরে।

বসন্ত। ভয় দেখালে ভয় দেখ্‌বো কেন।

মাধবী। তোর্ ভাই সাহস আছে, তাই ভয় দেখেও ভয় হয় না।

বসন্ত। তবে আমার সাহসটি তুই নেনা কেন?

মাধবী। পরের সাহস নিতে যে দিন সাহস হবে, সে দিন নিজের গলায় ক্ষুর বুলোবো।

বসন্ত। তোর্ ক্ষুর বোলাতে যদি এত সাহস হয়ে থাকে, তবে আমার কাছে আস্‌তে পারিস্ নে, আমি তোর গলা ছেড়ে, মাথায় পর্য্যন্ত বুল্‌য়ে দিতে পারি।

মাধবী। যদি আমার জন্যে এত কষ্টই কত্তে পার, তবে আর খোঁচ্ খাঁচ্ টুকু কোথাও বাকি রেখনা। মাধবীর এই কথা শুনিয়া

সকলে হাস্য করিতে করিতে ভোজন গৃহ হইতে উঠিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন।

বসন্তকুমারী আপন কক্ষে গমন করিয়া একটি মচ্‌লন্দর মাদুরের উপর উপবেশন করিয়া তাম্বূল চর্ব্বণ করিতে করিতে মনে মনে কত কি চিন্তা করিতে লাগিলেন। ক্রমশঃ তাহা প্রবল হওযাতে মন অস্থির হইয়া উঠিল। সুতরাং তদুপরে শয়ন করিলেন। এবং বাহুর উপরি মস্তক সংস্থাপিত করতঃ চক্ষু মুদিয়া একমনে সুরেন্দ্রনাথের চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। ক্ষণকাল এইরূপে থাকিয়া মনে মনে ভাবিলেন, আমি কি করিতেছি একাকিনী গৃহ মধ্যে থাকিয়া মনকে চিন্তা-সাগরে নিমগ্ন করিতেছি। প্রাণবল্লভ যাইবার সময় বলিয়া যাইলেন, দুই দিনের মধ্যে প্রত্যাগমন করিব। তাহা ত এখনও অতীত হয় নাই। তবে কেন আমি বৃথা চিন্তা করিয়া মনকে কষ্ট দিতেছি। যাক্ ওসব আর ভাববো না। একা থাকিলে মনটা বড় খারাপ হয়। মাধবী গেল কোথা, সে নিকটে থাকিলেও, কথা বার্ত্তায তবু প্রাণটা ভাল থাকে। এই ভাবিয়া বসন্তকুমারী মাধবীকে ডাকিলেন। মাধবি ও মাধবি। মাধবী সেই সময় বসন্তকুমারীর গৃহে আগমন করিতেছিল। হঠাৎ তাহার কণ্ঠস্বর শুনিয়া দ্রুতপদে গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল কি হুকুম মহারাজ। বসন্তকুমারী তাহার এই কথা শুনিয়া ঈষৎ হেসে বলিলেন বৃন্দাবন থেকে যে শস্য চুরি এসেচে তাকে গারদে লে যাও।

মাধবী। জি। যাই শাব্।

বসন্ত। মুখে আগুণ। তুই আবার যে ভিত্তি থেকে আরম্ভ কল্লি?

মাধবী। এবার বিদ্যাসুন্দরের পালা ধরেচি।

বসন্ত। তবে আয়, আগে তোর্ গালে, চুণ কালী, দিযে, রাখি।

মাধবী। তাই তো! পাচে না উঠ্‌তেই এক কাঁদি!! তবে এই ভিত্তি পর্য্যন্তই থাক্।

এই বলিয়া মাধবী বসন্তকুমারীর নিকট উপবেশন করিল। বসন্তকুমারী মাধবীকে নির্জ্জনে পাইয়া কিছু ব্যগ্রতার সহিত বলিলেন। হে ভাই। বেস কথাটি মনে প’ড়েছে। তুই সেই স্বপ্নের কথাটি বল্‌না? মাধবী বলিল পোড়া কপাল আর কি, তুই বুঝি সে কথাটি এখনও ভুলিস্‌নি। সে সব মিছে কথা, বসন্তকুমারী ভাবিল তা হবে। মাধবীর ছল বোঝা ভার। হয়তো ঘুমের ব্যাঘাত হবে ব’লে ঐ এক ছল করেছিল। এই ভেবে তিনি পাশ ফিরিয়া শয়ন করিলেন। মাধবী সমস্ত দিন কথা বার্ত্তায় স্বপ্ন বিবরণ বিস্মৃত হইয়া ছিল। পুনর্ব্বার বসন্তকুমারী তাহাকে স্মরণ করিয়া দেওয়াতে মাধবীর সেই হাস্যবদন ক্রমে মলিন হইয়া আসিল। এবং একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া মস্তক অবনত করতঃ বসন্তকুমারীর এক গুচ্ছ কেশ লইয়া বিনাইতে প্রবৃত্ত হইল। এবং মধ্যে মধ্যে ভাবিতে লাগিল। আজ আমি কি করিলাম!" এত দিনের পর বসন্তকুমারীর নিকট মিথ্যা কথা কহিলাম। বসন্তত আমার পর নয়, আমায় ও মার পেটের বোনের মত ভাল বাসে। ও আমার দুঃখের দুঃখী, সুখের সুখী, তবে কেন আমি ওকে স্বপ্নের কথা গোপন কল্লাম। ভয়ে? না, তা নয়, লজ্জায়? না তাও নয়, তবে কেন? মাধবীর এই প্রশ্নের উত্তর নাই। সুতরাং সে ক্ষণেকবাল নিস্তব্ধ হইয়া চিন্তা করিতে লাগিল। কিন্তু কারণ কি কিছুই স্থির করিতে পারিল না। এমন সময় তাহার মন বলিল, লজ্জায়ও নয়, ভয়েও নয়, যে কথা স্মরণ হইলে চক্ষু ফাটিয়া জল আসে সে কি আবার কখন কাহার নিকট ব্যক্ত করা যায়। মাধবীর মন এই কথা বলিয়া নিস্তব্ধ হইলে, তাহার সেই পদ্ম চক্ষু দুটী জলে টল টল করিতে লাগিল। পাছে বসন্ত তাহা দেখিতে পায় এই লজ্জায় মাধবী তাহা অঞ্চল দিয়া নিবারণ করিল। এ দিকে বসন্তকুমারী এতক্ষণ এক খানী তালবৃন্ত লইয়া ব্যজন করিতে করিতে কি ভাবিতেছিলেন,

তাহা তিনিই জানেন। কিন্তু হঠাৎ সেই খানী মাধবীর গাত্রে লাগাতে পাখা খানী ভূমে স্পর্শ করিয়া মুখ ফিরাইয়া দেখিলেন মাধবী জানুর উপর চিবুক রাখিয়া মুখ অবনত করতঃ এক মনে কি ভাবিতেছে। বসন্তকুমারী অনিমিষলোচনে দেখিলেন মাধবীর সেই শান্ত মুখ খানি গম্ভীরভাব ধারণ করিয়াছে। চক্ষের পল্লব পড়িতেছে না। ইহা দেখিয়া বসন্তকুমারী জিজ্ঞাসা করিলেন, মাধবি। তোর কি হয়েচে? অমন ক'রে ব'সে আছিস কেন? মাধবীর অমনি সংজ্ঞা হইল। এবং মনের ভাব গোপন করিয়া বলিল কৈ? আমার ত কিছুই হয়নি।

বসন্ত। তবে অমন্ ক'রে ব'সে ভাবচিস কি?

মাধবী। স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল।

বসন্ত। তার্ পর্।

মাধবী। তার পর ফক্কিকার।

মাধবীর এই কথা শেষ হইতে না হইতে এমন সময় বাটীর প্রাঙ্গনে একটী কণ্ঠস্বর শুনা যাইল। কে এক জন গাহিতেছে;

গীত।

ভাসিল তরণী অকূল পাথারে, নাহিক কাণ্ডারী তায়।
দেখিয়া তরঙ্গ, মনেতে আতঙ্গ, ভাবিয়া পরাণ যায়॥
আয়লো স্বজনী, ধরিয়া তরণী, আনিয়া কূলের ধারে।
ধরিয়া তাহারে, রাখিব কিনারে, ভাসিতে দিবনা তারে॥
বলিব বুঝায়ে, কি ছার ভাসিয়ে, থাকিতে আশার আশে।
আসিয়ে কাণ্ডারী, ভাসাবে এ তরী, হৃদয়-বারিধি পাশে॥

বসন্তকুমারী এই গানটি শুনে মাধবীকে কহিল, কে ভাই। এমন সময়ে বাটীর ভিতর এসে গান গাচ্ছে?

মাধবী। তাইত, গানটির ভাই! কেমন ভাব দকৃচ।

এই বলিয়া বসন্তকুমারী এবং মাধবী তাড়াতাড়ি বারাণ্ডায় যাইয়া উকি মেরে দেখিলেন, একটি অপরিচিত স্ত্রীলোক, তাঁহার বয়ঃক্রম প্রায় ৩০।৩২ বৎসর, দেখিতে গৌর বর্ণ, খর্ব্বাকৃতি, চক্ষু দুটি উজ্জ্বল, নাসিকা ধারাল, গালে একটি কাল আঁচিল, রুক্ষ কেশ, সীঁতেয় সিন্দূর, একখানি ছিন্ন বস্ত্র পরিধানা, হস্তে এবং গলায় কতকগুলি নেকড়ার ফালি বাঁধা, দক্ষিণ করে একটি ভাঙ্গা মালসা, উপরের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে চাহিয়া কি বিড় বিড় কোরে বকিতেছে। বসন্তকুমারী তাহার মূর্ত্তি দেখিয়া ভয়ে মাগো। মাগো। বলিয়া দ্রুতবেগে তাঁহার ননদীর গৃহে প্রবেশ করিল। বসন্তকুমারীর পদ শব্দ পাইয়া নেনুর পিসীর নিদ্রা ভঙ্গ হইল। তিনি শশব্যস্তে উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, বৌ। কি হ'য়েচে? বসন্তকুমারী সভয়চিত্তে বলিলেন দেখ ভাই। বাটীর ভিতর উটনে একটা পাগলী এসেচে। ইহা শুনিয়া নেনুর পিসী বলিল পাগলী এসেচে, তার আর ভয় কি, চল দেকিগে।

বসন্ত। না ভাই। আমি যাব না। তুই যা। তাহার মূর্ত্তি দেখিলে ভয় হয়। কিন্তু ভাই। কি মিষ্টি গলা। মাগীর গান শুনেইতো তাড়া তাড়ি দেকতে গেলাম। শেষে তার মূর্ত্তি দেকেই অবাক। উপরের দিকে তাকিয়ে কি বিড় বিড় কোরে বোকৃচে। নেনুর পিসী, বসন্ত কুমারীর নিকট তাহার পরিচয় পাইয়া বারাণ্ডায় যাইতে সাহস করিলেন না। গৃহের দ্বার হইতে উকি মারিয়া দেখিলেন, মাধবী বারাণ্ডার দাঁড়াইয়া তাহাকে এক দৃষ্টিতে দেখিতেছে। তিনি মাধবীকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন মাধবি। পাগ্‌লী কি কচ্চে? মাধবী উত্তর দিল না। পুনর্ব্বার বলিলেন মাধবি। ও মাধবি! মাগী কি কোচ্চে? মাধবী এবার তাঁহার কথা শুনতে পেয়ে গৃহের দিকে চাহিয়া বাম হস্ত উত্তোলনপূর্ব্বক ডাকিল। এমন সময় পাগ্‌লী পূর্ব্বের সুরে আর একটি গান গাহিল।

গীত।

"করিয়া কৌশল, পেতেছিনু কল, ধরিবারে মনচোরে,
ভাঙ্গিল সে-কল, হইল বিফল, কাঁদিতে হইল মোরে ॥
হোয়ে অনাথিনী, দিবস রজনী, করিতেছি হায় হায়!
পরের ছেলেরে, ভাসায়ে পাথারে, আপনি পড়িনু দায় ॥
তার প্রতিফল, এইতো কেবল, জ্বলিল সাঁজের বাতী।
রাখিয়া এ হালে, কাল পেয়ে কালে করিছে কত
দুর্গতি ॥"

বসন্তকুমারী এবং নেমুর পিসী এই গান শুনিয়া, মোহিত হইয়া বলাবলি করিতে লাগিলেন, এতো ভাই সামান্য পাগ্‌লী নয়। একে কেউ পাগলী করেচে। কিম্বা কাহারো জন্যে পাগল হোয়েচে। চল ওকে জিজ্ঞাসা করে দেখি। এই বলিয়া তাঁহারা দুইজনে গৃহ হইতে বারাণ্ডায় আসিয়া দেখিলেন, পাগ্‌লী বাম হস্ত উত্তোলন করিয়া নৃত্য করিতেছে। বসন্তকুমারী জিজ্ঞাসা করিলেন ও পাগ্‌লি। তোর্ বাড়ী কোথায়? পাগলী ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিয়া খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। বসন্তকুমারী আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, পাগলি। তোর বাড়ী কোথা? পাগলী এবার মুখব্যাদন করিয়া বিকট মূর্ত্তিতে ভয় দেখাইল। সেই সময় বাটীর বুড়ো ঝি, অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করিতেছিল। সে হঠাৎ পাগলীকে সেই অবস্থায় সম্মুখে দেখিতে পাইয়া, মাগো! গেলাম গো! ব'লে চীৎকার করিয়া পলাইল। পাগলীও তাহার সঙ্গে এক বিকট চীৎকার করিয়া প্রস্থান করিল। বসন্তকুমারী ও তাহার ননদী এই ব্যাপার দেখিয়া ভয়ে আড়ষ্ট; ও দিকে মাধবী বারাণ্ডায় অবাক হোয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তাঁহার মুখ গম্ভীর; দেখিবামাত্র বোধ হয় যেন, কোনও বিষম চিন্তায় নিমগ্ন, বাস্তবিক মাধবী এখন

বিষম চিন্তায মগ্ন, সে ভাবিতেছে পাগলীর মুখ দেখে আমার মনের ভাব এরূপ হইল কেন? ইচ্ছা হইতেছে খানিক চীৎকার করিয়া কাঁদি। আবার ভাবিল, পোড়া কপাল আব কি, ওব জন্য কাঁদিব কেন? ও আমাব কে? মা গেল, বাপ গেল, একে একে সব গেল। তা সহ্য কোবে, বসন্তকুমাবীব পুত্র কন্যা লইযা সকল দুঃখ ভুলিয়াছি। শেষে কিনা পোড়া মন ঐ পাগলীর জন্য কাঁদিতে উদ্যত, কেন? ও'কি আব জন্মে আমাব কেউ ছিল? তা থাকলুই বা, এখন তাব কি? আবাব ভাবিল, না তা নয। পাগলীকে দেখিবামাত্র যেন চেনা চেনা বোধ হোলো। তা হ'লই-বা, তবে কান্না পাচ্চে কেন? স্বপ্ন!! স্বপ্ন কি কখন সত্য হয? তা হোক বা নাই হোক। এতদিনেব পব আমি এমন স্বপ্ন দেখিলাম কেন? উঃ মনে হ'লে প্রাণ ফেটে যায! ঠিক সেই মানুষ। সেই নাক, সেই মুখ সেই চোক, সেই হাসি, যেন সজল নযনে আমায বল্লেন। প্রিযে! ক্ষমা কব। কেবল আমি অদৃষ্টেব দোষে এত দিন তোমাধনে বঞ্চিত ছিলাম। আমি সেই সকল কথা শুনিযা লজ্জায মুখ হেঁট করিযা রহিলাম। কোন কথাব উত্তব দিতে পাল্লাম না। তিনি তাই দেখে পুনবাব আমাব হাত ধবিয়া বলিলেন, প্রিযে! কথা কও। আমাব কোন দোষ নাই। তবু আমি তাঁহাব সহিত লজ্জায কথা কহিতে পাবিলাম না। হায় নাথ! তুমি কোথায? আমি অভাগিনী চিব-দুখিনী, আমাব কেহই নাই। ভগবান্ আমায জন্মাবধি দুঃখসাগবে নিমগ্ন কবিযা কেবল রঙ্গ দেখিতেছেন। হায! আমি কি পাপে যে, তোমা-ধনে বঞ্চিত হইলাম, তাহা তিনিই জানেন। নাথ! এত দিনের পব তুমি কি আমায স্বপ্নে দেখা দিযা নির্ব্বাণ অগ্নি জ্বালাইতে এলে? নির্ব্বাণ অগ্নি কি!! এ আগুন কি নিবিবাব? না। এ অগ্নি হৃদয মধ্যে এ জন্মেব মত আশ্রয লইযা, তুষানলেব ন্যায গুমে গুমে পুড়িতেছে। কিন্তু এ পাষাণ প্রাণ, তবুও বহির্গত হইতেছে না। নাথ! এ হতভাগিনীকে ডাকিযা লও। তোমাব সাধের মাধবীকে ডাকিয়া লও। আমাব এ

যন্ত্রণা সহ্য হয় না। তুমি যেখানে আছ আমায় সেইখানে ডাকিয়া লও। আমি পত্নী তুমি পতি, তোমার এ ধর্ম্ম নয়।

এই ভাবিতে ভাবিতে মাধবী কাঁদিল। চক্ষু দিয়া অনর্গল অশ্রুজল বিগলিত হইতে লাগিল। তাহাতেও তাহার সংজ্ঞা নাই। সে এক স্থানেই পুত্তলিকাবৎ দণ্ডায়মান হইয়া কাঁদিতে লাগিল। বসন্তকুমারী হঠাৎ মাধবীকে কাঁদিতে দেখিয়া তাড়াতাড়ি তাহার নিকট যাইয়া ডাকিলেন, মাধবি। মাধবীর উত্তর পাইলেন না। ইহা দেখিয়া বসন্তকুমারী তাহার হাত ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন মাধবি। তুই অমনকোরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদ্‌চিস কেন? মাধবীর তখন সংজ্ঞা হইল। সে লজ্জায় অঞ্চল দিয়া চক্ষু মুছিয়া গদ্ গদ্ স্বরে বলিল কৈ—না?

বসন্ত। না আবার কেন? এই আমি দেখিলাম তুই কাঁদ্‌ছিলি। বলনা ভাই! তোর কি হয়েচে?

মাধবী বসন্তকুমারীর এই কথা শুনিয়া অমনি মস্তক হেঁট করিল এবং মনে মনে ভাবিতে লাগিল, তাইত এখন আমি কি করি? বসন্তকুমারীকে কি স্বপ্নের কথা বলিব? ভোরে মরা মানুষকে স্বপ্নে দেখিছি, কেঁদেচি, লজ্জায় তাঁহার কথার উত্তর দিতে পারিনি। কত সাধাসাধি কোল্লেন, তবুও কথা কহিতে পারিলাম না। সেই দুঃখে এখন কাঁদচি, এ কথা বসন্তর নিকট কেমন ক'রে বোলবো; ইহা শুনে লোকে হাস্‌বে। লোক আর কে? লোকের মধ্যে বসন্ত; তা ও হাস্‌লেই বা, তাতে আমার ক্ষতি কি? তবে বলি। এই ভাবিয়া, মাধবী যেমন বলিবার উদ্যোগ করিল, অমনি তাহার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল। পুনর্ব্বার বলিবার চেষ্টা করিল, তবু তাহার মুখ ফুটিল না। বসন্তকুমারী মাধবীকে নিরুত্তর দেখিয়া পুনর্ব্বার বলিলেন, চুপক'রে রইলি যে? বলনা কাঁদ্‌ছিলি কেন?

মাধবী বসন্তকুমারীর এই অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিল না। সুতরাং সে, সেই অবস্থায় দণ্ডায়মান থাকিয়া আবার কাঁদিতে লাগিল।

বসন্তকুমারী তাহাকে পুনর্ব্বার রোদন করিতে দেখিয়া ভাবিলেন, কি সর্ব্বনাশ। হঠাৎ আজ মাধবীর মনের ভাব একপ হ'ল কেন? পাগলী কি ওকে কিছু ব'লে গেল নাকি। বসন্তকুমারীর বড় ভয়, পাছে মাধবী সেই গুপ্ত কথা শুনিতে পায়। এই ভাবিয়া তাঁহার মন চঞ্চল হইল এবং অদ্যকার উপস্থিত ঘটনা দেখিয়া তাঁহার মনে আরও সন্দেহ হইল। ভাবিলেন, হয়ত মাধবী কাহারও নিকট কিছু শুনিয়াছে। এই চিন্তায় ব্যস্ত সমস্ত হইয়া মাধবীর ক্রন্দন নিবারণ জন্য আপন অঞ্চল দিয়া বার-ম্বার তাহার মুখ মুছাইতে লাগিলেন। কিন্তু সে আশা তাঁহার বিফল হইল। বসন্তকুমারী যত তাহাকে সান্ত্বনা করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, মাধবীর শোকসাগর ততই উথলিয়া উঠিল। এই ব্যাপার দর্শনে বসন্তকুমারী ভাবিলেন যে, এত দিনের পর বুঝি আমার প্রাণের মাধবীকে হারাইলাম। এই ভয়ে তিনিও কাঁদিতে লাগিলেন। ক্ষণেক পর মাধবী রোদন সম্বরণ করিয়া দেখিল, বসন্তকুমারী মুখে অঞ্চল দিয়া রোদন করিতেছে। ইহা দেখিয়া সে মনে মনে ভাবিল, হায়! আমি কি অন্যায় কার্য্য করিয়াছি। শোকাবেগ সম্বরণ করিতে না পারিয়া প্রাণের বসন্তকুমারীকে কাঁদাইলাম। ও যে আমার প্রাণের ভগ্নী, ওর চক্ষে জল দেখিলে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। বসন্ত আমাকে কাঁদিতে দেখিয়া কাঁদিতেছে। তবে আর আমি কাঁদিব না। যদি প্রাণ ফেটে যায় তাও সহ্য করিব, তবু বসন্তর সম্মুখে কাঁদিব না।

মাধবী এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিয়া তাহার সবল প্রাণে একটী বাধ বাঁধিল। পাছে আবার শোক সাগর পুনরায় উথলিয়া পড়ে, এই আশঙ্কায় তাহার সেই সবল প্রাণে একটী বাঁধ বাঁধিল। এবং বসন্ত-কুমারীর হস্ত ধারণ করিয়া সুমধুরস্বরে বলিল, বসন্ত তুই মুখে কাপড় দিয়া কাঁদ্‌চিস্ কেন? বসন্তকুমারী নিরুত্তর, ইহা দেখিয়া মাধবী স্ব হস্তে মুখাচ্ছাদিত বসন উন্মোচন করিল। এবং পূর্ব্বের ন্যায় হাস্য বদনে তাহার চিবুক ধারণ করিয়া বলিল, মানময়ি—বাধে। আর মান

কোরোনা, ঐ দেখ তোমার কালাচাঁদ ধূলায় প'ড়ে লুটো পুটি খাচ্চে। বসন্তকুমারী বাস্তবিক মাধবীর অবস্থা দেখিয়া কাঁদিতেছিলেন। এতদ্ভিন্ন তাঁহার কাঁদিবার আর কোন কারণ ছিল না। কিন্তু হঠাৎ মাধবীর মনের ভাব পরিবর্ত্তন হইয়াছে দেখিয়া হর্ষোৎফুল্ল লোচনে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, পোড়ার মুখি! এতক্ষণ তোমার কি হ'য়েছিল? মাধবী অমনি মনের কথা গোপন করিয়া বলিল একবার ছল ক'রে দেখলাম তুই আমায় ভাল বাসিস কি না।

বসন্ত। ভাল বাসার ফল যখন পরিণামে কান্নাহাটি তখন আর কাউকে ভাল বাসবোনা।

মাধবী। যাদের একবার ভাল বেসেচো?

বসন্ত। তাদের ভাল বাসায় এস্তোফা দিব।

মাধবী। তবে আমার দশায় কি হবে? এই কথা বলবা মাত্র মাধবীর সেই শোক সিন্ধুতে একটি তরঙ্গ উঠিয়া তাহার সেই সবল প্রাণের বাধটি ভাঙ্গিয়া দিল। মাধবী আবার কাঁদিতে লাগিল। বসন্তকুমারী আবার তার চক্ষে জল দেখিয়া বলিল পোড়ার মুখি! আবার কান্না? মাধবী এই মুক্ তাড়া পাইয়া চক্ষেরজল চক্ষে মিশাইয়া বলিল, তুই ভাল বাসবিনে? বল তুই ভাল বাসবি?

বসন্ত। তুই আমার প্রাণের বোন্, তোকে ভাল, না বেসে কি থাকৃতে পারি?

মাধবী। যদি ভাল বাসিস্ তো আর কাঁদবো না। দেখিস্ ভাই যেন ভুলে আমার প্রতি ভালবাসার এস্তোফা দিসনে।

মাধবীর এই কথা শেষ হইতে না হইতে এমন সময় বুড়ো ঝি হাঁপাতে হাঁপাতে তথায় উপস্থিত হইল। বসন্তকুমারী তাহাকে দেখিয়া হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, ঝি! পাগলী তো তোমায় কিছু' বলে নি।

ঝি। আর বাছা! "বলে নি!!" ম'রে—ছিলাম আর কি! ভাগ্যে

মেদোকে সমুখে দেখতে পেলাম, তাই তাকে আঁক্‌ড়ে ধোরে প্রাণটা বাচালাম। নৈলে প্রাণটা বেবয়ে ছিল আর কি।

বসন্ত। যঁ্যা।। বল কি। তাকে কি আঁক্‌ড়ে ধত্তে হলো?

ঝিঃ। শুদু তাই কি বাছা! বুড়ো মানুষ, ভয়ে কাপড় চোপড় খুলে গিয়ে ব্যাভ্রম হ'য়ে প'ড়ে ছিলাম। ইহা শুনিয়া বসন্তকুমারী হাসিতে হাসিতে আর কথা কহিতে পারিলেন না। মাধবী ভাবিল, ঝি বুড়ো মানুষ, সকলে হাসিলে দুঃখিত হইবে, এই ভাবিয়া মাধবী মুখ টিপে জিজ্ঞাসা করিল, তার পর, ঝি কি হ'লো?

ঝি। তার পর মেদো আমায় বল্লে, ও ঝি। ভয় নই, ভয় নেই, আমায় ছেড়ে দাও। আমি বাছা। সে সময় কি ছাড়তে পারি? ভয়ে আরো তাকে আঁক্‌ড়ে ধত্তে লাগলাম। শেষে যখন সে বল্লে পাগ্‌লী পালয়েচে, তখন আমি মেদোকে ছেড়ে দিলেম। মেদো আমার হাত ছাড়া পেয়ে সেখান থেকে দৌড়ে পালালো। আমি তাই দেখে, ভাবলাম আবার বুঝি পাগলী আসচে। সেই ভয়ে পরেব কাপড় খানা, সেই খানে ফেলে, এক দৌড়ে বাছাবি ঘরের ভিতর গিয়ে খিল দিলাম। সে খানে যে পোড়া কপাল পুড়বে, তা জানিনে। সরকার মশায় সেই ঘরে পাগলীর ভয়ে লুকুয়েছিলেন। তিনি আমায় দৌড়ে ঘরের ভিতর যেতে দেখে চেঁচিয়ে উঠলেন। আমি ভাবলাম পাগ্‌লী বুঝি এই ঘরে ঢুকেচে। এই মনে করে আমিও ভয়ে চেঁচাতে লাগলাম! দোরে খিল দিয়েচি। ঘর অন্ধকার, কোথায় যাই, তা কিছুই ঠাওরাতে পারিনে। শেষে সরকার মশাইয়ের ঘাড়ে গিয়ে পড়লাম্। সরকার মশায় ভয়ে, ও মেদো! গেলাম্ রে, বাবা রে, পাগ্‌লী মাল্লেরে, এই ব'লে আমায় ঠেলে ফেলে দিয়ে, দরজা খুলে দৌড়; আমি তো তাই দেখে, লজ্জায় ম'রে গেলাম। পরেব কাপড় নেই যে, সেখান্ থেকে পালিয়ে আসি। মাধবী এবং বসন্তকুমারী তাহার এই কথা শুনিয়া হেসে গড়াগড়ি দিতে

লাগিলেন। মাধবী কিঞ্চিৎ হাস্য সম্বরণ করিয়া বলিল তার পর্। তার পর্।

ঝি। তার পর আমার মাতা আর মুণ্ডু, মেদো কাপড়খানা কুড়িয়ে এনে দরজার পাশথেকে ঘরের ভিতর ছুঁড়ে ফেলে দিলে। আমি তাই প'রে লজ্জায় আর ঘরথেকে বেরুতে পারিনে। শেষে সাত পাঁচ ভেবে মুখে কাপড় দিয়ে এই বাড়ীর ভিতর আস্‌চি। বসন্ত-কুমারী ও মাধবী ইহা শুনিয়া আর হাসি রাখিতে পারিলেন না। তাঁহারা হাসিতে হাসিতে ভূমে লুটো পুটি, বুড়ো ঝির মুখে হাসি নাই। তার সেই ঘটনা গুলি মনে হওয়াতে লজ্জায় মুখ ম্লান হইয়া যাইতেছে। ভাবিতেছে, পোড়াকপালী পাগলী এসে, আমার কি হালটাই না ক'রে-গেল। বসন্তকুমারী তাহার ভাব দেখিয়া হাস্য সম্বরণ করত বলিল, না ভাই। আর হাসবো না। অদৃষ্টে কখন কি আছে তা বোলতে পারি নী। মাধবী দেখিল তাঁহার হাসি আর বন্ধ হয় না। সুতরাং সে তথা হইতে প্রস্থান করত গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিল। বড়ো ঝি মুকুটি ভার বোবে একগাছি ঝাঁটা নিয়ে ঝাঁট দিতে প্রবৃত্ত হইল, এমন সময় মেদো বাটীর ভিতর আসিয়া বলিল মা ঠাক্‌রুন্। কোথা গা। বুড়ো ঝি মেদোর স্বর শুনিয়া গৃহের ভিতর প্রবেশ করিল। মাধবী ঝিকে জিজ্ঞাসা করিল ও কে ডাকচে ঝি? ঝি বলিল মেদো, গিন্নিকে ডাকচে, মাধবী ইহা শুনিয়া গৃহের বাহিরে আসিল। বসন্তকুমারী বারাণ্ডায় যাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি মাধব?

মেদো। আজ্ঞা একখানি চিটি।

চিটী। কোথেকে এলো?

মেদো। যদুবাটী থেকে একজন দোকানদার এনেছে। সে বোল্লে বাবু কাল সন্ধ্যের পর, এই চিটীখানি দেওয়ানজির নিকট থেকে পেয়েছিলেন। তারপর চিটিখানি পোড়ে ভুলে দোকানে ফেলে যান সে তাই আজ সকালে পেয়ে, এখন আমাদের বাড়ীতে নিয়ে এসেচে।

বসন্ত। দেওয়ানজি সুবর্ণগ্রাম থেকে লোক পাঠিয়ে ছিলেন?

মেদো। আজ্ঞা হ্যাঁ, চারিজন পাক্ আর একখানি নৌকা পাঠিয়ে ছিলেন।

বসন্ত। তারপর?

মেদো। তারপর তিনি সেই নৌকাতেই গিয়াছেন।

বসন্ত। তখন মেঘ ছেড়েছিল তো?

মেদো। হাঁ, তিনি বোল্লেন আকাশ পরিষ্কার হোলে তবে বাবু নৌকায় উঠেছিলেন।

বসন্ত। চিটীখানা উপরে এসে দিয়ে যাও। আর সেই লোকটাকে, কিছু জল টল খাবার দাওগে।

মেদো। আজ্ঞা তা দেওয়া হোয়েচে, তিনি এখনি যাবেন।

বসন্ত। লোকটী কি ভদ্র লোক?

মেদো। সেই রকম তো দেকাচ্চে।

বসন্ত। তবে দেকিস, তাঁহার যেন যত্নের ক্রুটি হয় না।

মেদো। আজ্ঞা না, এই বোলে মেদো উপরে এসে, বসন্তকুমারীর হাতে পত্র দিয়ে চ'লে গেল। মাধবী তাঁহার নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কিসের পত্র ভাই?

বসন্ত। কি জানি, এখনি প'ড়লে জান্তে পাব্‌বো। বসন্তকুমারী পত্র খুলিয়া পাঠ করিলেন, কিন্তু তাঁহার ভাব অর্থ কিছুই বুঝিতে না পারিয়া, পুনর্ব্বার পাঠ করিলেন। তোবু ও, কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। সুতরাং বিষণ্ন-বদনে পত্র খানির এ পিট, ও পিট, দেখিতে লাগিলেন। মুখে বাক্য নাই। মাধবী তাঁহার এই ভাব দেখিয়া ভয়ে জিজ্ঞাসা করিল সংবাদ ভাল তো?

বসন্তকুমারী কিছু অন্যমনা হইয়া বলিলেন পত্রের ভাব তো আমি কিছুই বুঝতে পাচ্চিনে।

মাধবী। বল কি? একবার পড় দেখি শুনি।

বসন্ত। তবে শোন্।

সুবর্ণ গ্রাম ১৩ বৈশাখ সন ১২৩০ সাল।

আজ্ঞাকারি প্রতিপাল্য শ্রীরমণবিহারি দাস দাস, মহাশয়ের ১২ই তারিখের পত্র পাইয়া সকল সমাচার অবগত হইলাম, আমি কুমুদিনীকে বিশেষ যত্নের সহিত রাখিযাছি। এবং মহাশয়ের আদেশ মত তাঁহার নিমিত্ত দাস, দাসী এবং পাচিকা প্রভৃতি নিযুক্ত করিযাছি। কিন্তু আপনার আসার বিলম্ব হওযাতে তিনি অবিশ্রামে রোদন করিতেছেন। আমি তাঁহাকে অদ্য অনেক আশ্বাস বাক্যের দ্বারায় অপেক্ষাকৃত সান্ত্বনা করিযা মহাশয়ের নিকট চারি জন পাইক এবং নৌকা পাঠাইতেছি। আপনি শীঘ্র আগমনপূর্ব্বক কুমুদিনীর চক্ষের জল নিবারণ করিবেন। ইহা শ্রীচরণে কোটী কোটী নিবেদন ইতি।

মাধবী। তাইত। এর মানে কি? কুমুদিনী কে?

বসন্ত। ভগবান্ জানেন! আর যার কুমুদিনী তিনি জানেন।

মাধবী। বাবু যাইবার সময়, তোমাকে এ বিষয়, কিছুই বলেন নাই?

বসন্ত। বাবু আমার নিকট এ কথা বোল্‌বেন্ কেন?

মাধবী। না-না, তুমি যা ভাবচো তা নয়।

বসন্ত। তা-নয় কেন? "অবিশ্রামে রোদন, আশ্বাস বাক্য, "আপনি এসে চক্ষুর জল নিবারণ করিবেন"। এর মানে কি? প্রণয় না হোলে কি এত দূর হোতে পারে? দেক্ মাধবি। এখন আমি সব্ বুজতে পাচ্চি। সে দিনও স্বুবর্ণ গ্রাম থেকে একখানি পত্র এসেছিল। তিনি তাহা পোড়ে মুকুটী হেঁট কো'রে কি ভাব্‌তে লাগলেন। আমি তাই দেকে জিজ্ঞাসা কোর্‌লাম ও কিসের পত্র? তাহাতে তিনি কথা কৈলেন না। পুনর্ব্বার বোল্‌লাম, ও পত্র কোথেকে এলো? তিনি অন্য মনস্ক হোয়ে বোল্‌লেন "হ্যাঁ"। তার পর

আমার নিকট একটী পান চাইলেন। আমি তাঁহার হাতে একটী পান দিলাম। অন্য দিন লবঙ্গটী ফেলে দিয়ে পানটী খান। সে দিন ভুলে পানটী ফেলে দিয়ে লবঙ্গটী মুখে দিলেন। আমি তাই দেখে অবাক! জিজ্ঞাসা ক'ল্লাম আজ তোমার কি হোয়েচে? অমনি তিনি অপ্রস্তুত হয়ে বোল্লেন, দেক্ বসি। এই চিটিখানা পোড়ে মনটা বড় উদ্বিগ্ন হলো। দেওয়ানজি লিখেছেন এবার লাটের টাকার যোগাড় হবে না। এই বোলে চিটিখানা ফ্যাং ফ্যাং করে ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। আমি বলিলাম তবে কি হবে? তিনি বলিলেন, হ্যাঁ তাই হবে। এই বোলে কি ভাবিতে ভাবিতে বা'র বাড়ীতে গেলেন। তার পর রাত্রে ঘরে এসে আমায় বলিলেন দেক্ বসন। আমায় দুই এক দিনের জন্যে একবার সুবর্ণগ্রাম যেতে হবে। আমি তাঁহার কথার উত্তর দিলাম না। তিনিও আমায় আর কিছু জিজ্ঞাসা করিলেন না। দেক্ মাধবি! আগুন কখন কাপড় চাপা থাকে না। এখন তাঁহার ষড়যন্ত্র, বিদ্যে বুদ্ধি, সব প্রকাশ হোলো। পুরুষের অন্তঃ পাওয়া ভার!! মনে কোরেছিলাম, তাঁহার প্রাণটা সরল, কিন্তু এখন দেকতে পাচ্চি, তাঁর সেই সরল প্রাণটা ফল্গুনদীর মত অন্তঃসলিলা, অন্তরে অন্তরে বহিয়া থাকে। বসন্ত-কুমারী এই কথা বলিতে বলিতে কাঁদিলেন। তাহার মনে যে কত প্রকার চিন্তা আসিয়া আশ্রয় করিল, তাহা, কে বলিতে পারে? কখন ভাবিতেছেন সুরেন্দ্রনাথ কুমুদিনীকে অনেক দিন অবধি ভাল বাসিয়াছেন। এখন পাছে তাঁর গুপ্ত প্রেম, দেশে প্রকাশ হইয়া পড়ে, এই আশঙ্কায় কুমুদিনীকে সুবর্ণগ্রামে পাঠাইয়াছেন। আবার ভাবিলেন কুমুদিনী কে? তাহার নাম তো ইতিপূর্ব্বে কখন শুনিনাই। যদি এই গ্রামে তাহার বাড়ী হইত, তাহা হইলে কখনও না কখনও তাহার নাম শুনিতে পাইতাম। তবে তা নয়, বোধ করি অন্য স্থান হইতে তাহাকে আনিয়াছেন। আচ্ছা, তা—যদি হবে, তবে এত দিন তাহাকে কোথায় রাখিয়াছিলেন? তা কে জানে? ভগবানই জানেন!! আর যাঁর

কুমুদিনী তিনিই জানেন। কিন্তু আমি যাহা ভাবিয়াছি, তাহা ভিন্ন আর কিছুই নয়। উঃ একেই বলে ডুবে ডুবে জল খাওয়া। বসন্তকুমারী এই ভাবিতে ভাবিতে চক্ষের জল অঞ্চল দিয়া মুছিলেন। কিন্তু তাঁহার ঘন ঘন নিশ্বাস রূপ ঝটিকা প্রবাহিত হওয়াতে শোক সিন্ধুতে প্রবল তরঙ্গ উত্থিত হইতে লাগিল। সুতরাং আর তথায় দাঁড়াইয়া থাকিতে না পারিয়া নক্ষত্র বেগে গৃহ মধ্যে গমন করিয়া শয্যায় শয়ন করিলেন।

এই ব্যাপার দেখিয়া, ভয়ে মাধবীর মুখ শুকাইয়া গেল। মাধবী ক্ষণেক কাল তথায় নিস্তব্ধভাবে দণ্ডায়মান থাকিয়া, পরে সত্বর গমনে গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিল। এবং শয্যার উপর বসন্তকুমারীর পার্শ্বে, উপবেশন করিয়া দেখিল, নয়ন-জলে তাঁহার উপাধান ভাসিয়া যাইতেছে। গাত্রে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম বারি নির্গত হইয়া সহস্র ধারায় বিছানার উপর পতিত হইতেছে। মাধবী তাঁহার এই অবস্থা দেখিয়া ভয়ে জড় জড় হইল। আর ভাবিতে লাগিল এখন আমি কি করি। এবং কি বলিয়াই-বা বসন্তকুমারীকে সান্ত্বনা করি, তাহা ত কিছুই ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছি না। সম্মুখে একখানি তালবৃন্ত দেখিয়া ব্যজন করিতে লাগিল। ক্ষণেক পর বসন্তকুমারী উঠিয়া বসিলেন। এবং মাধবীকে সম্মুখে দেখিয়া বলিলেন, মাধবি। তুই কি বলিস? অদ্য কি একজন লোক সুবর্ণগ্রামে পাঠাইয়া দিব?

মাধবী। না না, লোক পাঠাতে হবে না, আমি নিশ্চয় বলিতেছি তুমি যা ভাবিতেছ তা নয়।

বসন্ত। তবে এখন কি করা উচিত?

মাধবী। এক খানি পত্র লেখ, তার উত্তর কি আসে দেখা যাক্।

বসন্ত। আচ্ছা, তাই ভাল।

এই বলিয়া বসন্তকুমারী তথা হইতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক সুরেন্দ্রনাথের টেবিল হইতে কাগজ কলম, লইয়া পত্র লিখিতে প্রবৃত্ত হইলেন। মাধবী বলিল তবে তুমি পত্র লেখ আমি শীঘ্র আসিতেছি।

বসন্ত। আচ্ছা যা, কিন্তু ঠাকুরঝি যেন ইহার কিছুই জানিতে না পারে।

মাধবী। তার ভয় নেই।

এই বলিয়া মাধবী গৃহ হইতে প্রস্থান করিলে, নেনু হাঁপাতে হাঁপাতে গৃহ মধ্যে আসিয়া বলিল, মা আজ আমাদের পাঠশালা সকাল সকাল বন্ধ হয়েচে। বসন্তকুমারী নেনুর দিকে সস্নেহ নয়নে এক বার দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, আচ্ছা নেনু! বল দেকি কুমুদিনী কে? নেনু বলিল কুমুদিনী কে, তা আমি জানিনে। এই বোলে বসন্তকুমারীর নিকট হইতে এক খানি কাগজ লইয়া নেনু তথা হইতে নৃত্য করিতে করিতে প্রস্থান করিল। বসন্তকুমারী একাকিনী বসিয়া পত্র লেখা সমাপ্ত করিলেন। এবং তাহা আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া মনে মনে ভাবিলেন, এই বার ধাবুর সব গুণ প্রকাশ হোলো। এমন সময় মাধবী তথায় আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল পত্র লেখা শেষ হয়েচে?

বসন্ত। হুঁ—হোয়েচে। আমি পড়ি, তুই শোন।

মাধবী। আচ্ছা পড়।

বলরামপুর ১৫ই বৈশাখ। সন ১২৭০ সাল।

প্রাণেশ্বর। অদ্য মাধবীতে আমাতে এক বিষম তর্ক উপস্থিত, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ আপনি টোলে না থাকায়, তাহার মীমাংসা হইল না। আপনার প্রধান ছাত্র, নেনু বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলাম, সেও তাহার প্রকৃত অর্থের ব্যাখ্যা করিতে পারিল না। সুতরাং আপনাকে লিখিতে বাধ্য হইতেছি। মাধবী বলিতেছে, কুমুদিনী নিশানাথের প্রণয়িনী আর আমি বলিতেছি, না তা নয়। সে এখন সুরেন্দ্রনাথের মনোমোহিনী, যদি বলেন, কিসে? তাহার প্রমাণ কি? তবে আপনি দেওয়ানজির দপ্তরখানা অনুসন্ধান করিয়া দেখিবেন? তথায় দলিল দস্তাবেজ আছে।

নাথ! আপনি সকল শাস্ত্রে সুপণ্ডিত, এক্ষণে বলুন দেকি, ন্যায়ের

ফাঁকি কত গুলিন্ অভ্যাস আছে? যদি বসি সংগ্রহ থাকে, তাহা হইলে, এই কুমুদিনী হইতেই প্রকাশ পাইবে। আর যদি বলেন, মাধবী যাহা বলিয়াছে তাহাই ঠিক, আচ্ছা, আমিও তাহাই স্বীকার করিলাম। তবে সুরেন্দ্রনাথের আদর্শীন কুমুদিনী অবিশ্রামে কাঁদিবেন্ কেন? দেখ নাথ। আমার এই তর্ক মনোমধ্যে দিবা-নিশি আন্দোলিত হওয়াতে, চিত্তের স্থিরতা নাই। অতএব যদি আমি আপনাকে কোন অন্যায় প্রশ্নঃ করিয়া থাকি তবে এ অধীনীকে ক্ষমা করিবেন। আমি অবলা, অবলার শত দোষ মার্জ্জনা করা উচিত। এক্ষণে কুমুদিনী—কে? এবং সে কাহার প্রেমাসক্ত? তাহার মীমাংসা করিয়া শীঘ্র পত্র লিখিবেন। আমার হৃদয়-কোরকে কীটাশ্রয় করিয়া অতিশয় যন্ত্রণা দিতেছে। যদি পত্রের উত্তরে বঞ্চিত হই, তবে এই হত ভাগিনীকে আর দেখিতে পাইবেন না। অধীনীর এই শেষ বিদায়; ইহা শ্রীচরণে নিবেদন ইতি।

আপনার

বসন্ত

মাধবী পত্র খানি শুনিয়া বলিল বেস লেখা হ'য়েচে। কিন্তু ভাই শেষে ঐ নিদারুণ কথাটী লেখা ভাল হয় নাই।

বসন্ত। কোন কথাটী?

মাধবী। উত্তরে বঞ্চিত হইলে আর আমায় দেখিতে পাইবেন না। বসন্তকুমারী সজলনেত্রে বলিলেন, তুই বলিস কি মাধবি! যদি আমি ইহার উত্তর না পাই, তবে কি এ প্রাণ রাখবো?

মাধবী। বালাই ও সব কথা মুখে আনিস্‌নে। দে আমি পত্র খানি ডাকে পাঠিয়ে দিই। তার পর যা ভাল হয় তা করা যাবে। এই বলিয়া মাধবী, বসন্তকুমারীর হস্ত হইতে পত্র খানি লইল এবং বুড়ো ঝির হস্তে দিয়া বলিল, এই পত্র খানি সরকার মহাশয়ের হাতে দিয়ে তাঁকে বোলো, যেন আজ অবশ্য অবশ্য ডাকে পাঠাইয়া দেন্।

ঝিঃ। আচ্ছা।

এই বলে ঝি পত্রনিয়ে সরকার মহাশয়ের নিকট গমন করিল।

কুমুদিনী।

সুরেন্দ্রনাথ নৌকায় যাইতে যাইতে যে আশঙ্কা করিয়াছিলেন, তাহাই ঘটিল। বসন্তকুমারী দেওয়ানজীর পত্রপাইয়া মনে মনে এই স্থির করিলেন যে, সুরেন্দ্রনাথ কুমুদিনীর নব প্রেমে আসক্ত হইয়াছেন। সেই নিমিত্ত আমাকে প্রবঞ্চনা করিয়া স্বর্ণ গ্রামে গমন করিয়াছেন। তাহা যদি না হইবে, তবে এত চাতুরী করিয়া যাইবার আবশ্যক কি? আমার নিকট বলিলেন নাটের দিন আগত প্রায়, এবার প্রজাদিগের নিকট আদায় তহসিল বড় কম, সেই জন্য তথায় এক বার যাওয়া বিশেষ আবশ্যক. এ দিকে দেওয়ানজির পত্রে কুমুদিনার প্রেমাশক্তি ভিন্ন আর ও সরল কোন কথার উল্লেখ নাই, এস্থলে স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, সুরেন্দ্রনাথের মনে "অন্য কোন অভিপ্রায় আছেই আছে", পাঠক মহাশয়। আপনি কি বলেন? বসন্তকুমারীর মনে এরূপ সন্দেহ হইতে পারে কি না? যদি বলেন না। সুরেন্দ্রনাথের অমন নির্ম্মল চরিত্র; অগ্রে তাহার বিশেষ তদন্ত না লইয়া তাহার প্রতি দোষারোপ করা অন্যায়। হাঁ, তা সত্য, কিন্তু বলুন দেখি কোন্ রমণী এরূপ পত্র পাইয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন? অতএব ইহাতে আমি বসন্তকুমারীর প্রতি দোষারোপ করিতে পারিনা। এক্ষণে আর এক সন্দেহ উপস্থিত. বসন্তকুমারী সুরেন্দ্রনাথকে যে পত্র পাঠাইলেন তাহাতে লিখিয়াছেন, "যদি পত্রের উত্তরে বঞ্চিত হই, তবে এ হত ভাগিনীকে আর দেখিতে পাইবেন না" কি সর্ব্বনাশ!! এ কথাটি যে বড়ই নিদারুণ। ইহা মনে হইলে গা কাঁপিয়া উঠে। সুরেন্দ্রনাথ জ্ঞানবান্ হইয়া এমন কার্য্য করিলেন কেন? তাহা বলিতে পারি না।

বোধ করি ইহার ভিতর কোন নিগুঢ় কারণ আছে। তাহা না হইলে তিনি অবশ্যই বসন্তকুমারীর নিকট সমুদায় প্রকাশ করিয়া যাইতেন।

পাঠক মহাশয়! আর আমি আপনাকে অনুরোধ করিতে সাহস করিনা। কারণ আমার সমভিব্যাহারে থাকিয়া অনেক কষ্ট পাইতেছেন। এক্ষণে বিদায় দিন, আমি এক বার সুরেন্দ্রনাথের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কুমুদিনী যে কে, তাহা জানিয়া আসি। যদি বলেন, না, আমি আপনার অনুগামী হইব। তাহাতে আমার কোন আপত্তি নাই। বরং সম্মতি আছে। যদি পথশ্রমে কষ্ট বোধ হয়, তবে বলিবেন, আমি আপনাকে স্কন্ধে বহন করিব। তাহাতেও যদি কষ্ট বোধ হয়। তবে অধীনের অপরাধ নিজগুণে মার্জ্জনা করিবেন। চলুন এখন এক বার সুবর্ণ গ্রামে যাত্রা করি। বোধ করি, সুরেন্দ্রনাথ এতক্ষণ তথায় পৌঁছিয়াছেন। ইহাতে আপনার মত কি? যদি আমার উপর ভার দেন, তবে আমার ইচ্ছা, এক বার মুসনের জঙ্গল দেখিয়া যাই। কি জানি, যদি সুরেন্দ্রনাথ সেই স্থানেই থাকেন। তাহা হইলে ব্যাপারের দায়ে গঙ্গা স্নানটাও হইবে। সুরেন্দ্রনাথের দেখা পাই ভালই, নচেৎ মা ছিন্ন মস্তার পাদপদ্ম দর্শন করিয়া সুবর্ণ গ্রামে গমন করিব।

বেলা অবসান মন্দ মন্দ মলয়-সমীরণ বহিতেছে। দিবাকর শান্তমূর্ত্তি ধারণ করিয়া পাটে উপবেশন করতঃ এক একবার কমলিনীকে উকি মেরে দেখিতেছেন। পদ্মিনী প্রাণ-নাথের ম্লান মুখ দেখে মনের দুঃখে ঘোমটা টেনে মস্তক অবনত করিয়া কাঁদিতেছে। কুমুদিনী প্রফুল্ল চিত্তে ঈষৎ হাসিতেছে। এবং বঙ্কিম কটাক্ষে তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ভাবিতেছে, দিদী হাসিতেও যেমন, কাঁদিতেও তেমন; এ দিকে মধুকরেরা কমলিনীকে ঘোমটা টানিতে দেখিয়া, মনের দুঃখে তথা হইতে প্রস্থান করিতেছে। যুবতী কামিনীগণ বেশ-বিন্যাস করিয়া সরোবরের স্বচ্ছ সলিলে অর্দ্ধাঙ্গ ডুবাইয়া বক্ষের বসন উন্মোচন করতঃ

মার্জ্জনি দ্বারায় গাত্র মার্জ্জনা করিতেছে। মলয় মারুত এই অবকাশে সরসীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গ উত্থিত করিয়া তাহাদিগের সহিত ক্রীড়া করিতে করিতে সেই কোমল কমল বক্ষোপরি আসিয়া নৃত্য করিতেছে; রঙ্গিণীরা এই রঙ্গে তথায় সঙ্গিনীদিগের সঙ্গে সমবেত হইয়া নানা রঙ্গে প্রাণের কথা কহিতেছেন। এবং মধ্যে মধ্যে হাস্যের লহরী উত্থিত করিয়া গুপ্তকথায় বিসর্জ্জন দিতেছেন। বাপীতটে একটী বক যোগাসনে বসিয়াছিল, সে এই সকল ব্যাপার দেখিয়া শুনিয়া লজ্জায় তথা হইতে প্রস্থান করিল। ক্রমে অপরাহ্ন, বিহঙ্গেরা তরু-শাখায় আশ্রয় লইয়া সন্ধ্যার বন্দনা করিতে লাগিল।

পাঠক মহাশয়। চলুন একটু দ্রুত পদ-নিক্ষেপে চলুন। বোধ করি এই প্রান্তরটি অতিক্রম করিলে মুসনের জঙ্গলে পড়িব। ঐ দেখুন সম্মুখে সেই নিবিড় কৃষ্ণবর্ণ বিপিন দৃষ্টিগোচর হইতেছে। বড় বড় বৃক্ষোপরি খদ্যোতেরা সমবেত হইয়া পথিকদিগকে আহ্বান করিতেছে। চলুন আমরা উহার ভিতর প্রবেশ করিয়া মা-ছিন্নমস্তার মন্দিরাভিমুখে গমন করি। তথায় সুরেন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ পাই ভালই, নচেৎ মার চরণ দর্শন করিয়া সুবর্ণ গ্রামে গমন করিব। এ কি!! সম্মুখে শবাকৃতি কে পতিত রহিয়াছে? কি সর্ব্বনাশ!! এ যে সুরেন্দ্রনাথ! সুরেন্দ্রনাথের এমন অবস্থা কে করিল? উনি কি জীবিত!! হাঁ বোধ হয় জীবিত; ঐ দেখুন কাতরস্বরে কি বলিতেছেন, "হায়! আমি কোথায়!! প্রিয়ে বসন্তকুমারি! আমায় বিদায় দাও। উঃ আমার উঠিবার ক্ষমতা নাই। কুমুদিনী তুমি দুঃখিনী; তোমার দুঃখ আমি মোচন করিতে পারিলাম না। কৈ মা ত এখনও ফিরিলেন না!! হায়! প্রাণ যায়। পিপাসায় কণ্ঠ—উঃ"—সুরেন্দ্রনাথ এই কয়েকটি কথা বলিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। এমন সময় সেই মহাতেজস্বিনী ভৈরবী আলুলায়িতকেশে এক কমণ্ডলু বারি হস্তে তথায় উপস্থিত হইয়া অল্পে অল্পে সুরেন্দ্রনাথের মুখে প্রদান করিয়া বলিলেন, বৎস সুরেন্দ্রনাথ!

ভয় নাই, ভয় নাই। গাত্রোত্থান কর। দেখ গত রাত্রে তুমি একা এই স্থানে আসিয়া আপনার পদে আপনি কুঠারাঘাত করিয়াছ। যদি আমি অদ্য সন্ধ্যার সময় এখানে না আসিতাম, তাহা হইলে নিশ্চই তুমি প্রাণ হারাইতে। সুরেন্দ্রনাথ তাঁহার এই কথা শুনিয়া ভয়ে ও বিস্ময়ে ধীরে ধীরে গাত্রোত্থান করিলেন এবং ভক্তি সহকারে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, মা। আমার এরূপ অবস্থা, কি প্রকারে হইয়াছিল? তাহা কিছুই অবগত নহি। অতএব আপনি অনুগ্রহ করিয়া তাহা আমার নিকট ব্যক্ত করুন।

ভৈরবী। বৎস। তাহা তোমার এক্ষণে জানিবার আবশ্যক নাই। তুমি সমস্ত দিন অনাহারে আছ, চলো আমার কুটীরে যাইয়া কথঞ্চিৎ ক্ষুৎপিপাসা নিবারণ কর। পরে শ্রান্তি দূর হইলে যাহা বলিবার তাহা বলিব।

সুরেন্দ্র। মাতঃ আপনার আজ্ঞা আমার শীরোধার্য্য; এক্ষণে কোথায় যাইতে হইবে অনুমতি করুন। ভৈরবী ইহা শুনিয়া সুরেন্দ্রনাথকে সমভিব্যাহারে লইয়া সেই নিবিড় বন মধ্যে প্রবেশ করিলেন। সুরেন্দ্রনাথ কিয়দ্দূর গমন করিয়া দেখিলেন, সম্মুখে একটী জীর্ণ কুটীর; কুটীর প্রাঙ্গনে অগ্নি জ্বলিতেছে। তাহার আলোকে কুটীরের চতুর্দ্দিক আলোকিত করিয়াছে। তথায় নানা জাতি পুষ্প-বৃক্ষ এবং (স্থানে স্থানে) গুল্মাদি দৃষ্টিগোচর হইতেছে। ভৈরবী তথায় উপস্থিত হইয়া সুরেন্দ্রনাথকে এই স্থানে অবস্থিত কর বলিয়া কুটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। এবং ক্ষণেক পর এক খানি কদলী পত্রের উপর কতকগুলি ফল মূল ও এক পাত্রে জল আনয়ন করিয়া তাঁহার হস্তে প্রদান পূর্ব্বক বলিলেন, বৎস! আমি কন্দমূল ফলাশিনী বন-বাসিনী, তোমার আহারীয় দ্রব্য কোথায় পাইব? অতএব এই যৎকিঞ্চিৎ ফল মূল আহার করিয়া ক্ষুৎ পিপাসা নিবারণ কর। আমি এখনি মার মন্দির হইতে প্রত্যাগমন করিতেছি। এই বলিয়া তিনি তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

ভৈরবী তথা হইতে গমন করিলে, সুরেন্দ্রনাথ সেই পাত্রস্থ ফল মূলগুলি ভক্তিসহকারে ভক্ষণ করিয়া পরিতৃপ্ত হইলেন এবং হৃষ্টান্তঃকরণে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন স্থানটী অতি প্রীতি জনক. চারিদিকে পুষ্পবৃক্ষ, তাহাতে নানা জাতি পুষ্প বিকসিত হইয়া বনকে আমোদিত করিতেছে। ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিয়া আরো এক অপূর্ব্ব শোভা দেখিলেন। দেখিলেন—বড় বড় বৃক্ষশাখা সকল পরস্পরে সম্মিলিত হইয়া স্থানটীকে আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছে। এবং তাহাতে নানা জাতি লতা ফলপুষ্প বেষ্টিত থাকায় তদূর্দ্ধে নয়নের গতি রোধ করিয়াছে। সুতরাং নভোমণ্ডল দৃষ্টিগোচর হইতেছে না। সুরেন্দ্রনাথ এই সকল দেখিতেছেন এমন সময় হঠাৎ তাঁহার স্মরণ হইল কল্য রাত্রে এস্থলে যে এক ভীষণ মূর্ত্তি দেখিয়াছিলাম সে কে? তাহাকে দেখিয়া কি আমি সেইরূপ অবস্থায় পতিত হইয়াছিলাম। সুরেন্দ্রনাথ এই সকল চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় ভৈরবী তথায় উপস্থিত হইয়া সুরেন্দ্রনাথকে আহ্বান করিলেন এবং তথায় দুই খানি মৃগ চর্ম্ম বিস্তৃত করিয়া এক খানিতে আপনি উপবেশন করিলেন ও অপর খানিতে সুরেন্দ্রনাথকে বসিতে আদেশ করিলেন। সুরেন্দ্রনাথ তদুপরি উপবেশন করিয়া কৃতাঞ্জলি পুটে বলিলেন মা ভগবতি! আপনার অবিদিত কিছুই নাই। এক্ষণে আমার মনোবাঞ্ছা কি রূপে পূর্ণ হয় অনুগ্রহ করিয়া তাহার সদ্যুক্তি প্রদান করুন।

ভৈরবী। বৎস! তোমার কামনা কি? তাহা আমার নিকট ব্যক্ত কর। আমি আদ্যোপান্ত অবগত হইয়া তাহার সদ্যুক্তি প্রদান করিতেছি।

সুরেন্দ্রনাথ তাঁহার এই কথা শুনিয়া বলিলেন মা! কয়েক দিবস অতীত হইল আমার দেওয়ানজি সুবর্ণ গ্রাম হইতে এই মর্ম্মে এক পত্র লিখিয়াছেন যে কুমুদিনী নাম্নী এক অলৌকিক রূপ লাবণ্য সম্পন্না ভদ্র কুলমহিলা দস্যু কর্ত্তৃক অপহৃত হইয়া বন-মধ্যে এক শিশু ক্রোড়ে

অবিশ্রামে রোদন করিতেছিলেন, এমন সময় শুব্দয়াল নামক আমার এক জন পুরাতন পাইক কোন কার্য্যোপলক্ষে স্থানান্তরে গমন করিতেছিল, সে বাটী প্রত্যাগমন কালীন বন-মধ্যে রাত্রি কালে তাঁর রোদন ধ্বনি শুনিয়া তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিল, কুমুদিনী পাগলিনীর মত আলুলায়িত কেশে সেই শিশুটীকে ক্রোড়ে করিয়া নিরন্তর রোদন করিতেছেন। এবং বনের চতুর্দ্দিকে, বৎস হারা গাভীর ন্যায় দৌড়া দৌড়ি করিতেছেন। তিনি শুব্দয়ালকে হঠাৎ সম্মুখে দেখিতে পাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন বাবা। আমায় রক্ষা কর। আমার প্রাণের চন্দ্রনাথকে রক্ষা কর। ডাকাতে আমাদের সর্ব্বনাশ করিয়াছে। এই কয়েকটী কথা বলিয়া তিনি মূর্চ্ছিতা হইয়া ভূতলে পতিত হয়েন। শুব্দয়াল এই শোকাবহ ব্যাপার দৃষ্টে তৎক্ষণাৎ চন্দ্রনাথকে ক্রোড়ে লইয়া সান্ত্বনা করতঃ কুমুদিনীর মুখে জল সিঞ্চন দ্বারায় চৈতন্য করিল। এবং অভয় প্রদান পূর্ব্বক তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া স্বর্ণ গ্রামে আসিতেছিল। এমন সময় পুনরায় একজন দস্যু, তাহাদিগকে আক্রমণ করিল। শুব্দয়াল তাহা দেখিয়া চন্দ্রনাথকে কুমুদিনীর নিকট দিয়া বলিল মা। আপনার ভয় নাই। আপনি এই খানে দাড়ান্, আমি ঐ দস্যু কে এখনি বিনাশ করিতেছি। এই বলিয়া কোষ হইতে তরবারি বাহির করিয়া তাহার দিকে ধাবিত হওয়াতে সে তথা হইতে ভয়ে পলায়ন করিল। শুবদয়াল তাহা দেখিয়া হাসিতে হাসিতে কুমুদিনীর নিকটে আসিয়া বলিল মা। আপনার ভয় নাই। আমার সঙ্গে চলুন এই বলিয়া সে চন্দ্রনাথকে ক্রোড়ে করিল এবং সেই রজনীতে তাঁহাদিগকে নির্ব্বিঘ্নে স্বর্বর্ণ গ্রামে আনিয়া দাওয়ানজির নিকট অর্পণ করিল। দেওয়ানজি শুব্দয়ালের নিকট তাঁহাদিগের দুরবস্থার বিষয় অবগত হইয়া সাতিশয় দুঃখ প্রকাশ করিলেন। এবং কুমুদিনীকে সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন মা। আপনার কোন চিন্তা নাই। আমি আপনার স্বামীর অনুসন্ধান করিয়া দিব। শুব্দয়াল দস্যুকে

চিনিতে পারিয়াছে। এক্ষণে যেন একথা কাহার নিকট প্রকাশ না হয়। আমি কল্য প্রাতে বাবুকে পত্র লিখিব। তিনি আসিয়া দস্যুদিগকে ধৃত করিয়া আপনার স্বামীকে তাহাদিগের হস্ত হইতে মুক্ত করিবেন। দেওয়ানজি এই আশ্বাস বাক্য দ্বারায় কুমুদিনীকে সান্ত্বনা করিয়া পরদিন প্রাতেঃ আমায় পত্র লিখিয়াছিলেন। আমি সেই শোচনীয় ঘটনার বিষয়, পত্র পাঠে সমস্ত অবগত হইয়া দেওয়ানজিকে পত্র লিখিয়াছি যে আমি শীঘ্র সুবর্ণ গ্রামে যাইতেছি। আপনি কুমুদিনীকে বিশেষ যত্নের সহিত রাখিবেন। তাহার যেন কোন রূপ কষ্ট না হয়। মা ভগবতি। এক্ষণে আমি সমস্ত বিষয় আপনাকে আনুপূর্ব্বিক বলিলাম। এক্ষণে বলুন দেখি কি রূপে সেই দস্যুদিগকে ধৃত করি এবং কোথায় অনুসন্ধান করিলে কুমুদিনীর স্বামীকে পাইতে পারি। আর একটি কথা কুমুদিনী যে, কে ? তাহা আমি অবগত নহি। অতএব আপনি অনুগ্রহ করিয়া যদি এই সকল বিষয় আমাকে বলিয়াদেন তাহা হইলে আমি অনতিবিলম্বে কুমুদিনীকে সেই দুঃসহ মনঃপীড়া হইতে মুক্ত করিতে পারি।

সুরেন্দ্রনাথের এই কথা বলা শেষ হইতে না হইতে ভৈরবী এক দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন বৎস। ক্ষান্ত হও, ক্ষান্ত হও, আর আমায় কিছুই বলিও না। আমি সমুদায় অবগত আছি। হাঃ বৎসে কুমুদিনি। তোমার অদৃষ্টে এই ছিল। এই বলিয়া ভৈরবী কাঁদিতে লাগিলেন। সুরেন্দ্রনাথ তাঁহাকে রোদন করিতে দেখিয়া মনে মনে ভাবিলেন, আমি কুমুদিনীর কথা ইঁহার নিকট উত্থাপন করিয়া কি অন্যায় কার্য্যই করিলাম। বোধ করি কুমুদিনী ইঁহার কন্যা হইবেন। তিনি ইহা ভাবিয়া ভৈরবীকে সান্ত্বনা বাক্যে বলিলেন, মা। আপনি রোদন সম্বরণ করুন। কুমুদিনীর নিমিত্ত কাঁদিতেছেন কেন ? তিনি তো সুবর্ণ গ্রামে অবস্থিতি করিতেছেন। যদি অনুমতি করেন তবে আমি তাঁহাকে এখনি আপনার নিকট আনয়ন করি। ভৈরবী সুরেন্দ্রনাথের

এই কথা শুনিয়া ক্ষণেক গম্ভীরভাবে থাকিলেন এবং পুনরায় একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, না বৎস। কুমুদিনীকে এখানে আনিতে হইবে না। দেখ, আমি জন্মাবধি একাকিনী এই বন মধ্যে অবস্থিতি করিতেছি। প্রায় লোকালয়ে গমন করি না। কিন্তু কি পাপে যে, মা-ছিন্নমস্তা আমায় সাংসারিক ব্যক্তির ন্যায় মায়া জালে আবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা বলিতে পারি না। কুমুদিনী আমার কেহই নয়, কিন্তু তাহার সেই রূপমাধুরী মনে হইলে হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। বৎস। যখন তুমি কুমুদিনীর কথা উত্থাপন করিলে তখন আমি কুমুদিনীর বিষয় আদ্যোপান্ত বলিতেছি শ্রবণ কর প্রায় দ্বাবিংশতি বৎসর অতীত হইল এক দিন অপরাহ্ণ সময়ে আমি জাহ্নবী কূলে ভ্রমণ করিতেছিলাম দৈবাৎ তাঁহার বক্ষোপরি দৃষ্টিপাত হওয়াতে দেখিলাম তরঙ্গমধ্যে একটী শিশু এক বার জল মগ্ন হইতেছে আবার হস্ত উত্তোলন করিতেছে। তাহা দেখিয়া আমি স্থির থাকিতে পারিলাম না সুতরাং কূল হইতে অতিশয় বেগে ভাগীরথীর বক্ষে পতিত হইলাম। এবং সন্তরণদ্বারা সেই শিশুটিকে জল হইতে উত্তোলন করিয়া স্কন্ধোপরি, দক্ষিণ হস্ত সহায়ে রক্ষিত করিয়া কূলে প্রত্যাগমন করিলাম। তখন প্রায় সন্ধ্যা. শিশুর গাত্র স্পর্শ করিয়া দেখি সর্ব্বাঙ্গ শীতল, অধিকন্ত সংজ্ঞা শূন্য, ভাবিলাম, তাহার দেহ হইতে প্রাণ বায়ু বহির্গত হইয়াছে। নাসারন্ধ্রে হস্ত প্রদান করিয়া দেখিলাম, অনুভব হইল যেন অল্প অল্প নিশ্বাস বহিতেছে। সুতরাং আর আমি সেস্থানে কালবিলম্ব না করিয়া দ্রুতগতিতে কুটীরে আগমন করিলাম এবং অগ্নি কুণ্ডের নিকট তাহাকে লইয়া যাইয়া দেখি, শিশুটি সপ্তম কিম্বা অষ্টম মাসের কুমারী, চক্ষুদ্বয় মুদ্রিত, ওষ্ঠ অল্প অল্প কম্পিত হইতেছে। সহসা দেখিলে বোধ হয় যেন বিকসিত কমল, বৃন্তভ্রষ্ট এবং আতপতাপে দগ্ধ প্রায় হইয়া পতিত রহিয়াছে। বাছার সেই অবস্থা দেখিয়া হৃদয় কাঁদিয়া উঠিল। আমি তৎক্ষণাৎ তাহাকে মৃগচর্ম্মোপরি শোয়াইয়া অগ্নির উত্তাপ দিতে

লাগিলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে কন্যাটী চক্ষু উন্মীলন করিয়া কাঁদিয়া উঠিল তখন আমি তাহার মুখে অল্প অল্প দুগ্ধ প্রদান করিতে লাগিলাম। ক্রমে তার জঠরানল নিবারণ হইলে, তথায় শয়ন করিয়া অল্প অল্প হস্তপদ নাড়িয়া খেলা করিতে করিতে আমার মুখের দিকে তাকাইয়া যেন মৃদু মন্দ হাসিতে লাগিল। আমি যেন, সেই মধুর হাস্য নিরীক্ষণ করিয়া জীবনের সার্থকতা লাভ করিলাম। এবং বার বার তাহার মুখ চুম্বন করিয়া মৃগচর্ম্ম হইতে তুলিয়া অঙ্কে শোয়াইয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম এ কন্যা কাহার? এবং কি রূপেই বা জলমগ্ন হইয়াছিল? অদ্য ইহার পিতা মাতা এই অমূল্য নিধি হারাইয়া না জানি কতই অশ্রুনীরে ভাসিতেছে!! হা ভগবান! তোমার লীলা বোঝা ভার! এই সকল ভাবিতেছি এমন সময় কন্যাটী নিদ্রিত হইল। আমি তাহাকে পুন রায় মৃগ চর্ম্মোপরি শয়ন করাইয়া দেবীর মন্দিরাভিমুখে গমন করিলাম। তথায় নিত্যকার্য্য সমাধা করিয়া কটীরে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক কন্যাটির পার্শ্বে শয়ন করিয়া নিদ্রিত হইলাম। ক্ষণেক পর, স্বপ্নে দেখিলাম, যেন মা ছিন্নমস্তা, আমার সম্মুখে আসিয়া বলিলেন, দেখ বৎসে! তোমার এই ক্রোড়স্থ কুমারীটি ভদ্র কুলোদ্ভবা, ইহার পিতা মাতা সাগর তীর্থে গমন করিয়াছিলেন। দৈব কর্তৃক কন্যাটি নৌকা হইতে জাহ্নবী জলে পতিত হয়। আমি উহাকে রক্ষা করিয়া তোমার হস্তে অর্পণ করিয়াছি। তুমি ইহাকে আপন কন্যার মত প্রতিপালন করিবে। এই বলিয়া তিনি এক পরম সুন্দর বালককে আমার সম্মুখে আনয়ন করিয়া বলিলেন, দেখ, ঐ কন্যার যখন ত্রয়োদশ বৎসর বয়ঃক্রম হইবে তখন এই বালক তোমার নিকটে আসিবে, তুমি এই বালকের সহিত ইহার বিবাহ দিবে। আমি তাঁহার এই আবেদন শুনিয়া করপুটে জিজ্ঞাসা করিলাম মা! ঐ বালক কে? তিনি বলিলেন উহা কেহই নয় কেবল ব্যক্তি নির্দ্দেশ করিবার নিমিত্ত এই মূর্ত্তি তোমায় দেখাইয়া রাখিলাম। তিনি এই কয়েকটি কথা বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন।

এবং সেই সঙ্গে আমার নিদ্রাও প্রস্থান করিল। মনের উদ্বেগ, দ্বিগুণতর রূপে প্রবল হইল। এবং এই কন্যা ও সেই বালক যে কে, তাহা বিশেষরূপে জানিবার নিমিত্ত জ্যোতিষ গণনা আরম্ভ করিয়া তদ্দ্বারায় সমস্ত অবগত হইলাম। এবং দেবীর প্রত্যাদেশ মত কন্যাকে প্রতি পালন করিতে লাগিলাম। আমি প্রত্যহ প্রত্যূষে পুষ্প চয়নে গমন করিতাম। আর সেই সময় কন্যাটি একাকিনী গৃহে থাকিত বলিয়া ক্রীড়ার নিমিত্ত সরোবর হইতে কতগুলিন প্রস্ফুটিত কুমুদ তাহার সম্মুখে রাখিয়া গমন করিতাম। সে তাহা লইয়া পরমানন্দে ক্রীড়া করিত। যে দিন কুমুদ অভাবে অন্য পুষ্প দিয়া যাইতাম, সে তাহা স্পর্শ না করিয়া প্রাঙ্গন কিম্বা তরুমূল হইতে মৃত্তিকা খনন পূর্ব্বক ক্রীড়া করিত। এবং আমাকে কুটীরে আসিতে দেখিয়া হাস্য বদনে ধূলা লইয়া বারম্বার মস্তকে প্রদান করিত। আমি তাহা দেখিয়া তাহাকে সাদরে ক্রোড়ে লইয়া ভাবিতাম, বাছা আমার কুমুদ ভক্ত, অন্য পুষ্প ভাল বাসে না। সেই নিমিত্ত কন্যার নাম কুমুদিনী রাখিলাম। এই রূপে কুমুদিনী আমার নিকট থাকিয়া দিনদিন শশিকলা সদৃশ পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। এবং আমায় মা। সম্বোধনে মায়া-জালে-আবদ্ধ করিল।

ক্রমে যখন কুমুদিনী দ্বাদশ বর্ষ অতিক্রম করিয়া ত্রয়োদশ বর্ষে পদার্পণ করিল। তখন তাহার সেই অনুপম রূপ রাশিতে যৌবন আশ্রয় করায় এই বনস্থলি এক অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছিল। সহসা তাহাকে কানন মধ্যে দেখিলে বোধ হইত যেন রতি দেবী মন্মথকে হরকোপানলে ধ্বংস হইতে দেখিয়া মনের দুঃখে তপস্বিনী বেশ ধারণ পূর্ব্বক বন চারিণী হইয়াছেন। আহা! তাহার সেই পূর্ণ শশধর-সদৃশ-মুখমণ্ডল এবং আলুলায়িত কৃষ্ণ-বর্ণ-কক্ষ-কেশ গুলিন, যেন এখনও আমার নেত্র পথে পতিত রহিয়াছে। এক দিন কুমুদিনী, ঐ-মাধবী লতা-মূলে, জল সিঞ্চন করিতেছিল এমন সময় অকস্মাৎ একটি মৃগ শাবক তথায় উপস্থিত হইল। কুমুদিনী তাহা দেখিয়া দ্রুতবেগে

আমার নিকট আসিয়া বলিল মা! দেখ, দেখ, একটি হরিণ শাবক আমাদের প্রাঙ্গনে আসিয়াছে। আমায় ঐটি ধরিয়া দাও-না। আমি কুটীর হইতে বহির্গত হইয়া দেখিলাম শাবকটি প্রাঙ্গনে দাঁড়াইয়া চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিতেছে। আমায় দেখিবা মাত্র বেগে প্রস্থান করিল। কুমুদিনী তাহাকে পলাইতে দেখিয়া সজল-নয়নে আমায় বলিল মা। আমায় হরিণটি ধরিয়া দাও। আমি তাহাকে সান্ত্বনা বাক্যে বলিলাম মা। ও বনের হরিণ, আমি কি করিয়া ধরিব। যদি তুমি একান্ত একটি হরিণ শাবক পুষিবার ইচ্ছাকর তবে অপেক্ষা কর অতি অল্প দিনের মধ্যে এখানে এক ব্যক্তি আসিবেন, আমি তাঁহাকে বলিয়া তোমার মনোভিলাষ পূর্ণ করিব। কুমুদিনী বলিল মা। তুমি আমায় সে দিন বলিয়াছিলে যে কাল কেতুর ভয়ে এ বনে কেহ আসিতে পারে না, তবে তিনি এখানে কি রূপে আসিবেন। এবং সে ব্যক্তিই বা কে? আমি বলিলাম বৎসে। তাঁহার নাম ললিতমোহন; তিনি বিলাস পুরের জমিদার, জাতিতে কায়স্থ, মা-ছিন্নমস্তা, তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষের প্রতিষ্ঠিত দেবী প্রায় দুই শত বৎসর অতীত হইল মা তাঁহাদিগকে প্রত্যাদেশ করিয়াছিলেন যে, যে কেহ বিলাস পুরের জমিদারীর উত্তরাধিকারি হইবেন, তিনি চতুর্দ্দশ বৎসরান্তে অমানিশাতে এই বনে আসিয়া আমার পূজা করিবেন। এতদ্ভিন্ন অন্য সময়ে আর কেহ এ স্থানে আগমন না করে। যদি কেহ আইসে তবে তাহার জীবন সংশয় হইবে। শুনিতে পাই, সেই অবধি কাল কেতু এই বন-রক্ষক হইয়াছে। এই সকল কথা জন-সমাজে প্রচার হওয়াতে আর কেহ এ অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করে না। কেবল নিয়মিত সময়ে বিলাস পুরের জমিদার আসিয়া মার পূজা করিয়া যান্। সেই সময় ও সমাগতপ্রায়; কুমুদিনী ইহা শুনিয়া আনন্দ মনে কুটীর মধ্যে প্রবেশ করিল। আমি পূর্ব্বেও এইরূপে সময়ে সময়ে কুমুদিনীর নিকট সাংসারিক ব্যক্তিদিগের আচার ও ব্যবহারের গল্প করিতাম। কুমুদিনী

তাহা এক মনে আমার নিকট বসিয়া শ্রবণ করিত। যে সকল বিষয় বুঝিতে পারিত না, তাহা বারম্বার জিজ্ঞাসা করিত। এই রূপে কুমুদিনী আমার নিকট সাংসারিক ব্যক্তিদিগের আচার ও ব্যবহার অবগত হইত। সুতরাং ললিতমোহন আসিবেন, তিনি কি রূপ ব্যক্তি? তাঁহার সহিত কি প্রকারে বাক্যালাপ করিব? এই সকল জিজ্ঞাসা করিবার নিমিত্ত কুমুদিনী পুনর্বায় কুটীর হইতে আমার নিকট আসিয়া দাঁড়াইল। এমন সময় সেই হরিণ শাবকটিও লাফাইতে লাফাইতে আবার প্রাঙ্গনে আসিয়া উপস্থিত হইল। কুমুদিনী তাহা দেখিয়া আনন্দে করতালি দিবা মাত্র মৃগ শাবকটি তথা হইতে দ্রুতবেগে প্রস্থান করিল।

আমি এই ব্যাপার দৃষ্টে আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। ভাবিলাম শাবকটি কাহার, গৃহ পালিত হইবে নচেৎ বারম্বার আশ্রমাভিমুখে আসিবে কেন। মনে মনে এই স্থির করিয়া কুমুদিনীর হস্ত ধারণ পূর্ব্বক আশ্রম হইতে বহির্গত হইলাম। কিয়দ্দূর গমন করিয়া দেখি, অনতিদূরে একজন মনুষ্য আসিতেছে। সেই মৃগ শাবকটিও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছে। কুমুদিনী আগন্তুক ব্যক্তিকে দেখিয়া ভয়ে আমায় অগ্রসর হইতে নিষেধ করিল। আমি বলিলাম ভয় কি মা! ও কিছুই নয়; ও এক জন মনুষ্য আসিতেছে। ক্রমে সেই ব্যক্তি আমাদের নিকট আসিয়া আমায় ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলে আমি তাঁহাকে প্রথমে চিনিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম তুমি কে? তিনি কৃতাঞ্জলিপুটে দাঁড়াইয়া বলিলেন মা! আমি আপনার কিঙ্কর ললিতমোহন; আমি ইহা শুনিয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলাম বৎস! বহুকাল পরে সাক্ষাৎ, সেই নিমিত্ত চিনিতে পারি নাই। এক্ষণে সমস্ত কুশল, তিনি বলিলেন আজ্ঞা হাঁ আপনার আশীর্ব্বাদে সমস্ত মঙ্গল, আমি কোন বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে নিয়মিত কালের পূর্ব্বে আপনার শ্রীচরণ দর্শন করিতে এ স্থলে আগমন করিয়াছি। অতএব

সে কারণ এ দাসের অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন। আমি তাঁহাকে অভয় দান করিয়া বলিলাম বৎস। তোমার কোন ভয় নাই, তুমি আমার কুটী-রাভিমুখে গমন কর। আমি এখনি দেবীর মন্দির হইতে প্রত্যাগমন করিতেছি। এই বলিয়া আমি কুমুদিনীকে সমভিব্যাহারে লইয়া মন্দিরে গমন করিলাম। পথে যাইতে যাইতে আমার দক্ষিণ অঙ্গ নৃত্য করিতে লাগিল। হঠাৎ এই অমঙ্গল চিহ্ন দৃষ্টে, মন অতিশয় ব্যাকুল হইল। পরে দেবীর মন্দিরে যাইয়া মার স্তব করিলাম। এবং ললিতমোহনের এ স্থলে নিয়মিত কালের পূর্ব্বে আগমন হেতু স্বস্ত্যয়ন করিয়া কুটীরে আগমন করিতেছি, এমন সময় কুমুদিনী বলিল মা। আমার বাম চক্ষু নৃত্য করিতেছে কেন? আমি তাহার এই কথা শুনিয়া ভাবিলাম যে এত দিনের পর বুঝি, কুমুদিনীকে হারাইলাম। এই ভাবিয়া, দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলাম, ভয় নাই বৎসে। উহা মঙ্গল চিহ্ন, চল আমরা শীঘ্র কুটীরে গমন করি। তথায় ললিতমোহন একা অবস্থিতি করিতেছেন। এই সকল কথা বলিতে বলিতে আমরা কুটীরে আগমন করিয়া দেখি, ললিতমোহন ঐ মাধবীলতা-মূলে কপোলে কর-বিন্যাস পূর্ব্বক বসিয়া আছেন। মৃগ শাবকটি ঐ লতামণ্ডপে শয়ন করিয়া রহি-য়াছে। আমি তাহার ঈদৃশ ভাব দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। ললিতমোহনের শরীর—স্পন্দ রহিত, চক্ষুর্দ্বয় মুদ্রিত, হঠাৎ দেখিলে চিত্রার্পিতের ন্যায় বোধ হয়। তাঁহার এ রূপ অবস্থা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম বৎস ললিতমোহন। তুমি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া কি ভাবিতেছ? আমার এই কথা তাঁহার কর্ণ কুহরে প্রবেশ করিবা মাত্র, তিনি স-সম্ভ্রমে দণ্ডায়মান হইয়া করযোড়ে বলিলেন মা। আমি বৃদ্ধ হইয়াছি আর কয় দিনই বা বাঁচিব, পুত্রমুখাবলোকন সুখে বঞ্চিত, আমার পক্ষে সংসার অসার ও অন্ধকারময় দৃষ্ট হইতেছে। ঐশ্বর্য্য সকল বিষময় বোধ হইতেছে। প্রায় দুই মাস গত হইল, একদা গভীর যামিনীতে স্বপ্ন দেখিলাম, কে যেন আমায় বলিলেন, তুমি অপত্য মুখাবলোকনে

বঞ্চিত হইয়াছ বলিয়া, দুঃখিত হইও না। দৈবক্রমে যে ব্যক্তিকে পাইবে, তাহাকে দেবদত্ত পুত্র রূপে গ্রহণ করিয়া পূর্ব্ব পুরুষদিগের নাম রক্ষা করিবে। আমি সেই স্বপ্ন প্রত্যাদেশ জ্ঞান করিয়া পর দিন গুরুদেবের নিকট গমন করিয়াছিলাম। তথা হইতে নৌকারোহণে বাটী প্রত্যাগমন করিতেছি, হঠাৎ জাহ্নবী-কূলে নেত্রপাত হওয়াতে দেখিতে পাইলাম একটী পঞ্চদশ বর্ষীয় বালক তথায় মৃতের ন্যায় পতিত রহিয়াছে। শৃগাল কুক্কুরেরা তাহার চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে কিন্তু কেহ তাহাকে স্পর্শ করিতেছে না। আমি ইহা দেখিয়া মাজিকে তথায় নৌকা লাগাইতে আদেশ করিলাম। সকলে তীরে অবতীর্ণ হইয়া দেখি, বালক সংজ্ঞা শূন্য, ঘন ঘন নিশ্বাস বহিতেছে। মাজি কহিল, মহাশয়! এ ছেলেটী জলমগ্ন হইয়াছিল। এখনও বাচিবার আশা আছে। চলুন আমরা ইহাকে নৌকায় লইয়া যাই। এই বলিয়া তাহারা বালকটিকে নৌকায় আনয়ন করিয়া অনেক যত্নে চৈতন্য করাইল। আমি তাহা দেখিয়া পরমাহ্লাদিত হইলাম এবং বালককে উত্তম পরিচ্ছদ পরাইয়া নিকটে আনিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম বাবা! তুমি কিরূপে জলমগ্ন হইয়াছিলে? তোমার বাটী কোথায়? এবং তোমার পিতার নাম কি? বালক আমার এই কথা শুনিয়া নিরন্তর রোদন করিতে লাগিল। আমি তাহাকে রোদনের কারণ জিজ্ঞাসা করায়, সে বলিল মহাশয়! আমার পূর্ব্বের কথা জিজ্ঞাসা করিবেন না। আমি যখন পুনর্জীবিত হইয়াছি তখন আমার নিবাস এই জাহ্নবী তীরে এবং আপনি আমার জীবন দাতা পিতা, আমি তাহার সেই সুমধুর বাক্য শ্রবণে আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলাম না। এবং তৎকালে স্বপ্ন বিবরণ স্মরণ হওয়াতে, বালককে বলিলাম বাবা! তুমি আমার পুত্র, আমি তোমাকে রজনীকান্ত বলিয়া ডাকিব, সেই দিন হইতে আমি বালককে দেবদত্ত ভাবিয়া বাটীতে আনয়ন করিয়াছি। আমার গৃহিণী তাহাকে পুত্র অপেক্ষা স্নেহ ও যত্ন করেন। ইতোমধ্যে

এক দিন গুরুদেব আমার বাটীতে আসিযা রজনীকান্তের সহিত বাক্যালাপে পরম পুলকিত হইযা আমায বলিলেন, বৎস! এই বালকটিকে তুমি দৈবযোগে প্রাপ্ত হইযাছ, এটী রূপে ও গুণে সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ, এক্ষণে তোমাব স্বপ্ন বিবরণ আমাব স্মরণ হইল। অতএব তুমি ইহাকে দেব দত্ত-পুত্র রূপে গ্রহণ কবিতে পাব।

আমি বলিলাম গুরো! আমার স্বপ্ন বিবরণ সমস্তই স্মরণ আছে। কিন্তু আপনাদের অনুমতি অপেক্ষায় এ পর্য্যন্ত বালককে পুত্র বলিয়া সমাজ মধ্যে বরণ কবিতে পারি নাই। এক্ষণে আপনি যেরূপ অনুমতি করিবেন তাহাই করিব। তিনি বলিলেন ইহাব মধ্যে আর একটী কথা আছে, অগ্রে বালকটীব পরিচয জানা বিশেষ আবশ্যক করে।

তুমি এখনকার একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, কেবল আমার কথায এ কার্য্য করা যুক্তি যুক্ত নহে। অতএব তুমি শীঘ্র মা ভবানী দেবীর নিকট যাইয়া এ সকল বিষয ব্যক্ত কব। তিনি সর্ব্বজ্ঞ তিনি থাকিয়া এ কার্য্য সমাধা করিলে আর কাহারও কোন সন্দেহ বা আপত্তি থাকিবে না। আমি গুরুদেবের এই কথা শুনিয়া আপনাব নিকট নিযমিত কালেব পূর্ব্বেই আগমন কবিয়াছি। এক্ষণে আপনার যে রূপ অনুমতি হয় তাহাই করিব। মা! আপনি সর্ব্বজ্ঞা, অনুগ্রহ করিয়া সেই বালকের জাতি ও কুলের পরিচয দিযা আমাব কৌতূহল নিবারণ করুন। সেই বালক বয়স্ক হইলেও, জানি না কি জন্য নিজ পরিচয় দানে অসক্ত; তাঁহাব কথা শুনিয়া বলিলাম, বৎস! বালককে, কি সঙ্গে করিয়া আনিয়াছ? তিনি বলিলেন আজ্ঞা হাঁ। আমি তাঁহাকে সমভিব্যাহারে আনিয়াছি। এক্ষণে সে নৌকায় অবস্থিতি করিতেছে। আমি আহ্লাদিত হইয়া বলিলাম বালককে—আনিযা উত্তম কার্য্য করিয়াছ। তুমি কল্য প্রাতেঃ তাহাকে আমার কুটীরে আনয়ন করিও। আমি তাহাকে দেখিয়া, সমস্ত বিষয তোমাকে আনুপূর্ব্বিক বলিব। ললিতমোহন ইহা শুনিয়া পরমাহ্লাদিত হইলেন এবং অপরাপর কথোপকথনের

পর হঠাৎ কুমুদিনীকে সম্মুখে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন মা। এই অনুপম রূপ-লাবণ্যময়ী কুমারীটি কে? আমি তাঁহার কথা শুনিয়া পশ্চাতে মুখ ফিরাইয়া দেখিলাম কুমুদিনী সেই মৃগ শাবকটিকে ক্রোড়ে লইয়া, ঐ লতামণ্ডপে বসিয়া আছে এবং এক একটি কুশাঙ্কুর উৎপাটন করিয়া তাহার মুখে প্রদান করিতেছে। আমি এই অবকাশে ললিতমোহনকে সংক্ষেপে পরিচয় দিলাম। তিনি তাহা শুনিয়া আশ্চর্য্যন্বিত হইলেন এবং হাসিতে হাসিতে কুমুদিনীর নিকট আসিয়া বলিলেন, মা। এই কুরঙ্গটি লইবে? কুমুদিনী তাহার কথায় লজ্জিত হইয়া মুখ অবনত করিল। আর কোন কথা কহিল না। ললিতমোহন বলিলেন তুমি হরিণ শাবকের জন্য ব্যাকুল হইয়াছিলে, আচ্ছা। আমি কুরঙ্গটি তোমায় অর্পণ করিলাম। এই বলিয়া তিনি প্রফুল্ল বদনে আমার নিকট বিদায় লইয়া নৌকায় গমন করিলেন। পর দিন প্রত্যূষে আমি যখন পুষ্পচয়নে গমন করি, কুমুদিনীকে বলিয়া যাইলাম, দেখ মা, যদি আমার আসিবার পূর্ব্বে ললিতমোহন আগমন করেন, তবে তাঁহাকে যথোচিত সম্ভাষণ করিয়া বসিবার আসন প্রদান করিবে এবং কহিবে আমি শীঘ্র পুষ্পচয়ন করিয়া প্রত্যাগমন করিতেছি, এই বলিয়া কুটীর হইতে বহির্গত হইলাম। পথে যাইতে যাইতে ভাবিলাম, ললিতমোহন সেই বালককে আমার নিকটে আনিলে, আমি কুমুদিনীর নিকট বালককে রাখিয়া ললিতমোহনকে দেবীর মন্দিরে লইয়া যাইয়া তাহার পরিচয় দিব। মনে মনে এই স্থির করিয়া নিত্য কার্য্য সমাধানান্তে প্রত্যাগমন করিয়া দেখি, ললিতমোহন সেই পরম সুন্দর বালকের হস্ত ধারণ পূর্ব্বক প্রাঙ্গনে পদচালনা করিতেছেন। কুটীর সম্মুখে দুইখানি মৃগ চর্ম্ম বিস্তৃত আছে এবং কুমুদিনী কুরঙ্গ শাবকটীকে ক্রোড়ে লইয়া লতামণ্ডপের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতেছে। আমি সেই বালকের বদন মণ্ডল দেখিয়া ভাবিলাম, এত দিনের পর বুঝি দেবীর প্রত্যাদেশ সত্য হইল। এই ভাবিয়া বালকের মুখের প্রতি এক দৃষ্টে চাহিয়া পুত্তলিকা-

বং প্রাঙ্গনে দাঁড়াইয়া রহিলাম। মুখে বাক্য রহিত, এমন সময় ললিতমোহন আমার সম্মুখে আসিয়া বলিল মা। আপনার এরূপ ভাব দৃষ্টে আমি বড় ভীত হইয়াছি। কৃপা করিয়া অভয় প্রদান করুন। আমি দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলাম, বৎস ললিতমোহন। উতলা হইও না। কোন ভয় নাই। পরে কুমুদিনীকে ডাকিয়া তাহার হস্তে পুষ্পপাত্র অর্পণ করিয়া বলিলাম বৎসে কুমুদিনি। তুমি ও রজনীকান্ত এইখানে অবস্থিতি কর, আমরা মাযমন্দির হইতে শীঘ্র প্রত্যাগমন করিতেছি। এই বলিয়া আমি ললিতমোহনকে সঙ্গে লইয়া দেবীর মন্দিরে গমন করিলাম। তথায় যাইয়া মার সমক্ষে ললিত-মোহনকে কুমুদিনীর ও রজনীকান্তের পরিচয় প্রদান করিলাম এবং বলিলাম দেখ বৎস। এই সকল কথা এক্ষণে কাহারও নিকট প্রকাশ করিও না, কালক্রমে একে একে সমস্তই প্রকাশ হইবে। ললিতমোহন আমার নিকট এই অদ্ভুত ব্যাপার শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। আর বলিলেন মা! অদ্য আমার সুপ্রভাত, আমি যে এরূপ আশাতীত ফল লাভ করিব, তাহা স্বপ্নেও ভাবি নাই।

আজ আমি আপনার এবং মা ছিন্নমস্তার আশীর্ব্বাদে অমূল্য রত্ন-যুগল প্রাপ্ত হইলাম। এক্ষণে অনুমতি করুন এ শুভকার্য্য কবে এবং কি রূপে সমাধা হইবে। আমি বলিলাম চল এক্ষণ আমরা কুটীরে গমন করি। পরে অদ্য শুভক্ষণে মার সমক্ষে আমি কুমুদিনীকে রজনী-কান্তের হস্তে অর্পণ করিব। দেবীর পূজাদিকালও সমাগত, অতএব তুমি এই অমানিশিতে মার নিয়মিত পূজা করিয়া রজনীকান্ত এবং কুমুদিনীকে লইয়া স্বদেশে গমন করিও। আমিও তোমাদের সঙ্গে বিলাস-পুরে যাইয়া যথা নিয়মে শুভকার্য্য সম্পাদন করিয়া আসিব। আমরা এই যুক্তি স্থির করিয়া কুটীরে প্রত্যাগমন করিয়া দেখি কুমুদিনী ও রজনী-কান্ত উভয়ে প্রাঙ্গনে বসিয়া প্রফুল্ল বদনে কথপোকথন করিতেছে। হঠাৎ আমাদিগকে দেখিয়া তাহারা যেন কিছু লজ্জিত হইল। আমি তাহা

দেখিয়া স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম যে, তাহাদিগের সেই সরল হৃদয় ক্ষেত্রে প্রেমবীজ অঙ্কুরিত দেখিযাছে। ইহা দেখিয়া আমি পরমাহ্লাদিত হইলাম। এবং সেই দিবস গোধূলি লগ্নে মা ছিন্ন মস্তার মন্দিরে রজনী কান্তের হস্তে কুমুদিনীকে অর্পণ করিয়া বলিলাম, মা কুমুদিনি। এই রজনীকান্ত অদ্য হইতে তোমার পূজনীয় ভর্ত্তা হইলেন। তুমি অদ্য হইতে ইঁহার সঙ্গে সহধর্ম্মিণীর কার্য্য নির্ব্বাহ কর। এই বলিয়া নব-দম্পতীকে কুটীরে লইয়া গেলাম। পর দিবস ললিতমোহন অমানিশাতে মার নিয়মিত পূজা সমাধা করিলেন। পরে আমরা তাহাদিগকে লইয়া বিলাসপুরে গমনপূর্ব্বক সামাজিক ব্যবহারমত শুভকার্য্যাদি সম্পন্ন করিয়া আমি স্বস্থানে প্রত্যাগমন করিলাম।

বৎস সুরেন্দ্রনাথ। কুমুদিনীর বিষয় আর অধিক কি বলিব, তাহার সেই হাস্য বদন, কুরঙ্গ নয়ন; কাম ধনু সদৃশ ভ্রুদ্বয; আলুলাঁয়িত কেশ; মুক্তাপাঁতি সদৃশ দন্ত, মৃণাল সদৃশ ভুজ যুগল; ক্ষীণ কোটী, এবং গজেন্দ্র গমন, আমার এখন ও নয়ন পথে পতিত রহিয়াছে। আমি সেই অঞ্চলের নিধিকে যে অবধি বিলাস পুরে রাখিয়া আসিয়াছি সে অবধি আমি এক মুহূর্ত্তের নিমিত্তও সুখি নহি। বৎস আত্মীয় বন্ধুর নিকট দুঃখের কথা ব্যক্ত করিলে মনের ক্লেশ অনেক লাঘব হয়। আমি সেই নিমিত্ত কুমুদিনীর বিষয় তোমার নিকট আনুপূর্ব্বিক ব্যক্ত করিলাম। এক্ষণে তুমি ত্বরায় সুবর্ণ গ্রামে গমন কর। তোমার যাইবার বিলম্ব হইলে অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা।

সুরেন্দ্র। যে আজ্ঞা! আমি এখনি চলিলাম।

ভৈরবী। চল আমিও তোমার সহিত জাহ্নবীকূলপর্য্যন্ত যাইতেছি, এই বলিয়া তাঁহারা উভয়ে তথা হইতে ধীরে ধীরে গমন করিতে লাগিলেন।

সুরেন্দ্রনাথ কিয়দ্দূর আসিয়া বলিলেন, মা। যদি অপরাধ ক্ষমা করেন, তবে আপনাকে আর একটি কথা জিজ্ঞাসা করি।

ভৈরবী। বৎস। কি বলিতে ইচ্ছা বল।

সুরেন্দ্র। কুমুদিনী কিরূপে দস্যুদিগের হস্তে পতিত হইয়াছিলেন।

ভৈরবী। বৎস। তবে শ্রবণ কর। কুমুদিনী শ্বশ্রূ-আলয়ে কিছু কাল থাকিয়া, আমার নিমিত্ত অতিশয় কাতর হইয়া ছিলেন। ক্রমে দাম্পত্য প্রণয়ে আবদ্ধ হওয়ায় এবং সাংসারিক কার্য্যে নিযুক্ত থাকায় আমায় এক প্রকার বিস্মৃত হইয়াছিলেন। তাহাতে আমি কুমুদিনীর প্রতি দোষারোপ করিতে পারি না। কারণ স্ত্রী জাতি বাল্যে পিতা মাতার, যৌবনে স্বামীর, প্রৌঢ়ায় এবং বার্দ্ধক্যে পুত্রের বশবর্ত্তিনী হইয়া জীবন যাত্রা অতি বাহিত করেন। বৎস। কালধর্ম্ম দেখ, যাহাকে ক্ষণেক না দেখিলে ব্যাকুল হইতে হয়, কার্য্য গতিকে তাহার দীর্ঘকাল অদর্শন হইলে, মনের ব্যাকুলতা হ্রাস হয়। অর্থাৎ দর্শন জনিত মায়া, বহুকাল অদর্শনে ক্রমশঃ লাঘব হইয়া থাকে। সেই নিমিত্তই সংসারী ব্যক্তিরা আত্মীয় বন্ধুর বিচ্ছেদ, কালক্রমে বিস্মৃত হইয়া সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করেন। কুমুদিনীও সেই রূপে আমাকে এক প্রকার বিস্মৃত হইয়া পরমসুখে দিনপাত করিতেছিলেন। অল্প দিনের মধ্যে এক পুত্রবতী হইয়া সংসার আলোকিত করেন। ললিতমোহন পৌত্রের মুখাবলোকন করিয়া পরমানন্দে দরিদ্রদিগকে অর্থ দান করেন এবং ব্রাহ্মণদিগকে লইয়া যথাবিধি যাগযজ্ঞ সমাধা করিয়া পৌত্রের নাম চন্দ্রনাথ রাখিলেন। পরে হঠাৎ তিনি রোগাক্রান্ত হইয়া মানবলীলা সম্বরণ করেন। এক দিন কুমুদিনী পুত্রকে কোলে লইয়া স্তনপান করাইতেছিল, কুমার মাতার অঙ্কে নিদ্রিত হইলে, কুমুদিনী সস্নেহ নয়নে অপত্য মুখ নিরীক্ষণ করিতে করিতে হঠাৎ আমার স্মরণ হওয়াতে একান্ত ব্যাকুল হইল। এবং তাহার বাল্যাবস্থা চিন্তা করিতে করিতে সেই কুরঙ্গ নয়ন জলে পরিপূর্ণ হইল। রজনীকান্ত ইতিমধ্যে গৃহ মধ্যে আসিয়া তাঁহার তাদৃশ ভাবের কারণ জিজ্ঞাসা করায় কুমুদিনী কাঁদিতে

কাঁদিতে বলিল, দেখ অনেক দিন আমি মাতাকে দর্শন করি নাই। তাঁহার নিমিত্ত আমার মন অতিশয় ব্যাকুল হইয়াছে। রজনীকান্ত বলিলেন কুমুদ তথায় আমাদের যাইতে বিশেষ আপত্তি আছে। বোধ হয় দেবীর আদেশ বাক্য তোমার স্মরণ থাকিতে পারে। অতএব কি রূপে নিয়ম বহির্ভূত কার্য্য করি। কুমুদিনী বলিল তাহা সত্য কিন্তু আমি মাতার নিকট যাইতেছি এ কারণ বোধ হয়, দেবী আমাদের কোন অপরাধ লইবেন না, আর কালকেতুও আমাদের প্রতি কোন অত্যাচার করিবেন না। আরো দেখ, মা আমার সর্ব্বজ্ঞা, তিনি গণনা দ্বারায় ভূত ভবিষ্যৎ সমস্তই জানিতে পারেন। আমি নিশ্চয়ই বলিতেছি তিনি প্রত্যহই আমাদিগের সংবাদ জ্যোতিষের দ্বারা অবগত হয়েন। যদি আমাদিগের তথায় যাওয়া হয়, তবে তিনি এই সংবাদ অগ্রেই জানিতে পারিয়া আমাদিগের আগমন প্রতীক্ষায় জাহ্নবী তীরে উপস্থিত থাকিবেন। সেই স্থানে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আমরা প্রত্যাগমন করিব। চন্দ্রনাথ প্রায় তিন চারি বৎসরের হইল, আমার বড় ইচ্ছা যে তুমি আমাদিগকে তথায় লইয়া যাও। দেখ আমি বড় দুঃখিনী, জন্মাবধি পিতা মাতা যে কে, তাহা জানিতে পারিলাম না। এই বলিতে বলিতে কুমুদিনীর চক্ষুর্জ্জলে বক্ষস্থল ভাসিয়া গেল। রজনীকান্ত সান্ত্বনা বাক্যে তাহাকে বলিল রোদন সম্বরণ কর। তুমি যে যুক্তি স্থির করিয়াছ আমি তাহাতেই সম্মত আছি। কল্য প্রাতেঃ নিশ্চয়ই তথায় যাত্রা করিব।

বৎস সুরেন্দ্রনাথ। অধিক আর কি বলিব সেই সকল কথা স্মরণ হইলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। কুমুদিনী রজনীকান্তকে যাহা বলিয়াছিলেন তাহা সত্য, বাস্তবিক আমি গণনাদ্বারা প্রত্যহ তাহাদিগের সংবাদ লইয়া থাকি এবং এই ঘটনাও জানিতে পারিয়া, পর দিন তাহাদের এখানে পৌঁছিবার কিছুপূর্ব্বেই আমি এবং কালকেতু ভাগীরথী তীরে উপস্থিত হইলাম। সুরেন্দ্রনাথ বলিলেন

মা। আপনি মধ্যে মধ্যে যে কালকেতুর নাম উল্লেখ করিতেছেন, তিনি কে।

ভৈরবী। বৎস। কালকেতু দেবীর বন রক্ষক এবং আমার নিতান্ত অনুগত, তাহার অসাধারণ ক্ষমতা, সে যে কত কাল এ বনে অবস্থিতি করিতেছে তাহা আমি জানি না। আমি গুরুদেবের নিকট শ্রুত আছি। কালকেতুর ভয়ে এ বনে কেহ আগমন করিতে পারে না। তাহার ভীষণ মূর্ত্তি লোকে দেখিবা মাত্র সংজ্ঞা শূন্য হয়। বৎস। বোধ হয় তোমার স্মরণ থাকিতে পারে, তুমি তাহাকেই দেখিয়া গত রাত্রে, সেরূপ অবস্থায় পতিত হইয়াছিলে। কালকেতু দিবা ভাগে যে, কোথায় অবস্থিতি করে তাহা জানি না। কিন্তু প্রত্যহ রাত্রে এই বন মধ্যে বিচরণ করে। আমি সেই নিমিত্ত তোমাকে এ স্থান হইতে শীঘ্র প্রস্থান করিতে অনুমতি করিয়াছিলাম।

সুরেন্দ্রনাথ এই কথা শুনিয়া চমৎকৃত হইলেন এবং কালকেতুর মূর্ত্তি অকস্মাৎ তাঁহার মনোমধ্যে উদিত হওয়ায়, হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল তিনি সে কথা আর কিছুই উত্থাপন না করিয়া বলিলেন, মা! তাহার পর আপনারা গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইয়া কি দেখিলেন, তাহা ব্যক্ত করিয়া আমার উদ্বিগ্ন দূর করুন।

ভৈরবী। তার পর আমি দেখিলাম রজনীকান্ত কতিপয় লোক সমভিব্যাহারে একখানি তরণী আরোহণে এইখানে আগমন করিতেছেন। এমন সময় দেখি এক দল দস্যু ভাগীরথীর মধ্যস্থলে তাহাদিগের নৌকা আক্রমণ করিল। আমি এই শোচনীয় ব্যাপার দৃষ্টে কাঁদিতে কাঁদিতে কালকেতুকে বলিলাম, বৎস কালকেতু! ত্বরায় তুমি ঐ দস্যুদিগকে বিনাশ করিয়া রজনীকান্তকে এই ঘোর বিপদ হইতে মুক্ত কর। সে তৎক্ষণাৎ বজ্রধ্বনির ন্যায় চীৎকার করিয়া জলে পতিত হইল এবং ক্ষণেক পর আমার নিকট আসিয়া বলিল, আমি দস্যুদিগকে জলমগ্ন করিয়াছি কিন্তু দুঃখের বিষয় আমার যাইবার পূর্ব্বে

কুমুদিনী ও তাহার পুত্রকে এক জন দস্যু লইয়া পলায়ন করিয়াছে। আমি অনেক অনুসন্ধান করিয়া দেখিলাম কিন্তু কোথাও তাহাদিগকে দেখিতে পাইলাম না। এই শোচনীয় সংবাদ শুনিয়া হৃদয় ব্যাকুল হইল এবং কাঁদিতে কাঁদিতে জিজ্ঞাসা করিলাম, কালকেতু! রজনীকান্ত কোথায়? সে বলিল তিনি একা নৌকায় অবস্থিতি করিতেছেন। আমি তাহাকে বলিলাম, শীঘ্র রজনীকান্তকে আমার নিকট লইয়া আইস। সে তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে আমার সম্মুখে লইয়া উপস্থিত করিল। আমি দেখিলাম রজনীকান্ত সংজ্ঞা শূন্য, অনেক কষ্টে তাঁহাকে সচৈতন্য করাইলাম এবং তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে দেবীর মন্দিরে লইয়া গিয়া গণনা দ্বারা অবগত হইলাম, কুমদিনী ও তাহার পুত্র তোমার কিঙ্কর সাহায্যে দস্যু হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছে। ইহা জানিয়া কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইলাম। পরে রজনীকান্তকে বলিলাম, বৎস। তোমার ভয় নাই, তুমি শান্ত হও। আর ক্রন্দন করিও না। গ্রহ বৈগুণ্য বশতঃ এরূপ দুর্ঘটনায় পতিত হইয়াছ। আবরার কালক্রমে তাহা হইতে মুক্তি লাভ করিয়া স্ত্রী ও পুত্রের মুখাবলোকন করিবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় রজনীকান্তকে আমি প্রবোধ বাক্যের দ্বারা কিছুতেই সান্ত্বনা করিতে পারিতেছি না। এক্ষণে তিনি ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া জীবন বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত, বৎস। অধিক আর কি বলিব, তুমি তাঁহারি ক্রন্দন শুনিয়া এ স্থলে আগমন করিয়াছিলে। এখন আমার এই অনুরোধ, তুমি শীঘ্র সুবর্ণগ্রামে যাইয়া কুমুদিনীকে রজনীকান্তের কুশল বার্ত্তা প্রদান কর এবং তাহাকে তথা হইতে তোমার বাটীতে লইয়া যাও। আর তোমার এ স্থানে আসিবার আবশ্যক নাই। আমি শীঘ্রই রজনীকান্তকে লইয়া তোমার বাটীতে গমন করিতেছি।

এই কথার পর ভৈরবী সুরেন্দ্রনাথকে বলিলেন, দেখ বৎস! আমরা জাহ্নবী-কূলে আগমন করিয়াছি। এক্ষণে তুমি নৌকায় গমন কর। সুরেন্দ্রনাথ তাঁহার এই কথা শুনিয়া সম্মুখে দৃষ্টিপাত করিয়া

দেখিলেন, সেই দুর্গম বন অতিক্রম করিয়া ভাগীরথীর তীরে আগমন করিয়াছেন। তটিনীর জল কুলুকুলু শব্দে বহিয়া যাইতেছে। রাত্রি আর অধিক নাই, নিশানাথ পশ্চিমাঞ্চলে ঢলিয়া পড়িয়াছেন এবং সেই বৃহৎ বিপিনের ছায়া ভাগীরথীর স্বচ্ছ সলিলে পতিত হওয়াতে তাঁহার এক অপূর্ব্ব শোভা সম্পন্ন হইয়াছে। অকস্মাৎ দেখিলে বোধ হয় যেন, পতিত-পাবনী গঙ্গা একখানি নীলাম্বর সাটী পরিধান করিয়া উষার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন। সুরেন্দ্রনাথ এই অনুপম শোভা দেখিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার মনে স্ফূর্ত্তি হইল না। কেন হইল না তাহা কে বলিতে পারে। তিনি কি ক্ষুৎপিপাসায় এবং পথশ্রমে ক্লান্ত হইয়াছিলেন? না, আমার বোধ হয় তাহা নহে। তিনি ভাবিতেছেন যে কতক্ষণে সুবর্ণ-গ্রামে যাইয়া কুমুদিনীকে তাঁহার স্বামীর কুশল বার্ত্তা প্রদান করিবেন। সেই কারণ সুরেন্দ্রনাথ অনন্যমনা হইয়া তথায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। ভৈরবী সুরেন্দ্রনাথকে তাদৃশ ভাবাপন্ন দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, বৎস। তুমি কি চিন্তা করিতেছ? সুরেন্দ্রনাথ মনোগত ভাব গোপন করিয়া বলি-লেন, আজ্ঞা না আমি কিছুই চিন্তা করিতেছি না। আপনি গমন করুন। এই বলিয়া তিনি ভৈরবীর পদধূলি গ্রহণ পূর্ব্বক বিদায় হই-লেন। কিয়দ্দূর যাইয়া অকস্মাৎ বোধ করিলেন, কে যেন তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছে। সুরেন্দ্রনাথ এই হেতু তথায় দণ্ডায়মান হইলেন। ক্ষণেক পরে দেখিলেন ভৈরবী দ্রুতবেগে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, দেখ বৎস। আমি তোমায় একটী কথা বলিতে বিস্মৃত হইয়াছিলাম, সেই নিমিত্ত তোমার নিকট পুনরাগমন করিলাম। সুরেন্দ্রনাথ সবিস্ময়ে, কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন, কি কথা, আজ্ঞা করুন।

ভৈরবী। বৎস। তুমি নাবিককে যে স্থানে নৌকা রাখিতে অনুমতি করিয়াছিলে সে এখন তথায় নাই। তুমি নির্দ্দিষ্ট স্থানের কিয়দ্দূর অগ্রে যাইয়া অনুসন্ধান করিলে, নৌকা দেখিতে পাইবে, তজ্জন্য নাবিকের প্রতি রুষ্ট হইও না।

সুরেন্দ্র। মা। এই সামান্য বিষয়ের নিমিত্ত আপনার এত কষ্ট পাইবার আবশ্যক ছিল না।

ভৈরবী। বৎস। শুদ্ধ তা নয়, আর একটী কথা বলি, তোমার সমভিব্যাহারে যে কএক জন পাইক আসিয়াছিল তাহার মধ্যে যে ব্যক্তি স্বপ্ন দেখিয়া চীৎকার করে, সেই দুরাত্মা আমার কুমুদিনীকে লইয়া পলায়ন করিয়াছিল। অদ্য যামিনীতে কালকেতু তাহাকে আমার আদেশে কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক নৌকা হইতে হরণ করিয়াছে। কল্য আমি মা। ছিন্নমস্তার সম্মুখে তাহার শিরশ্ছেদন করিয়া পাপের সমুচিত দণ্ড দিব। সুরেন্দ্রনাথ ইহা শুনিয়া ক্রোধান্ধ হইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলেন, মা। বলেন কি। আমায় সেই দুরাত্মার নিকট, সেই পাষণ্ডের নিকট, শীঘ্র লইয়া চলুন, আমি স্বহস্তে তাহার মস্তক চ্ছেদন করিয়া এই অপরাধের শাস্তি বিধান করি।

ভৈরবী। না বৎস। তোমার আর তথায় যাইবার আবশ্যক নাই। আমি স্বয়ং সে কার্য্য সমাধা করিব, এক্ষণে তুমি গমন কর। ঐ যে দূরে একটী বৃক্ষ দৃষ্টি গোচর হইতেছে, উহা অতিক্রম করিয়া যাইলে তোমার নৌকা দেখিতে পাইবে, এই বলিয়া তিনি তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। সুরেন্দ্রনাথ দুরাত্মা পাইকের দুর্ব্ব্যবহার চিন্তা করিতে করিতে কিয়দ্দূর যাইয়া সম্মুখে তাঁহার নৌকা দেখিতে পাইলেন। মাজি এবং পাইকদিগের নিদ্রা নাই। তাহারা সকলে একত্রে বসিয়া বলাবলি করিতেছে আমাদের কি সর্ব্বনাশই হইল। বাবু হয়ত মারা পড়িয়াছেন। তাহাদের মধ্যে আর এক জন বলিল, না ভাই। আর আমাদের এখানে থাকা হবে না। দেখ্‌লি তো, কে একজন এসে মোলারামের চুলের মুটি ধরে কোথায় টেনে নিয়ে গেল।

দ্বিতীয় ব্যক্তি। তাই তো ভাই ও সেদিন যা স্বপ্নে দেখেছিল, তাই ঘট্‌লো।

মাজি। ওরে থাম্ থাম্, ঐ দেখ কে একজন মস্ মস্ করে আমাদের নায়ের দিকে আসচে।

মাজির এই কথা শুনিয়া সকলেই চীৎকার করিয়া উঠিল। সুরেন্দ্র নাথ সহসা তরণী মধ্যে এই রূপ গোলমাল শুনিতে পাইয়া, ভাবিলেন আবার বুঝি কি ঘটিয়াছে। এমন সময় মাজি সাহসে ভর করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, এ দিগে কে আসিতেছ ?

সুরেন্দ্র। ওরে আমি, তোরা গোলমাল কচ্চিস কেন ?

মাজি। আমি কে ? তোমার বাড়ী কোথা ?

সুরেন্দ্র। আমি সুবর্ণগ্রামে যাব।

মাজি। আজ্ঞা, বাবু না কি।

সুরেন্দ্র। হুঁ

মাজি। মহাশয়! আমাদের সর্ব্বনাশ হইয়াছে আপনি এলেন বাচলাম্।

সুরেন্দ্র। ভয় কি, নৌকা কিনারায় নিয়ে আয়।

ইহা শুনিয়া মাজি তাড়াতাড়ি, নৌকা কিনারায় আনিল, এবং শশব্যস্তে বাবুকে জিজ্ঞাসা করিল, মশায়। আপনার ত কোন বিপদ ঘটে নাই ?

সুরেন্দ্র। বিপদ কি রে ?

মাজি। আর বাবু আমাদের সর্ব্বনাশ হ'যে গেচে। কাল রাত্রে আপনি জঙ্গল মধ্যে গেলে, আমি দুই জন পাগ্‌কে আপনার পেছন পেছন পাঠিয়েছিলাম। আপনি বিরক্ত হয়ে, তাদের ফিরিয়ে দিলেন। কিন্তু তারা আপনার কথা না শুনে জঙ্গলে লুকিয়েছিল। তার পর আপনি কোথায় গেলেন। তারা না জান্তে পেরে, নায়ে ফিরে এলো এবং আমায় বল্লে, বাবু কোথায় গেলো দেখ্‌তে পেলেম না। এই শুনেই ত আমার প্রাণ চম্‌কে উঠলো। শেষে সাত পাঁচ ভেবে মনে কল্লাম আপনি আজ আস্‌তে পারেন, তাই অপেক্ষা করে, লা-ঘাটে

বেঁধে রাখলাম। তারপর সমস্ত দিন গেলো। আপনি এলেন না। আরো ভয় হলো। ভাবলাম আজকের রাতটাও দেখা যাক্। পরে কাল সকালে সকলে মিলে জঙ্গল মধ্যে আপনাকে খুঁজতে যাব। এই স্থির ক'রে আমরা নায়ে ব'সে গল্প কচ্চি, এমন সময় কে একটা বেম্মদত্তির মত নায়ে দৌড়ে এসে, মোলা রামের চুলের মুটি ধরে ভোঁ করে কোথায় যে নিয়ে গেল, তার আর কিছুই জান্তে পাল্লাম না। আমরা সেই ভয়ে লা খুলেনে এখানে পাল্ যে এসেচি।

সুরেন্দ্র। তা বেস করেচিস, এখন শীঘ্র সুবর্ণগ্রামে নৌকা নিয়ে চল্। মাজি বাবুর এরূপ উত্তর শুনিয়া আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করিল না। সুতরাং বদোর বদোর বলিয়া নৌকা ছাড়িয়া দিল।

পিঞ্জরের পক্ষী পলাইল।

সংসারের কিছুই চিরস্থায়ী নয়। সুখেরপর দুঃখ এবং দুঃখের-পর সুখ, এই নিয়মে লোকে বিবিধ দশান্তর প্রাপ্ত হইয়া দিনাতিপাত করিতেছে। পাঠক মহাশয়! দেখুন ওদিকে বসন্তকুমারী দুঃখার্ণবে পতিত হইয়া আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়াছেন। সদাই ভাবিতেছেন, পত্রের প্রত্যুত্তর কি আসে দেখা যাক্। যদি যথার্থই সুরেন্দ্রনাথ কুমুদিনীর প্রেমাসক্ত হন্। তবে আমি এ পোড়া প্রাণ রাখিব না। মাধবী চির-দুঃখিনী, সে কথায় কথায় বলিত, আমার সমুদ্রে শয্যা শিশিরে ভয় কি? কিন্তু এখন তাহার মন আর সে কথায় প্রবোধ মানে না। সে নির্জ্জন পাইলে সদাই ভাবে। পতি যে কি জিনিস, তাহা জানিতে পারিলাম না। যে স্ত্রীলোকের পতি নাই তাহার মরণই ভাল। এ দিকে রজনীকান্ত মা ছিন্নমস্তার মন্দিরে বসিয়া, কুমুদিনী ও প্রিয়পুত্র চন্দ্রনাথের বিচ্ছেদে নয়ন জলে ভাসিতেছেন। এবং মনে মনে

চিন্তা কবিতেছেন, হায়! আমায় এত সুখ, এত ঐশ্বর্য্য, সহিবে কেন? আমিত মবিযাছিলাম। কেবল পুনরায় এই দুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ কবিবাব নিমিত্তই ভগবান আমায পুনর্জ্জীবিত করিযাছিলেন। এইরূপে সকলেই আপন আপন দুঃখ স্মরণ কবিয়া নয়ন জলে ভাসিতেছেন।

এখন প্রভাত। পূর্ব্ব দিকে প্রভাকর, নব-কলেবর-ধাবণ কবিযা উদয হইতেছেন। মন্দ মন্দ প্রাতঃসমীরণ বহিতেছে। এমন সময সুবর্ণগ্রামেব ঘাটে একখানী তবণী আসিযা লাগিল। এ তবণী খানি কার? এ কি সুবেন্দ্রনাথেব? হাঁ, এ সুবেন্দ্রনাথেব, তবে তিনি কৈ? তিনি এখন তরণী অভ্যন্তবে শয্যায শযন কবিযা নিদ্রা যাইতেছেন। মাজি ঘাটে নৌকা লাগাইযা বাবুকে ডাকিল। কিন্তু তাঁহার উত্তব না পাইযা নৌকার ভিতর উঁকি মাবিয়া দেখিল বাবু নিদ্রায অবিভূত; সে আব তাঁহাকে না ডাকিযা, ক্ষেপণীবাহক-দিগকে আদেশ কবিল, ওবে তোবা ধ্বজি গাড়িযা নৌকা বাঁধ; বাবু ঘুমাইতেছেন এখন উহাঁকে তুলিবাব আবশ্যক নাই। এই কথা বলিযা তাহাবা সকলে তীবে উঠিযা দেখিল কযেকজন মনুষ্য, একত্রিত হইযা কথোপকথন কবিতেছে। তাহাদিগেব মধ্যে একজন পশ্চাতে মুখ ফিবাইযা পাইকদিগেবমধ্যে একজনকে ডাকিযা বলিলেন, কিবে বলা! তোবা এসেচিস্ বাবু কোথায? বলা তাঁহাব নিকট আসিযা ভূমিষ্ঠ হইযা প্রণাম করিযা বলিল, আজ্ঞা। বাবু এসেচেন। তিনি এখন নৌকাব নিদ্রা যাইতেছেন। এই কথা শুনিযা সেই ব্যক্তি নৌকার নিকট যাইযা মাজিকে এবং আর আব সকলকে বলি-লেন তোরা এখন এখানে, গোলমাল করিসনে। বাবু এখন একটু নিদ্রা যান্। এই বলিয়া তিনি পুনবায সমভিব্যাহাবি লোকদিগেব নিকট গেলেন ক্ষণকাল কথোপকথনেব পব সকলে ভাগীরথীব গর্ভে নামিযা স্নানাদি সমাপনান্তে দ্রুত পদে গ্রামাভিমুখে গমন করিলেন।

পাইকদিগের মধ্যে একজন এই ব্যাপার দেখিয়া বলিল, ভাই! কর্ত্তা মশাযের আজ ওরূপ ভাবদেকে আমার মনে ভয় হ'চ্চে। হয তো কি বিপদ ঘটেচে। আদুড় গা, কোমরে গামূচা বাঁধা, এত সকালে চারি পাঁচ জন মিলে ঘাটে এসেছিলেন কেন? অপর ব্যক্তি বলিল তাইত ভাই, আমারও মনে সন্দেহ হোচ্চে। যখন ঘোর ঘোর ছিল, তখন আমি নৌকায় বসে দেখেছিলাম, ঘাটে যেন একটা খ জ্বলিতেছিল। হযত কার কি সর্ব্বনাশ হ'যেচে। তাহারা এই সকল কথোপকথন করিতেছে এমন সময় দেখিতে পাইল কর্ত্তা মশাই পুনর্ব্বার আগমন করিতেছেন এবং তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ এক খানি পাল্কি আসিতেছে। ক্রমশঃ তিনি নৌকার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পাঠকমহাশয! ইনিই সেই স্বর্ণগ্রামের দেওযানজি, নাম রমণবিহারি সরকার, বযস প্রায ৬০।৬৫ বৎসর হইবে। দেখিতে ফিট্ গৌর বর্ণ, ললাট প্রশস্ত, দীর্ঘ নাসিকা, উজ্জ্বল চক্ষু, মাথার কেশ কাঁচা-পাকায মিশ্রিত; কৃষ্ণবর্ণ গোঁপ, বোধ হয তাহাতে কলপ দেওযা; তিনি তথায আসিযা বলা এবং আর আর পাইকদিগকে ইঙ্গিত করিযা ডাকিলেন। এবং তাহাদিগকে চুপি চুপি কি বলিলেন। তাহারা দেওযানজির কথা শুনিযা শিরে করাঘাত করিল। দেওয়ানজি পুনরায় তাহাদিগকে কি বলিলেন। তাহা শুনিয়া তাহারা ধীরে ধীরে গ্রামাভিমুখে গমন করিতে লাগিল। পরে দেওযানজি মাজির সমভিব্যাহারে নৌকায় যাইযা দেখিলেন, বাবু অকাতরে নিদ্রা যাইতেছেন। ইহা দেখিয়া তিনি গগন মণ্ডলের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া গম্ভীর স্বরে বলিলেন, তাইত বেলাও ক্রমশঃ অধিক হইতেছে। এই স্বর স্বরেন্দ্রনাথের কর্ণে প্রবেশ করিবামাত্র তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গ হইল। আরক্ত নয়নে তাড়াতাড়ি শয্যা হইতে উঠিয়া দেখিলেন, দেওয়ানজি তাঁহার সম্মুখে বসিয়া রহিয়াছেন। সুরেন্দ্রনাথ তাঁহাকে দেখিবামাত্র আশ্চর্য্যান্বিত হইযা জিজ্ঞাসা করিলেন, দেওযানজি আপনি এখানে?

দেওযান। আজ্ঞা! আপনাব আগমনবার্ত্তা পাইয়া শ্রীচবণ দর্শন করিতে আসিয়াছি। এই বলিয়া মস্তক অবনত কবিযা তাঁহাকে প্রণাম করিলেন।

সুবেন্দ্রনাথ তখন বুঝিতে পাবিলেন, যে আমাব নৌকা সুবর্ণগ্রামে পৌঁছিয়াছে। ইহা ভাবিযা একটু লজ্জিত হইলেন, এবং দেওযান জিকে বলিলেন, দেওযান জি? স্বপ্নের কি মহিমা শক্তি, আমি জাগ্রত হইযাও আপনাকে যেন এক বৃহৎ অবণ্য মধ্যে দেখিতেছিলাম। এই ব'লে তিনি নৌকাববাহিবে আসিযা জাহ্নবীব বাবি মস্তকে প্রদান পূর্ব্বক দেওযান জিকে জিজ্ঞাসা কবিলেন, এখানকাব সমস্ত মঙ্গলত্?

দেওযানজি। আজ্ঞা হঁা! সমস্ত কুশল।

সুরেন্দ্র। কুমুদিনী এবং তাঁহাব প্রিয পুত্র চন্দ্রনাথ ভাল আছে।

দেওয়ানজি। আজ্ঞা হঁা! চন্দ্রনাথ ভাল আছে।

সুবেন্দ্র। কুমুদিনী?

দেওয়ানজি। চন্দ্রনাথেব কুশলেই কুমুদিনীব কুশল, তিনি পতিপ্রাণা সাধ্বী সতী, পতিব বিচ্ছেদে তাঁহাব আব সুখ কি? কুমুদিনীব অবস্থা-স্মরণ হইলে হৃদয বিদীর্ণ হয।

সুবেন্দ্র। আহা! তা তো হইতেই পাবে। কুমুদিনী অনাথিনী, উঃ কি ভযানক ব্যাপাব! দেওযানজি, চলুন এখন আমবা এস্থান হইতে গমন কবি। এব পব আমি আপনাব নিকট কুমুদিনীব সকল বিষয আনুপূর্ব্বক বলিব। তিনি বিলাসপুবেব বাবু বজনী কাণ্ডেব পত্নী।

দেওযানজি। চকিত হইযা বলিলেন বলেন কি। আপনি এ সমাচার কোথায পাইলেন?

সুরেন্দ্র। আমি অনেক কষ্টে বজনী বাবুব অনুসন্ধান পাইযাছি। যেরূপে তাঁহাবা এই বিপদে পতিত হইযাছিলেন আমি সে সমস্ত অবগত হইযাছি। এক্ষণে চলুন্ কুমুদিনীকে তাঁহার স্বামীর কুশল বার্ত্তা দিয়া বিচ্ছেদানল নির্ব্বাণ কবিগে। তাহাব পর সমস্ত ঘটনা বলিব।

দেওয়ানজি। বাবুর এই সকল কথা শুনিয়া স্তম্ভিতভাবে এক স্থানেই দাঁড়াইয়া রহিলেন। মুখ শুষ্ক, সেই উজ্জ্বল নেত্রদ্বয় জলে পরিপূর্ণ, সুরেন্দ্রনাথ তাঁহার এরূপ অবস্থা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, দেওয়ানজি মহাশয়! আপনি অমন করিয়া রহিলেন যে? কাঁদিতেছেন কেন?

দেওয়ানজি। আজ্ঞা! দুঃখে ও আনন্দে মানুষের নয়নের জল পতিত হয়, অতএব ইহার কারণ আর আমায় জিজ্ঞাসা করিতেছেন কেন?

সুরেন্দ্র। হাঁ, তা সত্য, তবে চলুন আমরা এক্ষণে গমন করি।

এই বলিয়া তাঁহারা উভয়ে নৌকা হইতে অবতীর্ণ হইয়া পদব্রজে গ্রামাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন, এবং পাল্কি খানি পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিল। সুরেন্দ্রনাথ পথে যাইতে যাইতে দেওয়ানজিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, দেওয়ানজি কুমুদিনী কোথায় অবস্থিতি করিতেছেন?

দেওয়ানজি। আজ্ঞা, আপনার দেলখোস্ বাগে।

সুরেন্দ্র। তা বেস হয়েচে। তবে চলুন আমরা প্রমোদ কাননে গমন করি।

দেওয়ানজি। আজ্ঞা হাঁ, তাই চলুন। বেলাও প্রায় পাঁচছয় দণ্ড হইল। আপনি আর পদ ব্রজে যাইয়া কেন কষ্ট পাইতেছেন, রৌদ্রের তেজও অধিক হইয়াছে, এক্ষণে যানারোহণে তথায় যাইয়া শ্রান্তি দূর করুন। আমিও আপনার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতেছি।

সুরেন্দ্র। আচ্ছা সেই কথাই ভাল।

এই বলিয়া তিনি যানারোহণে প্রমোদ কাননাভিমুখে গমন করিলেন। দেওয়ানজি তাহা দেখিয়া একটি দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক জাহ্নবীর দিকে মুখ ফিরাইয়া করপুটে বলিতে লাগিলেন, মা! হরশিরবিহারিণি, ভীষ্ম জননি, পতিত পাবনি, ভাগীরথি গঙ্গে! আমি বিষম শঙ্কটে পড়িয়াছি। জননি! এক্ষণে আমায় শ্রীচরণে স্থান

দিন্, তাহা হইলে এ ভব যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হই। হায় কি সর্ব্বনাশ। কি সর্ব্বনাশ। কুমুদিনীর জন্য বাবু এত কষ্ট সহ্য ক'রে, এখানে এলেন, তা সকলই পণ্ড হইল। হায়। এখন আমি তাঁহাকে কি বলিব, দেওয়ানজি এই ভাবিতে ভাবিতে গৃহাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। ক্রমে বাটীর নিকটবর্ত্তী হইয়া বহির্দ্বারের দিকে দৃষ্টি পাত করিয়া দেখিলেন, তথায় শুর্ দয়াল মাথায় হাত দিয়া বসিয়া আছে। ইহা দেখিয়া তিনি নিকটে যাইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, শুর্ দয়াল। তুই অমন করে এখানে বসে কেন? বাবু কি প্রমোদ কাননে এখন ও পৌঁছেন নাই?

শুর্। আজ্ঞা হাঁ তিনি এসেছেন।

দেওয়ানজি। তবে তুই এখানে বসে কেন? সেখানে গমোস্তা ও আর আর চাকরেরা তো সব মোতায়েন আছে?

শুর্। আজ্ঞা হাঁ, তাঁরা সকলেই সেখানে মোতায়েন আছেন।

দেওয়ানজি। তবে তুই এখানে এলি কেন?

শুর্। কর্ত্তামশায়। আমার প্রাণের ভিতরটা কেমন কচ্চে। আর আমি কোন খানে স্থির হয়ে থাক্তে পাচ্চিনা। দেখুন দেখি ভদ্র লোকের মেয়েকে এত করে ডাকাতের হাত থেকে ছাড়্যে নিয়ে এলেম, শেষে—

এই বলে সে ভেউ ভেউ করিয়া কাঁদিতে লাগিল। দেওয়ানজি তাহার সেই অবস্থা দেখে ব্যস্ত সমস্ত হইয়া বলিলেন আরে থাম্ থাম্, গোল করিসনে। বাবু তো এর কিছুই জানিতে পারেন নাই? শুর্ দয়াল অনেক কষ্টে হস্তদ্বারা চক্ষু মুছিয়া ভগ্নকণ্ঠে বলিল, আজ্ঞা না, তিনি এখনও কিছু জানিতে পারেন নাই। দেওয়ানজি বলিলেন সাবধান। সাবধান। বাবু যেন এখন একথা শুন্তে না পান। তাহাহইলে তাঁহার ভোজনের ব্যাঘাত হইবে। এই বলিয়া তিনি অন্তঃপুরমধ্যে গমন করিলেন। তথায় যাইয়া দেখেন্ চন্দ্রনাথ

তাঁহার গৃহিণীর ক্রোড়ে বসিয়া একটি সন্দেস ভক্ষণ করিতেছে। সহসা দেওয়ানজিকে দেখিয়া বালক তাহার অর্দ্ধ ভক্ষিত সন্দেস দূরে নিক্ষেপ করিয়া বলিল আমি মার কাছে যাব। আমার মা কোথায়? এই ব'লে রোদন করিতে লাগিল। দেওয়ানজির গৃহিণী বালকের এই কথা শুনিয়া আর শোকাবেগ সম্বরণ করিতে পারিলেন না। সুতরাং বাষ্পাকুলনয়নে মুখঅবনত করিয়া চন্দ্রনাথকে দেওয়ানজির ক্রোড়ে দিলেন। এবং দ্রুতবেগে গৃহমধ্যে যাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। চন্দ্রনাথ দেওয়ানজির ক্রোড়ে যাইয়া বলিল, আমায় মার কাছে নিয়ে চল। এই বলে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল। তাহার চক্ষের জলে দেওয়ানজির বক্ষঃস্থল ভাসিয়া গেল। দেওয়ানজি সেই অবস্থায় চন্দ্রনাথকে ক্রোড়ে লইয়া বহির্ব্বাটীতে গমন করিলেন। কিন্তু কি বলিয়া যে তাহাকে সান্ত্বনা করিবেন, তাহা কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। তিনি কখন বা বৃক্ষস্থিত পক্ষীর প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিতে লাগিলেন ঐ পাখীটি নেবে? আবার কখন বা চরণশীল ছাগেরপ্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, ঐ ছাগলটি লইবে? এই প্রকারে তাহাকে সান্ত্বনা করিবার নিমিত্ত নানারূপ প্রলোভন দেখাইতে লাগিলেন। কিন্তু চন্দ্রনাথের রোদন কিছুতেই নিবারিত হইল না। দেওয়ানজি এই বিষম সঙ্কটে পড়িয়া, চন্দ্রনাথকে ক্রোড়ে লইয়া বাটীর প্রাঙ্গনে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। এমন সময় গুরুদয়াল তাহার সেই মর্ম্ম ভেদী রোদন ধ্বনি শুনিয়া তথায় আসিল। এবং দেওয়ানজির ক্রোড় হইতে চন্দ্রনাথকে লইয়া বলিল, বাবু কাঁদ্‌চ কেন? চল আমি তোমায় মার কাছে নিয়ে যাচ্চি। চন্দ্রনাথ এই কথা শুনে একটি দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া দুই হস্ত দ্বারা চক্ষু মুছিতে মুছিতে মৃদুস্বরে বলিল, চল আমি মার কাছে যাব। গুরুদয়াল তৎক্ষণাৎ তাহাকে ক্রোড়ে লইয়া ধীরে ধীরে গমন করিতে লাগিল। কিন্তু কোথায় যাইবে তাহা

ভাবিয়া স্থির করিতে না পারিয়া একএকবার মুখ ফিরাইয়া দেওয়ানজীকে দেখিতে লাগিল। দেওযানজি তাহার মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, শুবদযাল চন্দ্রনাথকে বাজারে লইয়া যাও এবং সেখানে যাইযা ও যাহা চাহিবে তাহা কিনিযা দিবে।

শুবদযাল দুই এক পদ যাইতে না যাইতে চন্দ্রনাথ বলিল কৈ মা কোথায ?

শুব্। মা তোমার বাবুর বাড়ীতে আছেন।

চন্দ্রনাথ দেওযানজির বাড়ী বাবুর বাড়ী বলিযা জানিত, সে শুব্দযালের এই কথা শুনিয়া বলিল কৈ মা তো সেখানে নেই।

শুব্। তুমি কেমন করে জানলে মা সেখানে নেই ?

চন্দ্র। কেন, সকাল বেলা আমি তো, মাকে সেখানে দেখতে পাই নি।

শুব্দযাল তাহার এই কথা শুনিয়া তখন বুঝিতে পারিল, চন্দ্রনাথ দেওযানজির বাড়ী, বাবুর বাড়ী মনে করিযাছে, এই ভেবে সে বলিল, না না সে বাড়ী নয।

চন্দ্র। তবে সে কোথায়, আমি সেই খানে যাবো।

শুব্। হ্যাঁ, যাবে বৈকি, আজ বাবু তোমায নিতে আসবেন। সেখানে তোমার মা আছেন, দাদা আছেন, পিসি মা আছেন।

চন্দ্র। আর বাবা ?

শুব্। হেঁ, বাবাও সেইখানে আছেন।

চন্দ্রনাথ বাল্যস্বভাব বশতঃ একটু হাসিয়া আবার বলিল সে কোথায ?

শুব্। বাবুর বাড়ী, জান না কোথায ? সে সেই বাড়ীতে।

চন্দ্র। অমনি বুঝিল বাড়ীর নাম বাড়ীতে। এই ভেবে ঘাড় নাড়িযা বলিল, যাঁ্যা যাঁ্যা তুমি সেইখানে আমায নিযে চল।

শুব্। চল না দাদা যাই। এখন বাজার থেকে তোমার জন্যে

ভাল পোষাক কিনে আনি। তাই পরে তুমি ড্যাং ড্যাং ক'রে গাড়ী চড়ে বাবুর বাড়ী যাবে।

হায়! বালকের মন অল্পেই সন্তুষ্ট। চন্দ্রনাথ এই কথা শুনিয়া পরমানন্দে হাস্য করিতে করিতে শুবদয়ালের দাড়ি ধরিয়া মুখের দিকে তাকিয়ে বলিল, দেখ দেখ। মার কাছে আমার ভাল জামা আছে, টুপি আছে, জুতো আছে, আর রাঙ্গা লাঠি আছে।

শুব। সে পোষাক তুমি বাড়ী গিয়ে পোর্‌বে।

চন্দ্রনাথ শুবদয়ালের কথা শুনিয়া সমস্ত দুঃখ ভুলিয়া একটি লম্বা করে ঘাড় নাড়িয়া বলিল, হেঁ আমি বাড়ী গিয়ে সেই পোষাক পোর্‌বো।

শুবদয়াল চন্দ্রনাথের মনের ভাব পরিবর্ত্তন হইয়াছে দেখিয়া মনে মনে ভাবিল, হা ভগবান। আমি ইহাকে কত মিথ্যা কথা ব'লে সান্ত্বনা কোল্লাম, কিন্তু আবার যখন মার নিকট যাবার জন্যে আবদার করবে, তখন কি বলবো, বাবুর নিকট নিয়ে যাবার ও যো নাই, তিনি ইহার কিছুই জানেন না। তা জানুন আর নাই জানুন। একথা কিছু ছাপা থাকবার কথা নয়। ঐ কর্ত্তামশায় হয় তো বাবুর আহারের পর তাঁহার নিকট যাইয়া, সব বলিবেন। তা না বল্লেই বা চ'লবে কেন। এ একজন বড় মানুষের ছেলে। বয়েস সবে এই তিন চার বছর, যদি ওর বাপের খোঁজ না পাওয়া যায়, তবে ইহাকে লালন পালন করা, বিষয় আসয় দেখাশুনো সব বাবুকেই কর্ত্তে হবে। এই ভাবিতে ভাবিতে শুবদয়াল চন্দ্রনাথকে লইয়া বাজারের ভিতর প্রবেশ করিল। সম্মুখে একখানি ইষ্টক নির্ম্মিত বৃহৎ বিপনি, তাহার মধ্যে একজন বৃদ্ধ শুবদয়ালকে যাইতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, শুবদয়াল! বাবু এসে-চেন? শুবদয়াল তাহাকে অভিবাদন করিয়া বলিল, আজ্ঞা, হেঁ, তিনি আজ সকালে এসেচেন, বৃদ্ধ বলিল তোর কোলে ও ছেলেটি কে? শুবদয়াল একটু চক্ষু টিপিয়া বলিল, আজ্ঞা এ ছেলেটির নিমিত্তই বাবু এখানে এসেচেন। বৃদ্ধ শুবদয়ালের ইঙ্গিত বুঝিতে পারিয়া বলিলেন,

আহা কি সুন্দর ছেলে! এসো বাবা এইখানে এসে ব'সো, তোমার নাম কি? এই বলে তিনি শুবদয়ালের কোল থেকে চন্দ্রনাথকে লইয়া গদিতে বসাইলেন। চন্দ্রনাথ সেই অপরিচিত বৃদ্ধের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া তৎক্ষণাৎ মুখ অবনত করিল। শুবদয়াল চন্দ্রনাথকে নিরুত্তর দেখিয়া বৃদ্ধকে বলিল বাবুর নাম চন্দ্রনাথ; বৃদ্ধ বলিলেন বাবু এঁর পিতার অনুসন্ধান পাইয়াছেন? শুবদয়াল অন্যমনস্ক থাকা প্রযুক্ত বলিল বিলাস পুরের জমিদার বাবু রজনীকান্ত এর পিতা, বৃদ্ধ এই কথা শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইল এবং বলিল শুবদয়াল। বল কি! তার পর এখন তিনি কোথায়?

শুবদয়াল প্রথমে চক্ষু টিপিয়া, তার পর প্রকাশ্যে বলিল তিনি এখন বাবুর বাড়ীতে আছেন। চন্দ্রনাথ পিতার নাম শুনে শুবদয়ালের দিকে চাহিয়া বলিল, আমি বাবার কাছে যাবো।

শুব। হ্যাঁ, চলনা দাদা তোমার পোষাক কেনা হউক।

চন্দ্র। কৈ, পোষাক কোথা?

শুবদয়াল সেই বৃদ্ধকে বলিল চাটুয্যে মশায়। আপনার দোকানে ছেলেদের ভাল পোষাক আছে? তা খোকা বাবুকে দেখান, বাবুর যা পচন্দ হবে তাই নেবেন। শুবদয়াল এই কথা বলে চন্দ্রনাথের চিবুক ধরিয়া বলিল, কেমন বাবু। চন্দ্রনাথ ইহা শুনিয়া চুপ করিয়া রহিল।

বৃদ্ধ শুবদয়ালের মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, ভাল পোষাক একটি দেবো নাকি?

শুব। আজ্ঞা হাঁ, দেবেন বৈকি, দেওয়ানজি মশার হুকুম।

বৃদ্ধ তাহা শুনিয়া ভাল সাটিনের একটি সাজ বাহির করিয়া চন্দ্রনাথকে জিজ্ঞাসা করিল, কেমন বাবু এই পোষাক নেবে?

চন্দ্রনাথ ঘাড় নাড়িয়া বলিল হেঁ নেবো, আমাকে ঐ পোষাক পোরয়ে দাও, আমি মার কাছে যাবো।

বৃদ্ধ চন্দ্রনাথকে সেই পোষাক পরিধান করাইয়া, শুবদয়ালকে

বলিল, দেখ শুব্‌দয়াল! এই পোষাগের উপযুক্ত একটী সাঁচ্চার টুপি আছে সেটী দেবো?

শুব্। তা আবার আপনি আমাকে জিজ্ঞাসা কচ্চেন, যত টাকার টুপি হয়, আপনি দিন্, কল্য টাকা পাইবেন, এই কথা শুনিয়া বৃদ্ধ চন্দ্রনাথের মস্তকে একটি উৎকৃষ্ট সাঁচ্চার টুপি পরাইয়া দিল, চন্দ্রনাথ মস্তক হইতে টুপিটী খুলিয়া একবার দেখিল, এবং হাস্য বদনে শুব্-দয়ালের নিকটে যাইয়া তাহার মস্তকে প্রদান করিল, শুব্‌দয়াল তাহা হস্তে লইয়া চন্দ্রনাথকে জিজ্ঞাসা করিল, বাবু আমায় এই টুপিটী কি বক্সিস দিলে?

চন্দ্রনাথ মস্তক নাড়িয়া বলিল হেঁ, আমায় মার কাছে নিয়ে চল।

শুব্। চল যাই, এই ব'লে মনে মনে ভাবিতে লাগিল এখন তো বাড়ী যাওয়া হবে না।

চন্দ্রনাথকে স্কন্ধে করিয়া গ্রামপ্রদক্ষিণ করি। পরে দেওয়ানজি মশাই বাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলে পর, তবে বাটী যাইব। আবার মনে ভাবিল, না এখন চন্দ্রনাথকে কিছু আহার দেওয়া উচিত, তার পর একে নিয়ে খানিক এপাড়া ওপাড়া ক'রে ঘরে নিয়ে যাবো।

মনে মনে এই যুক্তি স্থির করিয়া চন্দ্রনাথকে বলিল বাবু! ঠাকুর দেক্‌বে?

চন্দ্র। ঠাকুর কোথায়?

শুব্। ঐ মন্দিরে।

চন্দ্র। হেঁ, দেক্‌বো।

এই শুনে শুব্‌দয়াল তাহাকে লইয়া সম্মুখস্থিত মন্দিরাভিমুখে গমন করিল।

পাঠক মহাশয়। আপনি জিজ্ঞাসা করিতে পারেন এ মন্দিরটী কার? এ মন্দির বাবু সুরেন্দ্রনাথের প্রপিতামহের প্রতিষ্ঠিত, ইহাতে অনাথবন্ধু নামে এক শিবলিঙ্গ আছেন। বাবুর জমিদারির মধ্যে এই

একটিমাত্র দেবালয়; ইহার মধ্যে এক বৃহৎ অতিথি শালা, তাহাতে নিত্য শত শত দীন দুঃখি আসিয়া জঠরানল নিবারণ করে।

গুব্‌দয়াল চন্দ্রনাথকে লইয়া মন্দিরে উপস্থিত হইল এবং পুরোহিত ঠাকুরকে সম্মুখে দেখিতে পাইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, ঠাকুর মশায়! বাবার সেবা হয়েচে?

পুরো। হেঁ, হোয়েচে। এ ছেলেটী কে গুব্‌দয়াল?

গুব্‌দয়াল ভাবিল যদি বার বার চন্দ্রনাথের সাক্ষাতে ইহার পিতা মাতার নাম করিয়া পরিচয় দিই তাহা হইলে, চন্দ্রনাথ অমনি আব্‌দার্‌ করিয়া বলিবে আমায় মার কাছে নিয়ে চল। এই ভেবে গুব্‌দয়াল চোখ মুখ নেড়ে পুরোহিত ঠাকুরকে চন্দ্রনাথের পরিচয় দিল। পুরোহিত তাহা বুঝিতে পারিয়া, বালকের মুখের দিকে সজল নয়নে এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। এবং ক্ষণেক পর একটী দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক চন্দ্রনাথের মস্তকে দক্ষিণ কর স্থাপিত করিয়া মনে মনে আশীর্ব্বাদ করিলেন, হে অনাথবন্ধো! এই বালকটীর মঙ্গল করুন। এই বলিয়া তিনি চন্দ্রনাথকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বাবা! ঠাকুর দেক্‌বে? চন্দ্রনাথ পুরোহিতের গলায় বড়বড় রুদ্রাক্ষেরমালা ঝুলিতেছে তাহা এক মনে দেখিতেছিল সুতরাং অন্যমনস্ক থাকা প্রযুক্ত তাঁহার কথা চন্দ্রনাথের কর্ণে প্রবেশ করে নাই। আবার তিনি চন্দ্রনাথের চিবুকে হাত দিয়া বলিলেন, বাবা! ঠাকুর দেক্‌বে?

চন্দ্রনাথ ঘাড় নাড়িয়া বলিল, হেঁ, দেক্‌বো।

পুরোহিতঠাকুর ইহাশুনিয়া তাহাকে সঙ্গে লইয়া অনাথবন্ধুর নিকট গমন করিলেন, এবং বলিলেন বাবা! ঠাকুরকে প্রণাম কর। চন্দ্রনাথ ইহা শুনিয়া তাহার সেই ক্ষুদ্র করদ্বয় একত্র করিয়া কপালে ঠেকাইল। পুরোহিত তাহার হস্তে একটী গোলাপ ফুল প্রদান করিয়া বলিলেন' বাবা! ক্ষিদেপেয়েচে কিছু খাবে? চন্দ্রনাথ ঘাড় নাড়িয়া বলিল, হেঁ, খাবো। পুরোহিত ইহা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ

চন্দ্রনাথকে সঙ্গে লইয়া অন্য এক গৃহে প্রবেশ করিলেন। এবং স্বহস্তে তাহাকে পরিতোষপূর্ব্বক আহার করাইয়া শুব্‌দয়ালের নিকট আনিলেন। চন্দ্রনাথ শুব্‌দয়ালের নিকট আসিয়া নাকিস্বরে বলিল, আমায় মার কাছে নিয়েচল। শুব্‌দয়াল ভাবিল, তাইতো এখন কোথায় যাই। বেলা ও প্রায় দুপুর বাজিয়াছে। আর চার পাঁচ ঘণ্টা কোনরূপে ভুলযে নিযে বেড়াতে পারলে, ভাল হয়। তার পর বাবুর কাছে নিযে যাবো। তিনি যাতে ভাল হয়, তাই কোরবেন, এই ভাবিয়া শুব্‌দযাল চন্দ্রনাথকে বলিল এই চল না বাবু, মার কাছে নিযে যাই। ইহা শুনিযা চন্দ্রনাথ বাহু প্রসারিয়া শুব্‌দযালকে ক্রোড়ে নিতে কহিল। শুব্‌দয়াল তাহার মুখ চুম্বন করত ক্রোড়ে লইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিল।

বেলা দ্বিতীয় প্রহর অতীত, সুরেন্দ্রনাথ ভোজনান্তে প্রমোদ কাননের বিশ্রাম গৃহে শীতল পাটির উপর উপবেশন করিয়াছেন। বামপার্শ্বে একটি তাকিয়া, সম্মুখে একটি স্বর্ণ তাম্বূলাধার; একজন ভৃত্য তালবৃন্ত ব্যজন করিতেছে। বাবু দক্ষিণ করে একটি শটকার নল ধরিযা কি ভাবিতেছেন, এবং মধ্যে মধ্যে ধূমপান করিতেছেন। এমন সময় গমস্তা আসিয়া বলিল, দেওযানজি আসিতেছেন। সুরেন্দ্রনাথ কিছু বিরক্ত ভাবে বলিলেন, তাঁর এত বিলম্ব হচ্চে কেন?

গমস্তা। আজ্ঞা তিনি বল্লেন, আমি একটা বিশেষ কার্য্যে ব্যস্ত আছি। তা প্রায় শেষ হযেচে, বাবুকে বলগে আমি শীঘ্র যাচ্চি।

সুরেন্দ্র। তাঁর আজ এমন বিশেষ কাজ কি পড়লো।

গমস্তা ইহা শুনিযা আর কোন উত্তর করিল না। তিনি ধীরে ধীরে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন, এবং একস্থানে উপবেশন করিয়া আপন হিসাব পত্রের খাতা দেখিতে লাগিলেন। গৃহটী নিস্তব্ধ কাহার সাড়া শব্দ নাই। কেবল মাত্র মধ্যে মধ্যে এক একবার আলবোলার শব্দ হইতেছে। সহসা সুরেন্দ্রনাথ একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া

ভাবিলেন, আজ আমার মন এত ব্যাকুল হইতেছে কেন, বাটীতে বসন্তকুমারী হয় তো রোদন করিতেছে, না, তাই বা কেন হইবে? আসিবার সময় প্রিয়া আমায় হাস্য মুখে বিদায় দিয়াছে, তবে মনের ভাব এইরূপ হইল কেন? নেনুর জন্য? না, তাও নয়। তবে কেন? কুমুদিনীর জন্য? হাঁ, তাই বটে। কুমুদিনীকে রাজরাণী বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বাবু রজনীকান্তের পত্নী, বাবু কেন রাজা বলিলেও হয়। বিলাসপুরের জমিদার রাজার সমান। উঃ সেই রাজরাণী আজ দশ বার দিবস রাজা বিহনে এই কষ্টে পড়িয়া অবিশ্রান্ত রোদন করিতেছেন। আহা, তিনি নিশ্চয় ভাবিতেছেন, রজনী বাবু হয় তো জীবিত নাই। উঃ কি ভয়ানক ব্যাপার। কুমুদিনীর কষ্ট মনে হইলে, প্রাণ বিদীর্ণ হয়। আমি তাহার কষ্ট কি বুঝিব, যদি কোন পতিপ্রাণা সাধ্বীসতী এইরূপ অবস্থায় পতিত হইয়া থাকেন, তিনি কুমুদিনীর হৃদয়ের ব্যথা সহজেই অনুভব করিতে পারিবেন। এই ভাবিয়া আর একটি দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া প্রকাশ্যে বলিলেন, কি আশ্চর্য্য, দেওয়ানজি যে এখনও এলেন না। না, আসুন ক্ষতি নাই। আমি নিজেই দেলখোশ বাগে যাইয়া কুমুদিনীকে রজনী বাবুর কুশল বার্ত্তা দিয়া আসিব, তাহা হইলে তিনি সেই করাল দুশ্চিন্তার গ্রাস হইতে মুক্তিলাভ করিবেন। এই বলিয়া আবার ভাবিলেন, না আমার তথায় একা যাওয়া উচিত নয়। দেওয়ানজি আসুন, তাঁহার সঙ্গে যাইব। সুরেন্দ্রনাথ মনে মনে এই সকল চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় সিঁড়িতে পদশব্দ শুনা যাইল। সুরেন্দ্রনাথ ভাবিলেন, এইবার বুঝি দেওয়ানজি আসিতেছেন, কিন্তু তাঁহার সে আশা বিফল হইল। তিনি দেখিলেন একজন যুবা, বয়স প্রায় আটাশ উনত্রিশ বৎসর; দেখিতে উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ; খর্ব্বাকৃতি; পেট্‌টা তানপুরার মত উঁচু, একখানি কালাপেড়ে ধুতি পরা; কোঁচার টেপটী হাতে, মাথায় বাঁকা সিঁতে, মুখ-শ্রী মন্দ নয়। চক্ষু দুটি ভাসা ভাসা, খাঁদাও নয়, টিকলোও

নয়, গাল দুটি ভারি ভারি, তাতে একটি আঁচিল আছে। ঠোঁট দুখানি পাতলা, তাতে মানান্ সই গোঁপ আছে। বাবু তাম্বুল চর্ব্বণ করিতে করিতে বিলাসগৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গমস্তা তাহাকে দেখিবা মাত্র বলিলেন, কেও নবাব বাবু! আসুন। সুরেন্দ্রনাথও তাঁহাকে দেখিয়া বলিলেন, আসুন বসিতে আজ্ঞা হয়। যুবা সুরেন্দ্র নাথের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, মহাশয় ভাল আছেন? বাটীর সব মঙ্গল?

সুরেন্দ্র। আজ্ঞা হাঁ।

নবাব। কবে আসা হলো?

সুরেন্দ্র। অদ্য প্রাতেঃ।

ইহা শুনিয়া নবাব বাবু গমস্তাকে বলিল, গমস্তা মশাই? এই বাবু এসেচেন, বেস হয়েচে, এইবার উনি ভূত ঝাড়য়ে যাবেন।

সুরেন্দ্রনাথ তাহার এই কথা শুনিয়া মনে মনে ভাবিলেন, বাবুটীর বোধ হয় বাতিকের ছিট্ আছে, নচেৎ আমায় একেবারে ভূত ঝাড়াবার কথা বলিবে কেন। ভাল ইহার সঙ্গে দুই চারিটা কথা কহিয়া দেখা যাক্, ইহা ভাবিয়া সুরেন্দ্রনাথ পুনরায় নবাব বাবুকে বলিলেন, আমি ত মহাশয় ভূতের ওজা নই।

নবাব বাবু একটু ভ্রুকুটি ভঙ্গির সহিত বলিল সেকি মশাই! জমিদারেরা কোন্ কাজ কত্তে না পারে?

সুরেন্দ্র। আচ্ছা আপনি আমায় অগ্রে বলুন কাকে ভূতে পেয়েচে।

নবাব। আমার এক ভোম্বলদাস খুড়োর দাদাশ্বশুরের পৌত্রী আর আমার ময়না মাসী।

সুরেন্দ্রনাথ তাহার এই কথা শুনিয়া স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন লোকটি প্রকৃত পাগল। কিন্তু হঠাৎ দুই একটী কথা কহিলে ধরিবার যো নাই। ভাল, খানিকটা বাক্যালাপ করিয়া দেখি ব্যাপারটা কি।

এই ভাবিয়া তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তাঁকে কি করিয়া ভূতে পেলে ?

নবাব। প্রথমে তার আগুনে বাই হয়, তারপর ভূতে পেলে।

সুরেন্দ্র। আগুনে বাই কি রকম ?

নবাব। এ আর বুজতে পাচ্চেন না, আগুন দেক্‌লে ভয় হয়। পিদীপের আলো দেক্‌লে আত্‌কে উঠে ! কেবল অন্ধকার খুঁজে বেড়ায়।

সুরেন্দ্র। তারপর।

নবাব। তারপর খুড়ো আমার ভেবে আকুল, কত অসুদ বিসুদ দিয়ে কিছুতেই ভাল কত্তে পাল্লেন না। সেদিন তিনি দিল্লীর বাদসার সহিত দেখা কত্তে গেছিলেন, সেখানে একজন হকিম, ব্যারের, নানা মাসির বাইয়ের কথা শুনে, খুড়ো মসাইকে একটা তেল দিয়ে বোল্লেন, ও আগুনে বাই, তাঁর (চিলুতে না চাপিলে) ঘুঁচিবে না, তবে উপস্থিত তাঁকে রাত্রে আলোয় থাকিবার নিমিত্ত এই তৈল একটু লইয়া যান্‌। ইহা একটা বাতির মাথায় দিয়ে অন্ধকার ঘরে শ্যামাদানের ভিতর গোচয়ে দেবেন, তা হলে ঘরে ঠিক যোচ্ছনার মত আলো হবে। ইহাতে আগুনের সম্পর্ক মাত্র নাই। এই আলোয় থাক্‌লে তাঁহার সেই বাইরোগ টুকুও ক্রমে কমিয়া আসিতে পারে। খুড়ো মশাই এখন তাই কোরে ঘরটী প্রায় সমস্ত রাত্রি যোচ্ছনা করিয়া রাখেন। কিন্তু ইহাতে হিতে বিপরীত হলো। বাই খুব বৃদ্ধি হয়েচে। সকলে বলে, ও বাই নয়, ওকে ভূতে পেয়েচে, আমি তাই শুনে ভয়ে এক রকম বাড়ী যাওয়া ত্যাগ করিয়াছি। বলিব কি মশাই সেদিন, দিনের বেলায় আমি ঘরে শুয়ে আছি এমন সময় রাক্ষসী আমার নিকট এসে বোল্লে, অটল একবার চোক বোজ্‌ না ভাই ! আমি কাপড খান ছাড়বো, আমি বোল্লাম চোক্‌ নাই বুজলাম, তুমি কাপড় ছাড় না কেন ? বেটী কিনা তাই শুনে, খিল্‌ খিল্‌ কোরে হেঁসে আমার গাল টিপে ধরে দাঁতের উপর দাঁত চাপিয়া মাথা নাড়িতে নাড়িতে একটু সুর কোরে

বোল্লে, মাইরি অটল, তোর্ ভাই কথা গুলি বড় মিষ্টি! শুনলে প্রাণ ঠাণ্ডা হয়। আমার মাতার দিব্বি, একবার উঠে বোস না ভাই! এই বোলে আমার হাত ধরে টানাটানি কত্তে লাগ্‌লো। আমি তাই দেকে ভূতের ভয়ে তার হাত ছাড়য়ে বাবারে মারে বোলে চেঁচাতে চেঁচাতে সেখান থেকে পালয়ে এলাম। সেই পর্য্যন্ত যে ঘরে সে থাকে, সে ঘরে প্রাণান্তেও ঢুকিনে।

সুরেন্দ্রনাথ তাহার এই কথা শুনিয়া হা-হা করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেনন, তোমার খুড়ী এই ভূতের উপদ্রব সহ্য কচ্চেন, তবু ওজা এনে ভূত ঝাড়াতে পারেন না?

নবাব। দেখুন আমার খুড়ী মা বড় ভাল মানুষ, খুড়ো মশাই যে অবধি ফয়তা দেওয়াটী জগন্নাথকে দিযেচেন, সেই অবধি খুড়ী আমার ভূত পেতনীর ভয় করেন না।

সুরেন্দ্রনাথ হাসিতে হাসিতে বলিলেন সে কি হে। হিঁদুর ছেলে ফয়তা দিতেন কি?

নবাব বাবু যখন ঠাণ্ডা মেজাজে কথা কহিত, তখন তাহার কথা গুলি বড এলো মেলো হইত না। কিন্তু রাগিলে আর রক্ষা নাই। গমস্তা তাহাকে রাগাইবার নিমিত্ত একটু কৃত্রিম রোষ প্রকাশ করিযা বলিল নবাব বাবু! তুমি, কি পাগ্‌লামি কচ্চো? বাহাত্তুরে কাযেত হইলেই কি ঐ দশা হয়?

নবাব বাবু তাহার এই কথা শুনিয়া অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায চক্ষুদ্বয় রক্তবর্ণ করিয়া বলিল, কি বল্লি বিট্‌লে বামুন। আমি বাহাত্তুরে, তুই যে পাঁটী বেচা অধিকারি বামুন। নাম কল্লে অন্ন হয় না। এঁড়ে বাছুর হলো, খাওয়াবি বলে খাওযালি নে, কুচক্রি স্তকুনি দাদা বোল্লে কিনা টিক্ টিকি-দের খাইয়ে কি হবে। দেশে স্বজাৎ নিযে ভাগাড়ে বোসে খুব পেট ভরে খাব, তাতে নাম হবে। সেদিন ভৈরুবে শুঁড়ির মদের দোকানে ছুঁচ্ কিনতে যাইয়া, দইয়ের গামলায় পড়ে, কেমন নাকাল! যেন ডুব দিয়ে

ঠিক একটি ঘিয়ে ভাজা কুকুর উঠলো। মুখের রক্ত ওটা টাকা মেগের হাতে দাও। আর সে ওদিকে ভায়ের বোগলি পোরাগ্। আহা! দিদী ও নয় যেন হিরে মালিনী। দুর্ বেটা বামুনের ঘরের ঢেঁকি। ঘরের ভিতর সাপ রেখে ভায়ের মাথায় কুড়ুলের চোট। এই বলিয়া নবাব বাবু সজোরে মেজের উপর এক পদাঘাত করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিল।

সুরেন্দ্রনাথ এই ব্যাপার দেখিয়া গমস্তাকে জিজ্ঞাসা করিলেন এ বাবুটী কে?

আজ্ঞা উনি এখানে নূতন এসেচেন, কানাই বাবুর ভ্রাতুষ্পুত্র, নাম অটল বিহারী। সকলে ওর বাবুগিরি দেখে নবাব বাবু বলিয়া ডাকে। তাহাতে উনি বড় সন্তুষ্ট।

সুরেন্দ্র। কানাই বাবুর ত সহোদর ছিল না, তবে কি রকম ভ্রাতুষ্পুত্র?

গমস্তা। আজ্ঞা তার মামা ত ভাঁয়ের ছেলে।

সুরেন্দ্র। হাঁ তাই বল, ওঁর পিতার নাম কি?

গমস্তা। আজ্ঞা তা আমি জানি না, তবে শুনেচি, ধাত্রীগ্রামে ওর ভগ্নীপতির বাড়ী। অটলের ভগ্নী তার সতীন পুত্রকে বিষ খাইয়ে মেরে এখন উম্মাদিনী হয়ে পথে পথে বেড়ায়। অটল ও নাকি সে পাপে লিপ্ত ছিল। বোধ হয় একথা মিথ্যা নয়। নতুবা ও হঠাৎ পাগল হল কেন?

সুরেন্দ্র। অটলের ভগ্নীপতির নাম কি? তিনি এখন কোথায়?

গমস্তা। তাহার নাম নাকি অমরচন্দ্র, তিনি জীবিত নাই।

সুরেন্দ্রনাথ এই কথা শুনিয়া একটু অন্যমনা হইলেন এবং মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, মাধবীর না ঐ গ্রামে বিবাহ হইয়া ছিল! তাহার শ্বশুরের নাম ও না অমরচন্দ্র। মাধবীর মামাশ্বশুর কি এই পাষণ্ড! এও কি সেই পাপে লিপ্ত ছিল! কে যানে! এবার বাটী যাইয়া বসন্তকুমারীকে জিজ্ঞাসা করিব। সুরেন্দ্রনাথ এই সকল চিন্তা করিতেছেন এমন সময় দেওয়ানজি আসিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন।

সুরেন্দ্রনাথ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার আসিতে এত বিলম্ব হইল কেন? বেলা তৃতীয় প্রহর অতীত, কি কার্য্যে এত ব্যস্ত ছিলেন?

দেওয়ানজি বাবুর এই কথা শুনিয়া, নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। তাঁহার প্রশ্নের কি উত্তর দিবেন ভাবিযা কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না বাটী হইতে আসিবার সময় যে মতলবটী স্থির করিয়া আসিয়াছিলেন, তাহাও এখানে আসিয়া ভুলিয়া গেলেন।

সুরেন্দ্রনাথ তাহাকে নিরুত্তর দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি যে চুপ করিয়া রহিলেন?

দেওয়ানজি ভাবিলেন আর চুপ করে থেকেই বা কি হবে, যাহা বলিবার তাহা বলি। কিন্তু একটু ঘোর ফের করিয়া বলা উচিত। এই ভাবিয়া তিনি বলিলেন, আজ্ঞা আমি কোন বিশেষ কার্য্যে ব্যস্ত ছিলাম না, তবে কেবল একটি চিন্তায় আমার মনকে ব্যতিব্যস্ত করিতেছে।

সুরেন্দ্র। এমন চিন্তা কি?

দেওয়ান। আজ্ঞা গতরাত্রে এক ভয়ানক ঘটনায় পতিত হইয়াছিলাম। তাহা স্মরণ হইলে প্রাণ বিদীর্ণ হয় এবং হঠাৎ যে সেরূপ হইল কেন, তাহা ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না।

সুরেন্দ্র। ঘটনা টা কি?

দেওয়ান। কল্য রাত্রি যখন আট নয় দণ্ড হইয়াছে, তখন দেলখোশ বাগ হইতে একজন দাসী আমার নিকট আসিয়া বলিল, মাঠাকুরাণী আপনাকে ডাকিতেছেন। আমি তাহাকে ডাকিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম, সে তাহার কোন উত্তর না দিয়া কাঁদিতে লাগিল। আমি তাহার সেরূপ ভাব দেখিয়া ব্যস্ত সমস্ত হইয়া বলিলাম? কি হয়েচে বল না? সে বলিল আপনি একবার শীঘ্র আসুন মা-ঠাকুরাণী কেমন কচ্চেন। এই বলিয়া তথা হইতে দ্রুতবেগে প্রস্থান করিল।

সুরেন্দ্র। মাঠাকুরাণী কে? কুমুদিনী?

দেওয়ান। আজ্ঞা হেঁ।

সুরেন্দ্র। তার পর, তার পর?

দেওয়ান। তার পর আমি দাসীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইয়া বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিবা মাত্র, রোদন ধ্বনি শুনিতে পাইলাম। কাজেই আর কাহাকে ও কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া বেগে সোপান শ্রেণী অতিক্রম করিয়া যে গৃহে কুমুদিনী আছেন সেই গৃহের দ্বারে দাঁড়াইয়া দেখিলাম, কুমুদিনী আলুলায়িতকেশে শয্যায় শয়ন করিয়া রোদন করিতেছেন। আমি তাঁহার তাদৃশী অবস্থা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম মা! আপনি রোদন করিতেছেন কেন? আপনি কি শারিরীক কোন অসুস্থ আছেন? যদি তাহা না হয়, তবে অন্য কাল্পনিক চিন্তায় মন ও শরীরকে বৃথা ক্লেশ দিবেন না। আমি আপনার নিকট যে প্রতিজ্ঞা পাশে আবদ্ধ আছি, তাঁহা যে রূপে হয়? পালন করিব। আপনি আর কাঁদিবেন না। ঐ দেখুন কুমার চন্দ্রনাথ নিদ্রা যাইতেছেন। এখনি রোদন ধ্বনিতে তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গ হইবে। আপনি আর কাঁদিবেন না। তিনি আমার এই কথায় এক দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বিকৃতস্বরে বলিতে লাগিলেন, হা জীবিতেশ্বর! তুমি কোথায়? একবার দেখা দাও। এই আসন্নকালে অনাথিনীকে এক বার দেখা দাও। হায়! আমার কি হলো। প্রাণ ফেটে যায়। চন্দ্র নাথকে আমি কাহার নিকট রাখিয়া যাইব। হা ভগবান্! তোমার মনে এই ছিল। মাগো! তুমি কোথায়? এক বার তোমার কুমুদিনীকে দেখ। উঃ প্রাণ ফেটে যায়। অসহ্য যন্ত্রণা! হৃদয়েরশ্বর! তুমি কোথায়? হায়! আমি কি হতভাগিনী জন্মাবধি পিতা মাতা যে কেমন তাহা জানিলাম না। উঃ প্রাণ যায়। বাবা! আমার চন্দ্রনাথকে দেখো। এই বলে তিনি নিস্তব্ধ হইলেন। আমি তাঁহার তাদৃশ অবস্থা দেখিয়া, গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিলাম

মা! তোমার কি হয়েচে? বলো? কুমুদিনী আমার কথায় উত্তর দিলেন না। আমি দাসীকে বলিলাম দেখ কি হইযাছে। দাসী তাঁহাব মুখাবৃত বসন উন্মোচন করিয়া সজলনযনে বলিল, আর কি হযেছে, সর্ব্বনাশ হযেছে, মাঠাকুরাণী নাই। আমি তাহার এই হৃদয়বিদাবক কথা শুনিযা কম্পিত কলেবরে বলিলাম, বল কি। শীঘ্র এক ঘটি জল আনো। সে তৎক্ষণাৎ জল আনিল। আমি অবিলম্বে তাঁহাব মুখে জল সিঞ্চন করিলাম। কুমুদিনী এক বাব মাত্র চক্ষু উন্মীলন কবিযা বলিলেন, বাবা। আমি যাই। আমাব চন্দ্রনাথকে দেখো। এই বলিযা তিনি নিস্তব্ধ হইলেন। হায! আমি সেই স্বর্ণলতাকে—এই বলিযা দেওযানজিব কণ্ঠ রোধ হইযা আসিল। সুরেন্দ্রনাথ তাহা দেখিযা সজল নযনে বলিলেন, উঃ দেওযানজি আব বলিও না। আমি সব বুঝিযাছি কুমুদিনীর হৃদয-পিঞ্জরেব পক্ষী পলাইয়াছে। দেওযানজি অনেক কষ্টে বোদন সম্বরণ কবিলেন। তাহাব পব সুবেন্দ্রনাথ দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ কবিযা বলিলেন, হায। আমাব এত কষ্ট, সমস্তই বিফল হইল। যদি কল্য সন্ধ্যাব সময আমি এখানে আসিযা কুমুদিনীকে তাঁহার স্বামীব কুশলবার্ত্তা দিতাম, তাহা হইলে কখনই এই সর্ব্বনাশ হইত না। হায! যখন ভৈরবী আমাব বাটীতে আসিযা, তাঁহার পালিত প্রিয কন্যা কুমুদিনীব কথা জিজ্ঞাসা কবিবেন, তখন আমি কি বলিব। উঃ কি সর্ব্বনাশ। কি সর্ব্বনাশ। আমিই স্ত্রী হত্যার পাতকী হইলাম। এই বলিয়া তিনি পুনর্ব্বার দেওয়ানজিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভাল, এখন কুমুদিনীর সেই প্রিয় পুত্র চন্দ্রনাথ কোথায়? সে তো ভাল আছে? না তা ও আমায় বলিবে না। যদি সে জীবিত থাকে, তবে শীঘ্র আমাব নিকট আনযন কর। আমি তাহাকে এক বাব দেখিব। দেওয়ানজি তাঁহার এই কথা শুনিয়া বলিলেন, নানা কুমুদিনীর পুত্র কুশলে আছে। সে এ সমস্ত ঘটনা কিছুই জানে না।

আমি সেই বিপদের সময় তাহাকে নিদ্রিত অবস্থায় দেলখোশ বাগ্ হইতে লইয়া, আমার বাটীতে রাখিয়া আসিয়াছিলাম। কিন্তু অদ্য প্রাতঃকাল হইতে সে মার নিকট যাইব বলিয়া আবদার করাতে আমি তাহাকে সান্ত্বনা করিবার নিমিত্ত অনেক চেষ্টা করিয়াছিলাম। কিন্তু কিছুতেই তাহাকে ভুলাইতে না পারিয়া অবশেষে, শুবদয়ালের নিকটে দিলাম।. শুবদয়াল তাহাকে ক্রোড়ে লইয়া বলিল কাঁদিতেছ কেন বাবু? মার কাছে যাবে? চল৹আমি তোমায় নিয়ে যাচ্চি, এই বলিয়া শুব্দয়াল চন্দ্রনাথকে গ্রামের নানা স্থান ভ্রমন করাইয়া এখন গৃহে আনিয়াছে। শুনিলাম শুব্দয়াল তাহাকে এই প্রবোধ দিয়াছে যে আমাদের বাবুর বাটীতে তোমার মা আছেন, চল সেই খানে তোমায় লইয়া যাই। এক্ষণে চন্দ্রনাথ বাবুর বাড়ীতে যাইব বলিয়া রোদন করিতেছে। অতএব আমি তাহাকে আপনার নিকট আনয়ন করিতেছি। আপনি তাহাকে সান্ত্বনা করুন।

সুরেন্দ্রনাথ দেওয়ানজির এই কথা শুনিয়া, বাষ্পাকুলনয়নে, বলিলেন আমি তাহাকে কি বলিয়া সান্ত্বনা করিব। অদ্য যেন বলিব তোমার মা আমার বাটীতে আছেন, কিন্তু তথায় লইয়া যাইয়া তাহাকে কি বলিব?

দেওয়ান। আজ্ঞা সেখানে যাইলে, আর আর ছেলে পুলে এবং আপনার পরিবার ও ভগ্নীগণকে দেখিয়া অনেকটা ভুলিয়া যাইতে পারে।

সুরেন্দ্রনাথ দীর্ঘ নিশ্বাস৹ পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন, তাহাও কি কখন সম্ভবে। তা যাই হউক, এক্ষণে চন্দ্রনাথকে আমার তথায় লইয়া যাওয়া উচিত। নচেৎ অন্য কোন উপায় দেখিতেছি না। এই বলিয়া চন্দ্রনাথকে তথায় আনিতে আদেশ করিলেন।

বেলা অবসান, দিবাকর অস্তাচলে গমন করিতেছেন। মধুকরেরা সমস্ত দিন নানা জাতি পুষ্পের মধুপানেও পরিতৃপ্ত না হইয়া

তরুরাজির নব-নব পল্লবে পুষ্পভ্রমে ঝঙ্কার দিয়া উড়িয়া বসিতেছে। মৃদুমন্দ পবন হিল্লোলে বৃক্ষের পত্র সকল অল্প অল্প দুলিতেছে। দেখিবামাত্র বোধ হয় যেন উন্মত্ত মধুকরদিগের ব্যবহার দেখিয়া সকলে মস্তক নাড়িয়া তাহাদিগকে নিবারণ করিতেছে। ইহা দেখিয়া জুঁই, বেল ও মল্লিকা প্রভৃতি একটু মুচ্‌কে হাঁসিয়া ভাবিল, লম্পটের কি ব্যবহার। যারা সমস্ত দিন আশাপথ চাহিয়া আছে, তাহাদিগের প্রতি একবার ভুলেও তাকাইল না। রকম দেখ, চোক্ খেগোদের চোকে আগুন লেগেচে। এমন সময় সুরেন্দ্রনাথ গৃহ হইতে বাহিরে আসিয়া বারাণ্ডায় পদচারণা করিতে লাগিলেন, এবং তথায় ক্ষণেক বেড়াইয়া পুনরায় গৃহমধ্যে গমন করিলেন। ইতোমধ্যে গমস্তা আসিয়া বলিল, গুরদয়াল ঐ চন্দ্রনাথকে আনিতেছে। সুরেন্দ্র-নাথ তাহা শুনিয়া উৎসুকচিত্তে গৃহ হইতে বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, গুরদয়ালের ক্রোড়ে পূর্ণশশধর সদৃশ কুমুদিনী কুমার চন্দ্রনাথ আসি-তেছে। তিনি তাহার রূপলাবণ্য নিরীক্ষণ করিয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন হায়! কুমুদিনী এমন অমূল্যরত্ন রাখিয়া কোথায় গমন করিলেন। হা বিধাতঃ। তোমার মনে কি এই ছিল? ভগবান এক্ষণে আমি এই মাতৃহীন বালককে কি বলিয়া সান্ত্বনা করিব। সুরেন্দ্রনাথ এই সকল চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় গুরদয়াল তাঁহার সমক্ষে চন্দ্র-নাথকে নাবাইয়া বলিল বাবু, এই আমাদের বাবু, তোমাকে লইতে আসিয়াছেন, চন্দ্রনাথ তাহার এইকথা শুনিয়া সজল নয়নে একবার সুরেন্দ্রনাথের মুখের দিকে চাহিয়া মস্তক অবনত করিল। সুরেন্দ্র-নাথ তৎক্ষণাৎ চন্দ্রনাথকে ক্রোড়ে লইয়া বারম্বার মুখচুম্বন করিয়া বলিলেন বাবা। মার কাছে যাবে? চন্দ্রনাথ ঘাড় নাড়িয়া বলিল হুঁ। ইহা দেখিয়া সুরেন্দ্রনাথ আর শোকাবেগ সম্বরণ করিতে পারি-লেন না। তাঁহার নয়ন, জলেপরিপূর্ণ হইল। চন্দ্রনাথ পাছে তাহা জানিতে পারে, এই ভাবিয়া চক্ষের জল চক্ষে মিশাইলেন

এবং চন্দ্রনাথকে পার্শ্বে বসাইয়া একমনে নানা প্রকার চিন্তা করিতে লাগিলেন। চন্দ্রনাথও একদৃষ্টে সুরেন্দ্রনাথের মুখের প্রতি চাহিয়া রহিলেন। এমন সময় হঠাৎ সুরেন্দ্রনাথ চন্দ্রনাথের ঐ ভাব দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কি দেখিতেছ বাবা! চন্দ্রনাথ তাহার কথা শুনিবামাত্র আবার মুখ অবনত করিল। সুরেন্দ্রনাথ তাহার চিবুক ধারণ করিয়া পুনর্ব্বার বলিলেন কি দেখছিলে বাবা? আমায় চিন্তে পার? চন্দ্রনাথ বাল্যস্বভাব বশতঃ মস্তক নাড়িয়া বলিল হেঁ, পারি। তুমি আমায় মার কাছে নিয়ে চল।

সুরেন্দ্রনাথ অলিক সাহসে ভর করিয়া বলিলেন, চল না বাবা, এখনি আমি তোমায় মার কাছে নিয়ে যাচ্চি।

চন্দ্রনাথ তাঁহার এই কথা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ দণ্ডায়মান হইল।

সুরেন্দ্রনাথ এই ব্যাপার দৃষ্টে আর রোদন সম্বরণ করিতে পারিলেন না। তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে চন্দ্রনাথকে ক্রোড়ে লইয়া ভাবিলেন, আর আমার এখানে কালবিলম্ব করা উচিত নয়। আমি চন্দ্রনাথকে লইয়া অদ্যই বলরামপুরে গমন করি; বসন্তকুমারী ব্যতীত এই মাতৃহীন বালককে আর কেহই সান্ত্বনা করিতে পারিবে না। মনে মনে এই স্থির করিয়া তিনি দেওয়ানজিকে বলিলেন, দেওয়ানজি মহাশয় অদ্যই আমি বলরামপুরে যাত্রা করিব, নৌকা প্রস্তুত করিতে বলুন, এমন সময় গমস্তা ব্যস্ত সমস্ত হইয়া বলিল, ও হো! আমি বিস্মৃত হইয়াছিলাম, বাবু! অদ্য ঘোড়ার ডাকে আপনার বাটী হইতে একখানি পত্র আসিয়াছে। আমি ব্যস্ত থাকা প্রযুক্ত তাহা আপনাকে দিতে বিস্মৃত হইয়া ছিলাম। এই সেই পত্র, এই বলিয়া গমস্তা সুরেন্দ্রনাথের হস্তে পত্রখানি অর্পণ করিল।

সুরেন্দ্রনাথ বিস্ময়াপন্ন হইযা বলিলেন, বাটীর পত্র? হেঁ তাই তো বটে! এই বলিয়া পত্র উন্মোচন করিলেন এবং পুনঃ পুনঃ পাঠ করিয়া একটি দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভাবিলেন, হায়! মা

ভেবেছিলাম তাই ঘটেছে ; এক্ষণে এর উপায় কি ? নৌকা পথ, কখন্ যে বাটী পৌঁছিব, তাহার স্থিরতা নাই, এই চিন্তা করিয়া তিনি দেওয়ানজিকে বলিলেন, আপনি শীঘ্রই দুই জন পাইককে ডাকাইয়া পাঠান্ এবং তাহাদিগকে বলিয়া দিন্, যেন তাহারা অদ্য রাত্রেই আমার এই পত্রের উত্তর লইযা, বাটীতে দিয়া আইসে, বিলম্ব হইলে বিশেষ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা। এই বলিয়া তিনি পত্রের প্রত্যুত্তর লিখিতে প্রবৃত্ত হইলেন। চন্দ্রনাথও মার নিকট যাইব এই আহ্লাদে হাস্য বদনে সুরেন্দ্রনাথের পার্শ্বে উপবেশন করিয়া ক্রীড়া করিতে লাগিল।

পাঠক মহাশয! এই বিশ্বসংসারে নানাবিধ ব্যক্তি অবস্থিতি করিতেছে। কিন্তু বোধ হয আপনি আমার সদৃশ ব্যক্তি অতি বিরল দেখিয়া থাকিবেন। কেন না, বামনের সুধাকর স্পর্শের ন্যায় আমিও চন্দ্র ধরিবার নিমিত্ত গগন মার্গে হস্ত প্রসারণ করিয়াছি। কি করি, নাচ্ তে উঠে আর লজ্জা করিলে চলিতেছে না। যখন অগ্র পশ্চাৎ না ভেবে, সকলের সমক্ষে আসরে নামিয়াছি, তখন আর বসিলে চলিবেনা। যা পারি দুহাত নাচিয়া লই। তার পর গায়ে ধুলা পড়ে ক্ষতি নাই, ঝাড়িয়া ফেলিব। পাগলের অবস্থা সর্ব্বত্রই এইরূপ হইয়া থাকে, তবে দুঃখের বিষয় এই, আপনি এত কষ্টে কুমুদিনীর পরিচয় পাইলেন। কিন্তু তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইল না। কি করিব, সকলই বিধির চক্র, কুমুদিনী পতিপ্রাণা সাধ্বীসতী, বোধ হয় সেই নিমিত্ত তিনি রজনীকান্তের বিচ্ছেদে আপন প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়া প্রেম ব্রত উদ্ যাপন করিয়াছেন। আর কেন, আর এখানে থাকিয়া কি হইবে। সুরেন্দ্রনাথ ত তাড়াতাড়ি পত্রের প্রত্যুত্তর লিখিয়া পাইক হস্তে বাটীতে প্রেরণ করিলেন। নিজেও দুঃখান্তকরণে মাতৃহীন বালক চন্দ্রনাথকে লইয়া সন্ধ্যার পর নৌকারোহণে সুবর্ণগ্রাম হইতে যাত্রা করিলেন। এক্ষণে ভবিষ্যৎ গর্ভে যে কি আছে তাহা জানা আবশ্যক;

অতএব আপনি অনুগ্রহ করিয়া ক্ষণেক অবস্থিতি করুন। উতলা হইবেন না। যখন পাগলের চক্রে পড়িয়াছেন। তখন তাহার গাজুনে নাচ টা দেখে যাওয়া উচিত।

সন্ন্যাসী।

রাত্রি প্রভাত, মৃদু মন্দ সমীরণ বহিতেছে। বিহঙ্গের কোলাহলে, চতুর্দ্দিক পরিপূর্ণ হইতেছে। কাননের বল্লরীকুল প্রস্ফুটিত কুসুম সহ অবনতমুখী কুলবধূর ন্যায়, মস্তক অবনত করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে। যামিনী উন্মত্ত মধুকরদিগকে সমস্ত রাত্রি কারারুদ্ধ রাখিয়াছিলেন, এখন যেন তাহারা তাঁহার হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া গুন্ গুন্ রবে গান গাহিতে গাহিতে চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতেছে। নিশাদেবী পুষ্পিত তরুর নব-নব—পত্রের নাসাগ্রে সাদরে এক একটী নলক পরাইয়া দিয়াছেন। দুরন্ত মধুকরেরা এক পুষ্পে দুই চারিটি একত্রিত হইয়া বিবাদ আরম্ভ করাতে, পুষ্পবতীর সেই সাধের ভূষণ বিচ্যুত হওয়াতে সে নীরবে কাঁদিতেছে। সরোবরে কমলিনী দীনমণির আগমন প্রতীক্ষায় অন্য মনে একদৃষ্টে ঊর্দ্ধমুখে চাহিয়া রহিয়াছে দেখিয়া, ভ্রমরগণ অবসর বুঝিয়া স্বকার্য্য-সাধনে প্রবৃত্ত হইল, কেতকী এই ব্যাপার দেখে, হিংসায় একটু মুচ্‌কে হেসে বলিল, ছি ! ফুলে মধু হওয়া কি দায়। পদ্মী ঐ রোগেই ম’রেছে। এ দিকে ভ্রমর এসে যে, সর্ব্বনাশ ক’চ্চে, তাহাতে ওর সংজ্ঞা নাই; মুখে আগুন্, ঠ্যাকার দেখ, যার জন্য এত মান, এত গৌরব, তার মুখেও বসে বসে কালী দিচ্চে। পোড়া কপাল! ছি। ছি। এই বলে কেতকী, পাড়া কুঁদুলে, খোঁট মুস্থুলে, মেয়েদের মত গর্ব্বিতা হ’য়ে আপন গুন্ ও আদপ্ কায়দার প্রশংসা ক’চ্চে।

অনতিদূরে স্রোতস্বতী কুল কুলরবে প্রবাহিত হইতেছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গ সকল একটীর পশ্চাৎ আর একটী ধাবিত হইতেছে।

এবং অগ্রেবটিকে জলে ডুবিতে দেখিযা পশ্চাতেরটিও জলে ডুবিতেছে। নদীব এক কুলে বৃহৎ ও ক্ষুদ্র তবণী সকল শ্রেণী বদ্ধ হইযা থাকাতে তথায এক অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদন কবিতেছে। দূব হইতে দেখিলে বোধ হয, কে যেন ভাগীবথীব অপাঙ্গে অঞ্জন পবাইয়া দিযাছে। তটিনী তটেব স্থানে স্থানে প্রস্তব নির্ম্মিত ঘাট, প্রত্যেক ঘাটে যুগল মন্দিব, তন্মধ্যে শ্বেত প্রস্তব নির্ম্মিত শিবলিঙ্গ, তৎপবে একটী সুন্দব গ্রাম; গ্রামে প্রবেশ কবিবাব প্রশস্ত পথ, তাহাব দুই পার্শ্বে নানা জাতিবৃক্ষশ্রেণিবদ্ধ হইযা অবস্থিতি কবিতেছে। তন্মধ্যে এক একটি বৃক্ষ, যেন বালার্কেব গতি বোধ কবিবাব নিমিত্তই সর্ব্বোপবি মস্তক উত্তোলন কবিয়া দণ্ডায়মান বহিযাছে। দিনমণি এই ব্যাপাব দৃষ্টে হাসিতে হাসিতে অগ্রেই তাহাদিগেব মস্তকে সুবর্ণ মুকুট পবাইযা, যেন জগতেব লোকদিগকে বৈরনির্যাতনেব সদযুক্তি শিখাইযা দিতেছেন। বৃক্ষগণ শিবে কনক মুকুট পবিয়া পূর্ব্বের দুবভিসন্ধি বিস্মৃত হইয়া মনেব আনন্দে হেলে দুলে নৃত্য কবিতে লাগিল। প্রভাকব এই অবকাশে শন্ শন্ কবিযা তাহাদিগেব শিবদেশ অতিক্রম কবিলেন।

ক্রমে হাটে ঘাটে লোকে পবিপূর্ণ, পাঠক মহাশয। এই গ্রামটির নাম বিলাসপুব, বজনীবাবু এই গ্রামেব জমিদাব, বিলাসপুর একটী প্রকৃত বাণিজ্য স্থান; এখানে অনেক ধনাঢ্য ব্যক্তিব বসবাস এবং বড বড মহাজনিগদিও আছে। ইহা ব্যতীত হাট, বাজাব, বাস্তা, ঘাট অতি সুন্দব ও পরিষ্কৃত। গ্রামে বড় বড দুইটি বিদ্যালয়, একটি প্রকাণ্ড দেবালয; তন্মধ্যে দুইটি অতিথিশালা, তাহাব দক্ষিণে রজনী বাবুব বৃহৎ অট্টালিকা; তদূর্দ্ধে দৃষ্টিপাত কবিলে বোধ হয় যেন সৌধশিখর গগণতল ভেদ কবিযা গমন করিতেছে। বাটীব চারিদিকে গড। সম্মুখে একটী মাত্র সেতু, তাহাব পব প্রকাণ্ড ফটক; ফটকেব দুইপার্শ্বে দুইজন শান্তিবক্ষক, বন্দুক হস্তে পাহাবা দিতেছে। তাহার

পর প্রশস্ত রাস্তা, রাস্তার দুই পার্শ্বে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাষ্ঠ স্তম্ভে লৌহ শৃঙ্খল গ্রথিত, তন্মধ্যে নানাজাতি পুষ্পবৃক্ষ এবং স্থানে স্থানে শ্বেত প্রস্তর নির্ম্মিত এক একটী প্রতিমূর্ত্তি সংস্থাপিত রহিয়াছে। এই সকল অতিক্রম করিয়া যাইলে সদর বাটী প্রবেশ করিবার বৃহৎ দ্বার, তাহার দুই ধারে বড় বড় দেউড়ি। তদুপরি দুইজন হিন্দুস্থানি দ্বারবান সিদ্ধি ঘুঁটিতেছে। দেউড়ির পাশে দুইটী বৃহৎ ঘর, তন্মধ্যে অনেকগুলি আমলা বসিয়া খাতা পত্র লিখিতেছে। বাটী নিস্তব্ধ কাহারও কোন সাড়া শব্দ নাই। এতবড় অট্টালিকা দাস দাসী ও সরকার আমলায় পরিপূর্ণ; কিন্তু কাহারও মুখে টুঁ শব্দটী নাই। কেবল পূজার দালানে কপোতের ধ্বনিতে বাটীটা সরগরম করিয়া রাখিয়াছে।

রজনীবাবুর বাটীতে পরিবারের মধ্যে তাঁহার মাতা, তিনটি বিধবা ভগ্নি, জ্যেষ্ঠা ভগ্নীর এক পুত্র তাঁহার নাম প্রিয়নাথ, প্রিয়নাথ বাবুর বয়ঃক্রম প্রায় ত্রিশ বত্রিশ বৎসর হইবে। তিনি রূপে ও গুণে রজনী বাবুর সমতুল্য, তাঁহার দুই পুত্র ও এক কন্যা, প্রিয়নাথ অল্প বয়সে পিতৃহীন হইয়াছিলেন। সুতরাং তিনি বাল্যকাল হইতে মাতামহের আশ্রয়ে বাস করিতেছেন। এ ছাড়া আর দুই ভগ্নীর চারি কন্যা তাহারা সধবা, তাহাদিগের সন্তান সন্ততি চারি পাঁচটী করিয়া হইবে, প্রিয়নাথ ও রজনীবাবুতে হরিহর আত্মা, কুমুদিনী ও প্রিয়নাথের স্ত্রীতে সেইরূপ; যদিও প্রিয়নাথ এবং রজনীকান্তে মামা ভাগীনেয় সম্পর্ক ছিল, কিন্তু অন্য লোকে তাহাদিগের সৌহৃদ্যতা দেখিয়া আপন ভ্রাতার ন্যায় জ্ঞান করিত। ললিতবাবুর অল্প বয়সে এই তিন কন্যা হয়। তাহার পর দশ বারো বৎসর আর কোন সন্তান সন্ততি হইল না দেখিয়া, তিনি কন্যাদিগের বিবাহ দিয়া স্বস্ত্রীক কয়েক বৎসর কাশীধামে বাস করেন। তথায় পুত্র কামনায় অনেক যোগ যাগের পর তাঁহার পরিবার অন্তঃসত্ত্বা হয়েন। পরে যখন তাঁহার স্ত্রী অষ্টম মাস অন্তঃসত্ত্বা সেই সময় কোন দৈব বিপাকে তিনি ছদ্ম-

বেশে পরিবার লইয়া সেস্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। মনুষ্যের পদে পদে বিপদ, যখন তাঁহার নৌকা ধাত্রীগ্রাম আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন রাত্রি প্রায় ছয় সাত দণ্ড হইয়াছে। সহসা সেই দিন তাঁহার পরিবারের প্রসব বেদনা উপস্থিত হয়। তিনি এই ঘোর বিপদে পড়িয়া, স্বয়ং একজন ক্ষেপণীবাহককে সমভিব্যাহারে লইয়া গ্রাম মধ্যে ধাত্রীর অনুসন্ধানে প্রবেশ করেন, সৌভাগ্য ক্রমে পথিমধ্যে যাইতে যাইতে একটি স্ত্রীলোকের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। ললিতবাবু তাহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হ্যাঁ গা বাছা! এ গ্রামে ধাত্রী পাওয়া যায়? স্ত্রীলোকটী প্রথমে তাঁহার কথা বুঝিতে না পারিয়া বলিল কি বলিতেছেন বাবু? ললিতমোহন বলিলেন এখানে প্রসব করাইবার ধাই মেলে? স্ত্রীলোকটী বলিল, হেঁ বাবু! মেলে, কোথায় যেতে হবে? ললিতবাবু তাহাকে সমস্ত ঘটনা খুলিয়া বলিলেন। স্ত্রীলোকটী তাঁহার এই বিপদ শুনিয়া বলিল বাবু আমি নিজেই ধায়ের কার্য্য করি, সন্ধ্যার সময় এই গ্রামে একটী বাবুর পরিবারকে দেখিতে গিয়াছিলাম। তাঁহারও প্রসব বেদনা হইয়াছে। কিন্তু এখনও বিলম্ব আছে দেখিয়া আমি আর একজন ধাইকে ডাকিতে যাইতেছি। বাবু বড় ভদ্র, তিনি আমায় বলিয়াছেন যদ্যপি পুত্র সন্তান হয়, তবে আমায় দুইশত টাকা আর এক যোড়া সোণার বালা দিবেন। ললিতবাবু তাহার এই কথা শুনিয়া বলিলেন, দেখ বাছা! আমি বড় বিপদে পড়িয়াছি, তুমি আমায় আর দুইজন ধায়ের অনুসন্ধান করিয়া দাও। আমার কন্যাই হউক আর পুত্রই হউক আমি তোমাকে ভাল করিয়া সন্তুষ্ট করিব। ধাই বলিল, আপনি এইখানে দাঁড়ান, ঐ সম্মুখে আমার বাড়ী, আমি এখনি দুইজন ধাই আনিতেছি। ললিতবাবু তথায় ক্ষণকাল দণ্ডায়মান থাকিলেন। পরে সেই স্ত্রীলোকটি আর দুইটী ধাত্রী সমভিব্যাহারে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল। এবং ক্ষণেক তাহারা কিছু অন্তরে যাইয়া পরস্পরে

কি কথোপকথন করিল। পরে পূর্ব্ব পরিচিত স্ত্রীলোকটি সেই দুই জনকে ললিতবাবুর নিকটে আনিয়া বলিল, মহাশয়। এই দুইজন ধাইকে আপনি লইয়া যান, ললিতবাবু তাহার কথায় আর দ্বিরুক্তি না করিয়া তাহাদিগকে লইয়া নৌকায় গমন করিলেন। এবং ধাত্রী দ্বয়কে তাঁহার পরিবারের নিকট রাখিয়া আপনি অপর একখানি নৌকায় যাইয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। রাত্রি যখন দ্বিপ্রহর অতীত হইয়াছে, তখন শুনিলেন তাঁহার এক নবকুমার হইয়াছে, ললিতবাবু এই সংবাদে পরম পুলকিত হইলেন। এবং প্রফুল্লবদনে বলিলেন তোমরা সকলে সাবধানে থাক, কল্য প্রাতেঃ আমি ধাত্রী এবং আর আর সকলকে সন্তোষের সহিত বিদায় করিব। এই বলিয়া তিনি শয্যায় শয়ন করিলেন। এবং নানাবিধ চিন্তা করিতে করিতে নিদ্রিত হইলেন। ক্ষণেক পর তাঁহার কর্ণে একটী ক্রন্দন ধ্বনি প্রবেশ করাতে নিদ্রা ভঙ্গ হইল। এবং তাড়াতাড়ি নৌকার নিকট আসিয়া ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাসা করায় অবগত হইলেন, সদ্য প্রসূত পুত্রটী জীবিত নাই। ইহা শুনিয়া ললিতবাবু সাতিশয় দুঃখিত হইলেন এবং পরিবারকে সান্ত্বনা বাক্যে বলিলেন আর কাঁদিয়া কি হইবে। ভগবানের ইচ্ছা যাহা হইবার তাহাই হইয়াছে। কাঁদিয়া আর কেন নিজের শরীরকে অসুস্থ করিতেছ? এক্ষণে ঈশ্বরের নিকট এই কামনা কর যাহাতে আমরা নির্ব্বিঘ্নে স্বদেশে যাইয়া পৌঁছিতে পারি। এই বলিয়া তিনি তথা হইতে প্রস্থান করিতেছেন এমন সময় সম্মুখে একটী স্ত্রীলোককে দেখিতে পাইয়া সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কে গা? স্ত্রীলোকটি বলিল, আজ্ঞা আমি আপনার কি সন্তান হইয়াছে তাহা জানিতে আসিয়াছি। ললিতবাবু তাহার স্বর শুনিয়া বুঝিতে পারিলেন যে, স্ত্রীলোকটি তাঁহাকে ধাত্রী অনুসন্ধান করিয়া দিয়াছিল সেই তাঁহাকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিতেছে, সুতরাং তিনি তাহার নিকটে যাইয়া বলিলেন, একটি

পুত্র সন্তান হইয়াছিল কিন্তু সেটি নষ্ট হইয়াছে। এই বলিয়া তিনি নৌকায় গমন করিলেন। এবং পরদিন প্রাতেঃ মৃত শিশুকে জাহ্নবী জলে বিসর্জ্জন দিয়া বিলাসপুরে যাত্রা করিলেন, এবং দুই দিবস পরে আপন বাটীতে আসিয়া উপনীত হইলেন। ক্রমে বাটীর পরিবার সকল এই সংবাদ অবগত হইয়া যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইলেন।

ললিতবাবু বারাণসীধাম হইতে বাটী আসার কিছুকাল পর প্রিয়নাথের জন্ম হয়। প্রিয়নাথ যখন পঞ্চদশ বৎসরের হইল, তখন ললিতবাবু মনে মনে স্থির করিয়া ছিলেন, যে তাঁহার আর পুত্র হইবার সম্ভাবনা নাই, সুতরাং দৌহিত্রকে সমস্ত বিষয় অর্পণ করিবেন, কিন্তু দৈব বিপাকে তাঁহার সে আশা পূর্ণ হইল না।

ললিতবাবু পরমহিন্দু ছিলেন, তিনি প্রত্যহ ইষ্টদেব ও ব্রাহ্মণের পূজা না করিয়া জল গ্রহণ করিতেন না। এ ছাড়া তাঁহার আর একটি বাতিক ছিল, তিনি নিদ্রাবস্থায় ভাল মন্দ স্বপ্ন দেখিলে তাহা দৈব আজ্ঞা ভাবিয়া বিশ্বাস করিতেন। কোন দুঃস্বপ্ন দেখিলে হোম যাগ করিয়া তাহার প্রতীকার করিতেন, এবং সুস্বপ্ন দেখিলে যাবৎ তাহার ফল প্রাপ্ত না হইতেন তাবৎকাল যাগযজ্ঞে প্রবৃত্ত থাকিতেন। একদিন নিশাকালে তিনি স্বপ্ন দেখিলেন, কে যেন তাঁহাকে বলিল, দেখ তুমি পুত্র মুখাবলোকনে বঞ্চিত হইয়াছ, সে নিমিত্ত দুঃখিত হইও না। তুমি দৈবে যাহাকে প্রাপ্ত হইবে তাহাকে দৈব দত্তক পুত্র ভাবিয়া গ্রহণ করিবে এবং সেই পুত্র দ্বারায় তোমার পূর্ব্বপুরুষ দিগের কার্য্যও নাম রক্ষা হইবে। ললিত মোহনের একে ত সন্দিগ্ধ চিত্ত, তাহাতে এই স্বপ্ন দেখিয়া মনে মনে ধ্রুব বিশ্বাস করিলেন যে ইহা মা ছিন্নমস্তার প্রত্যাদেশ, সুতরাং এই চিন্তা মনোমধ্যে বলবতী হওয়াতে তাঁহার পূর্ব্ব সঙ্কল্প অন্তর হইতে দূরীভূত হইয়াছিল। এবং অল্প দিনের মধ্যে স্বপ্নের ফলও হাতে হাতে ফলিয়াছিল। তিনি দৈব কর্ত্তৃক রজনীকান্তকে জাহ্নবীকূলে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। রজনী

কান্তের জাতি কুলের বিষয় অনবগত থাকায় এক সন্দেহ ছিল কিন্তু মা ছিন্নমস্তার সেবিকা ভবানীদেবী স্বয়ং বিলাসপুরে আসিয়া সকলের সমক্ষে সে সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া দিলেন। তিনি ললিত বাবুকে বলিলেন, রজনীকান্ত জাতিতে কায়স্থ এবং উচ্চকুলোদ্ভব, দৌহিত্র সত্ত্বেও ইহাকে পুত্ররূপে গ্রহণ করিতে হইবে। কারণ ইহার মধ্যে কোন নিগুঢ় অর্থ আছে, এ কার্য্যে তোমরা কেহই দুঃখিত হইও না, এবং প্রিয়নাথকে নিকটে ডাকিয়া বলিলেন দেখ বৎস প্রিয়নাথ। তুমি রজনীকান্তকে আপন মাতুলের ন্যায় জ্ঞান করিবে। এবং রজনীকান্ত যে কে, তাহা পরে জানিতে পারিবে। আর আমার এই পালিত কন্যা কুমুদিনীকে রজনীকান্তের হস্তে অর্পণ করিলাম। ইহাকে তুমি ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিবে। পরে ললিত বাবুকে বলিলেন বৎস ললিত মোহন। তুমি এই পুত্র ও পুত্রবধূ লইয়া সুখ স্বচ্ছন্দে কালযাপন কর, আমি এক্ষণে বিদায় হইলাম। এই বলিয়া তিনি তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

বিলাসপুরের সমস্ত লোক এই ব্যাপার দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইল। পরে ললিতবাবুর মৃত্যু হইলে রজনীবাবু বিলাসপুরের জমিদার হইলেন। বিলাসপুরের সমস্ত লোক ভবানীদেবীকে প্রকৃত দেবী বলিয়া জানিত। সুতরাং তাঁহার আজ্ঞা সকলকার শিরোধার্য্য হইল। রজনীবাবুও এই বিপুল সম্পত্তির একাধীশ্বর হইয়া সমস্ত লোকদিগকে বশীভূত করিলেন। সম্প্রতি রজনীবাবু সস্ত্রীক ভবানীদেবীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইয়া দস্যু কর্ত্তৃক বিপদগ্রস্ত হইয়াছেন। এই সংবাদ গ্রামমধ্যে প্রচার হওয়াতে সকলেই দুঃখ সাগরে নিমগ্ন, বাটীর পরিবারগণ অবিশ্রামে রোদন করিতেছেন। রজনীকান্তের মাতা ধূলায় লুণ্ঠিত, প্রিয়নাথ এই সংবাদ পাইয়া রজনী বাবুর অনুসন্ধানে গমন করিয়াছেন। কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাঁহার দেখা নাই। এই সকল কারণ বশতঃ রজনীবাবুর সেই বৃহৎ অট্টালিকা জনশূন্যের

ন্যায বোধ হইতেছে। বাটীতে লোকে পরিপূর্ণ কিন্তু কাহার ও মুখে কথা নাই। সকলেই চিন্তায মগ্ন; এবং মধ্যে মধ্যে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছে। বেলা চারি দণ্ড অতীত হইযাছে, এমন সময একজন দাসী অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করিযা হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, মা ঠাকুরুণ। আর ভয নাই। বাবু আসিযাছেন, এই সংবাদ সকলের কর্ণ গোচর হওযাতে তথায এক আনন্দের কোলাহল উঠিল। এবং ক্ষণেক পর দেবালযে ও গ্রামের প্রত্যেক গৃহে মঙ্গল সূচক শঙ্খের ধ্বনিতে বিলাসপুর প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। কর্ত্রীঠাকুরাণী দাসীর প্রমুখাৎ এই শুভ সংবাদ শুনিযা তাড়াতাড়ি গৃহাভ্যন্তরে আসিযা দেখিলেন সম্মুখে প্রিযনাথ ও তাঁহার পশ্চাৎ চন্দ্রনাথ নৃত্য করিতে করিতে তথায আসিযা উপস্থিত হইল। কর্ত্রীঠাকুরাণী তাড়াতাড়ি চন্দ্রনাথকে ক্রোড়ে লইযা বারংবার তাহার মুখ চুম্বন করিতে লাগিলেন। এমন সময রজনীবাবু আসিযা মাতার চরণে প্রণাম করিলেন। কর্ত্রীঠাকুরাণী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা সকলে আসিলে আমার কুমুদিনী কোথায? রজনীকান্ত, মাতার এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিলেন না। কারণ সে সময তাঁহার চক্ষুদ্বয জলে পরিপূর্ণ হওযাতে তিনি মুখ ফিরাইযা আপন কক্ষে গমন করিলেন।

রজনীবাবুর মাতা অতিশয বুদ্ধিমতী ছিলেন, তিনি এই ব্যাপার দৃষ্টে আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলেন না। ভাবিলেন আমার গৃহলক্ষ্মী কুমুদিনী জীবিতা নাই। রজনী সেই স্বর্ণ প্রতিমাকে ভাগীরথীর গর্ভে বিসর্জ্জন দিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে শূন্য গৃহে প্রবেশ করিল। হায। কি সর্ব্বনাশ এখন আমি কি করি, এই ভাবিয়া তাঁহার নেত্র দিয়া অনর্গল জলধারা পতিত হইতে লাগিল। চন্দ্রনাথ বালক, সে তাঁহার ক্রোড়ে থাকিয়াও কিছু বুঝিতে পারিল না। প্রিযনাথের স্ত্রী কর্ত্রীঠাকুরাণীকে রোদন করিতে দেখিয়া তাড়াতাড়ি তাঁহার

ক্রোড় হইতে চন্দ্রনাথকে লইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

বাটীর সকলের হরিষে বিষাদ, কুমুদিনী কোথায় একথা কেহ কাহাকে জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করিতেছেন না। সকলেই নীরব, কাহার মুখে কোন কথা নাই। ক্রমশঃ গ্রামেও এই কথা প্রচারিত হওয়াতে আবাল, বৃদ্ধ, বনিতা একত্র হইয়া হা হুতাশ করিতে লাগিল। কেহ বলিতেছে কুমুদিনী ডাকাতের ভয়ে জাহ্নবীগর্ভে পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। কেহ বলিতেছে, ডাকাতে খুন করিয়াছে, আবার কেহ বলিতেছে, ভবানী দেবী থাকিতে কুমুদিনীর কোন অমঙ্গল হইবে না। কুমুদিনী মাতার নিকট আছেন। তথায় কিছুদিন থাকিয়া আবার বাটীতে আসিবেন। এই রূপ সকলেই আপন আপন মনের ভাব পরস্পরের নিকট ব্যক্ত করিতেছেন।

বেলা তৃতীয় প্রহর, প্রিয়নাথ ও রজনীকান্ত অন্তঃপুর মধ্যে এক কক্ষে বসিয়া আছেন। উভয়ের মুখ ম্লান এবং উভয়ে গভীর চিন্তায় মগ্ন, এমন সময় রজনীকান্তের মাতা কাঁদিতে কাঁদিতে সেই গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিলেন, রজনি! তুমি আমায় সত্য করিয়া বল, কুমুদিনী কোথায়? রজনীকান্ত মাতাকে এরূপ অবস্থায় সহসা গৃহ মধ্যে আসিতে দেখিয়া শশব্যস্তে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক বলিলেন, মা! কাঁদিবেন না। কুমুদিনীর কথা আমি বলিতেছি। মাতা রোদন সম্বরণ করিলেন। রজনীকান্ত একটী দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন, গতরাত্রে, মা—ভবানী দেবীর কথায় বোধ হইল, কুমুদিনী জীবিত আছে। কিন্তু আমার মনে তাহা বিশ্বাস হইতেছে না।

মা। কেন? তোমার তাহা বিশ্বাস না হবার কারণ কি?

রজনী। ডাকাতে চন্দ্রনাথকে এবং কুমুদিনীকে লইয়া পলায়ন করিয়াছিল। আসিবার সময় চন্দ্রনাথকে পাইলাম কিন্তু কুমুদিনীকে পাইলাম না। তাই ভাবিতেছি কুমুদিনী জীবিতা নাই।

মা। তিনি কুমুদিনীর কথা কি বলিলেন।

রজনী। তিনি কুমুদিনীর কথা কিছুই বলিলেন না, তবে গতরাত্রে যখন তিনি আমাদের নিকট উপস্থিত ছিলেন, সেই সময় চন্দ্রনাথ কে নৌকায় নিদ্রিত দেখিয়া সস্নেহে তাহার মুখ চুম্বন করিয়া বলিলেন বৎস রজনীকান্ত। তুমি চিন্তিত হইও না। এক্ষণে পুত্র লইয়া গৃহে গমন কর। আমি বলিতেছি তুমি অচিরাৎ চন্দ্রনাথকে এই রূপে মাতৃ ক্রোড়ে নিদ্রিত থাকিতে দেখিবে। তাঁহার এই কথার আভাসে বোধ হই-তেছে, কুমুদিনী জীবিতা আছে।' কিন্তু কুমুদিনী কোথায় এবং কিরূপ অবস্থায় আছে, তাহা আমি অবগত নহি।

মা। চন্দ্রনাথকে তুমি কি রূপে পাইলে?

রজনী। সুবর্ণগ্রামের জমিদার সুরেন্দ্র বাবু তাহাকে দস্যু হস্ত হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন, তার পর তিনি স্বয়ং চন্দ্রনাথকে লইয়া কল্য রাত্রে আমাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করেন। পূর্ব্বে সুরেন্দ্র বাবুর নাম শুনিয়া ছিলাম, কিন্তু কল্য তাহার সদ্‌গুণের পরিচয়ও পাওয়া গিয়াছে।

মা। তাঁহাকে কুমুদিনীর কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে?

রজনী। না তাঁহাকে কুমুদিনীর কথা জিজ্ঞাসা করা হয় নাই।

ভবানীদেবী সুরেন্দ্র বাবুকে আমাদের সমক্ষে আনিয়া বলিলেন, বৎস রজনীকান্ত। এই সুরেন্দ্র বাবু সুবর্ণগ্রামের জমিদার। ইনি চন্দ্র-নাথকে দস্যু হস্ত হইতে রক্ষা করিয়া এখানে আগমন করিয়াছেন। এক্ষণে রাত্রি অধিক নাই। তোমরা সকলে বিলাসপুরে যাত্রা কর, সুরেন্দ্রনাথ অতিশয় ক্লান্ত হইয়াছেন। আমি ইহাঁকে লইয়া গমন করি। কিছু দিনের পর সুরেন্দ্র বাবুর সহিত আবার তোমার সাক্ষাৎ হইবে, এই বলিয়া তিনি সুরেন্দ্রনাথকে সমভিব্যাহারে লইয়া বিদায় হইলেন। সুতরাং আর আমি তাঁহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারিলাম না।

কর্ত্রী ঠাকুরাণী রজনী বাবুর এই কথা শুনিয়া একটী দীর্ঘ নিশ্বাস

পরিত্যাগ পূর্ব্বক সহাস্য-বদনে বলিলেন বৎস রজনীকান্ত। এখন আমি নিশ্চিন্ত হইলাম। ভবানী দেবীর বাক্য কখন অন্যথা হইবার নহে। কুমুদিনী নিশ্চয়ই জীবিতা আছেন। তুমি সে নিমিত্ত চিন্তা করিও না। রজনী বাবু মাতার এই কথা শুনিয়া মনে মনে ভাবিলেন। হায়। স্ত্রী জাতির কি সরল অন্তঃকরণ, ভবানী দেবীর কথায় মার দৃঢ় বিশ্বাস হইল, কুমুদিনী জীবিতা আছেন, হা। প্রিয়া যে স্বামী ও পুত্র বিচ্ছেদে কোথায় এবং কিরূপ অবস্থায় দিনাতিপাত করিতেছেন তাহা জানি না। জগদীশ্বর যদি পুরুষের মনঐ রূপ সরল করিতেন, তাহা হইলে এরূপ দুঃসহ চিন্তানল গুরু জনের স্তোকবাক্যে অনায়াসেই নির্ব্বাপিত হইত। ভবানী দেবীর বাক্য কখন অন্যথা হইবার নহে। তাহা আমি জানিয়াও মনকে নিশ্চিন্ত করিতে পারিতেছিনা। কারণ কুমুদিনী দস্যু হস্তে পতিত হইয়া পতি পুত্র বিচ্ছেদে যে জীবিতা আছেন, তাহা আমার কোন ক্রমে বিশ্বাস হয় না। তবে বলিতে পারি না।

রজনীকান্ত মনে মনে এই সকল চিন্তা করিয়া প্রকাশ্যে মাতার মনস্তুষ্টির নিমিত্ত আপন মনের ভাব গোপন করিয়া হাস্য বদনে বলিলেন, আমিও বলিতেছি ভবানী দেবীর কথা কখন অন্যথা হইবার নহে। তাঁহারা গৃহ মধ্যে বসিয়া এই সকল কথোপকথন করিতেছেন। এমন সময় বাটীর এক জন পুরাতন ভৃত্য গৃহ দ্বারে আসিয়া বলিল, বাবু কাছারি বাড়ীতে এক জন সন্ন্যাসী আসিয়াছেন। তিনি চমৎকার গণিতে পারেন। আমাদের হাত দেখে, সমস্ত ঠিক ঠিক বলিয়াছেন। আপনি কি একবার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন? রজনীকান্ত ভৃত্যের এই কথা শুনিয়া সবিস্ময়ে বলিলেন সন্ন্যাসী। চমৎকার গণিতে পারে?

ভৃত্য। আজ্ঞা তাঁহার আশ্চর্য্য গণনা। যে কয়েকটী বলিলেন তাহা সমস্ত ঠিক হইল।

রজনীকান্ত ইহা শুনিয়া ক্ষণেক নিস্তব্ধ রহিলেন। ইতোমধ্যে

কর্ত্রী ঠাকুরাণী ব্যগ্রতার সহিত বলিলেন প্রিয়নাথ। তুমি সেই সন্ন্যাসীকে ঠাকুর বাটীতে লইয়া যাও। আমি তথায় যাইয়া কিছু গণনা করাইব। প্রিয়নাথ তাঁহার মনোগত ভাব বুঝিয়া বলিলেন, আপনার আর তথায় যাইবার আবশ্যক নাই। আমরা সন্ন্যাসীর নিকট গমন করিতেছি। দেখি তিনি গণনা করিয়া কি বলেন।

কর্ত্রীঠাকুরাণী ইহাতে আর কোন আপত্তি না করিয়া বলিলেন, আচ্ছা তবে তোমরা দুইজনে যাও, কিন্তু গণনা করিয়া সন্ন্যাসী যাহা বলিবেন, তাহা সমস্ত আমার নিকট ব্যক্ত করিতে চাও,।

প্রিয়। আচ্ছা তাহা আমি সমস্ত বলিব।

রজনীকান্ত এবং প্রিয়নাথ কাছারি বাটীতে গমন করিয়া দেখিলেন, এক ভয়ানক তেজঃপুঞ্জ সন্ন্যাসী, এক খানি ব্যাঘ্র চর্ম্মোপরি উপবেশন করিয়া রহিয়াছেন। তাঁহার গাত্রে বিভূতি, চক্ষু রক্তিমাবর্ণ, গম্ভীর প্রকৃতি দেখিবামাত্র মনে ভক্তিভাবের উদয় হয়। রজনীকান্ত এবং প্রিয়নাথ তাঁহাকে দেখিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন। সন্ন্যাসী হস্ত উত্তোলন করিয়া তাঁহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। পরে সন্ন্যাসীকে তাঁহারা সাদরে সম্ভাষণ পূর্ব্বক এক গৃহ মধ্যে লইয়া গিয়া বলিলেন, প্রভো! আপনার আগমনে অদ্য এ স্থান পবিত্র হইল। আপনার শ্রীচরণ দর্শনে আমরা চরিতার্থ হইলাম। এক্ষণে আমাদিগের এক বক্তব্য আছে, যদি অনুমতি করেন তবে শ্রীচরণে নিবেদন করি। সন্ন্যাসী বলিলেন বৎস। কি বলিবে বল।

রজনী। শুনিলাম আপনি গণনা দ্বারা ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান, বলিতে পারেন। অতএব আমার একটি বিষয় গণনা করিতে হইবে। সন্ন্যাসী ঈষৎ হাস্য করিয়া রজনীকান্তের দক্ষিণ কর ধারণ পূর্ব্বক ক্ষণেক তাহা অবলোকন করিয়া বলিলেন বৎস। তুমি বড় মনঃ কষ্টে আছ। কিন্তু সে কষ্ট শীঘ্র দূর হইবে।

রজনী। প্রভো! আমার মনঃ কষ্টের কারণ কি?

সন্ন্যাসী। পত্নী বিচ্ছেদ।

রজনী। আচ্ছা! আমার কয়টী বিবাহ।

সন্ন্যাসী। দুইটী, একটী গত হইয়াছেন আর একটী জীবিতা আছেন।

রজনী। জীবিতাটী কোথায় আছে, বলিতে পারেন?

সন্ন্যাসী। তিনি তোমার এক বন্ধুর বাটীতে অবস্থিতি করিতেছেন।

রজনীকান্ত এই কথা শুনিয়া সবিস্ময়ে প্রিয়নাথের প্রতি দৃষ্টি-পাত করিলেন। প্রিয়নাথ রজনীকান্তের দুই বিবাহ শুনিয়া সন্ন্যাসীর গণনায় অবিশ্বাস হওয়াতে ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, আচ্ছা প্রভু বলুন দেখি, এই বাবুর জন্ম স্থান কোথায়? সন্ন্যাসী কিয়ৎক্ষণ গণনা দ্বারা সমস্ত অবগত হইয়া রজনীকান্তের প্রতি দৃষ্টি পাত করি-লেন। রজনী বাবু সে সময় গাঢ় চিন্তায় নিমগ্ন, সন্ন্যাসী তাঁহাকে একপ ভাবাপন্ন দেখিয়া বলিলেন; বাবু তুমি চিন্তা ত্যাগ কর। আমার গণনা শেষ হইয়াছে। এক্ষণে সমস্ত বিবরণ বলিতেছি।

রজনী। আপনার আবার কি গণনা শেষ হইল?

সন্ন্যাসী। প্রিয়নাথের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন, ইনি আমায় তোমার জন্মস্থান কোথায় জিজ্ঞাসা করায় আমি গণনা দ্বারা সমস্ত অবগত হইয়াছি, এক্ষণে তুমি বলিতে বলিলে সে সমস্ত ব্যক্ত করি। রজনীকান্ত ইহা শুনিয়া কি বলিবেন কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া মস্তক অবনত করিলেন। তাঁহা-দিগের গৃহ মধ্যে যে সকল কথপোকথন হইতেছিল কর্ত্রীঠাকুরাণী গোপনে পার্শ্বস্থ গৃহে থাকিয়া সমস্তই শুনিতেছিলেন। হঠাৎ স্বর্গীয় কর্ত্তামহাশয়ের একটি কথা স্মরণ হওয়াতে তিনি দ্রুতগতি তাঁহাদের গৃহ মধ্যে উপস্থিত হইলেন। রজনীকান্ত মাতাকে তথায় আসিতে দেখিয়া সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, মা! আপনি এখানে কেন?

মা। বাছা রজনীকান্ত। আমি এই পার্শ্বের গৃহে থাকিয়া তোমাদিগের সমুদায় কথপোকথন শুনিয়াছি এবং প্রিয়নাথ প্রভুকে যাহা গণনা করিতে বলিল তাহা শুনিয়া হঠাৎ আমার মনোমধ্যে স্বর্গীয় কর্ত্তার একটী কথা স্মরণ হওয়াতে আমি এখানে আসিতে বাধ্য হইলাম। এক্ষণে প্রভু যাহা গণনা করিয়াছেন তাহা আমাদের সমক্ষে ব্যক্ত করিতে নিবেদন কর।

রজনী। মা! তাহাতে আমার কোন আপত্তি নাই। কিন্তু—

মা। কিন্তু কি?

রজনীকান্ত অনেক চিন্তার পর সন্ন্যাসীকে বলিলেন প্রভো। প্রিয়নাথ আপনাকে যাহা প্রশ্নঃ করিয়াছেন, তাহার উত্তর দানে কৃতার্থ করুন।

সন্ন্যাসী। বৎস। তোমার জন্ম বিবরণ অতিশয় আশ্চর্য্য। এক্ষণে আমি সে সমস্ত প্রকাশ করিতে পারিব না। তবে যৎকিঞ্চিৎ বলিতেছি শ্রবণ কর। তোমার জন্ম স্থান ধাত্রীগ্রাম, ভাগিরথীগর্ব্ভে। সন্ন্যাসীর এই কথা শুনিয়া সকলের গাত্র লোমাঞ্চিত হইল। কর্ত্রীঠাকুরাণী দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন, প্রভো। আমি এই কথা শুনিবার নিমিত্তই আপনার সমক্ষে আগমন করিয়াছি। এক্ষণে এ সম্বন্ধে আর আমার কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবার আবশ্যক নাই। আপনার কৃপায় আমি সমস্তই অবগত হইব। সন্ন্যাসী প্রিয়নাথের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ঈষৎ হাসিতে হাসিতে বলিলেন, বৎস প্রিয়নাথ! আর তোমার কিছু জিজ্ঞাসা আছে?

প্রিয়। আজ্ঞা আর আমার জিজ্ঞাস্য কিছুই নাই। তবে যদি দয়া করিয়া বলেন, রজনী বাবুর পত্নী কোন্ বন্ধুর বাটীতে অবস্থিতি করিতেছেন তাহা হইলে আমরা তাঁহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হই।

সন্ন্যাসী। বৎস! তিনি সুবর্ণ গ্রামের জমিদার সুরেন্দ্র বাবুর বাটীতে অবস্থিতি করিতেছেন। রজনীকান্ত তাঁহার এই কথা শুনিয়া

আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং সন্ন্যাসীর পদধূলি মস্তকে প্রদান পূর্ব্বক বলিলেন। প্রভো। যদি আপনি এই স্থানে কিছু দিন অবস্থিতি করেন তাহা হইলে আমরা চরিতার্থ হই।

সন্ন্যাসী। না বৎস। আমায় সে অনুরোধ করিও না। আমি সাগর তীর্থে যাত্রা করিয়াছি, যাবৎ তথায় উপস্থিত হইতে না পারি তাবৎ কোন স্থানে আশ্রয় লইব না।

রজনী। যদি অপরাধ মার্জ্জনা করেন, তবে আমি আর একটী কথা বলিতে ইচ্ছা করি।

সন্ন্যাসী। কি বলিবে বল।

রজনী। তীর্থ স্থানে কিছু অর্থ আবশ্যক করে অতএব আমি যৎকিঞ্চিৎ অর্থ দিতে ইচ্ছা করি, যদি অনুগ্রহ করিয়া তাহা গ্রহণ করেন তবে আমি যথেষ্ট সুখী হই।

সন্ন্যাসী। বৎস। আমি সন্ন্যাসী অর্থে কিছু মাত্র আবশ্যক নাই। তোমার সাক্ষাৎ লাভে, আমি পরম সন্তুষ্ট হইয়াছি। ভগবান তোমার মঙ্গল করুন। আমি এক্ষণে বিদায় হইলাম। সন্ন্যাসী এই বলিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

সন্ন্যাসী প্রস্থান করিলে পর, কর্ত্রীঠাকুরাণী অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং প্রিয়নাথ ও রজনীকান্ত বৈটকখানা গৃহে গমন করিয়া ক্ষণেক নিস্তব্ধ ভাবে রহিলেন। পরে রজনীকান্ত প্রিয়নাথকে জিজ্ঞাসা করিলেন, প্রিয়নাথ। সন্ন্যাসীর গণনায় তোমার কি বোধ হইল?

প্রিয়। আজ্ঞা আমিত উহার কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। কারণ আমি জানি আপনার এক বিবাহ, কিন্তু সন্ন্যাসী বলিল, আপনার দুইটী বিবাহ, একটীর মৃত্যু হইয়াছে। অপরটী জীবিতা আছেন, ইহার মধ্যে সত্য মিথ্যা আপনি বলিতে পারেন।

রজনী। প্রিয়নাথ। আমি দেখিতেছি সন্ন্যাসী আমার বিবাহের বিষয় যাহা বলিলেন, তাহা মিথ্যা নয়। জন্মস্থান কোথায়, তাহাও ঠিক

বলিয়াছেন। কিন্তু "ভাগীরথীর গর্ব্ভোপরি" ইহার ভাবত আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। আচ্ছা আর একটী কথা, মা যে আমাদের নিকট আসিয়া বলিলেন, স্বর্গীয় কর্ত্তামহাশয়ের এক কথা স্মরণ হওয়াতে তিনি সন্ন্যাসীর নিকট আগমন করিয়াছিলেন, এ কথার ভাব কি?

প্রিয়। তাহার ভাব আপনিও যেরূপ অজ্ঞাত, আমিও সেইরূপ অজ্ঞাত। যাহা হউক এক্ষণে আমার এই বক্তব্য যদি গণনায় আপনার বিশ্বাস হইয়া থাকে তবে কুমুদিনীর অনুসন্ধান করা উচিত।

রজনী। গণনায় আমার বিশ্বাস হইয়াছে সত্য, কিন্তু কুমুদিনী যে সুরেন্দ্রনাথের বাটীতে আছেন, এ বিষয় আমার সন্দেহ, কারণ সুরেন্দ্রবাবু একজন সম্ভ্রান্ত এবং উদার চরিত্র ব্যক্তি, তাঁহার ন্যায় সদ্‌গুণ বিশিষ্ট মনুষ্য আজ কাল অতি বিরল, দেখ,—কল্য তিনি কত কষ্ট সহ্য করিয়া সেই গভীর যামিনীতে চন্দ্রনাথকে আমাদিগের নিকট আনিয়াছিলেন। যদি কুমুদিনী তাঁহার বাটীতে থাকিত, তবে চন্দ্রনাথের সমভিব্যাহারে তিনি কি তাহাকে আমাদের নিকট আনিতেন না?

প্রিয়। আপনি যাহা বলিতেছেন তাহা সত্য কিন্তু আমার মনে আর এক ভাবের উদয় হইতেছে।

রজনী। কি ভাব?

প্রিয়। যদি সন্ন্যাসীর অন্যান্য গণনা সত্য হইয়া থাকে তবে একথা মিথ্যা হইবে না, কারণ এও তো হইতে পারে সুরেন্দ্রবাবু যখন চন্দ্রনাথকে লইয়া কল্য বাটী হইতে যাত্রা করেন, সে সময় কুমুদিনী তাঁহার বাটীতে না থাকিতে পারেন, তাঁহার বিদায়ের পর কিম্বা অদ্য কোন ঘটনা ক্রমে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইয়া থাকিবেন।

রজনী। হেঁ। ইহা হইলেও হইতে পারে। একথা যুক্তিসিদ্ধ বটে; তবে এখন আমাদিগের কি করা কর্ত্তব্য?

প্রিয়। আজ কাল দুইদিন দেখা যাউক, যদি ইহা সত্যই হয়, তবে সুরেন্দ্রবাবু অবশ্যই আমাদিগকে সমাচার পাঠাইবেন।

রজনী। যদি দু এক দিবস মধ্যে তাঁহার নিকট হইতে কোন সমাচার না আইসে তাহা হইলে কি করা যাইবে?

প্রিয়। যদি এরূপ হয তবে অগ্রে আমরা সুরেন্দ্রবাবুকে সমাচার পাঠাইযা পশ্চাৎ চন্দ্রনাথ, আপনি, কর্ত্রীঠাকুরাণী আর আমি, তথায় গমন করিব।

রজনী। কর্ত্রীঠাকুরাণী এবং চন্দ্রনাথকে লইয়া যাইবার আবশ্যক কি?

প্রিয। উহাঁদিগকে লইয়া যাওয়ার বিশেষ আবশ্যক আছে।

রজনীবাবু প্রিযনাথের এই কথা শুনিয়া মনে মনে ভাবিলেন প্রিযনাথ যাহা বলিতেছে তাহা যথার্থ, কারণ কর্ত্রীঠাকুরাণী এবং চন্দ্রনাথ এ সময আমাকে ছাড়িযা থাকিতে পারিবেন না সুতরাং তাঁহাদিগকে সমভিব্যাহারে লইযা যাওয়া সদ্‌যুক্তি হইয়াছে। তিনি এই ভাবিয়া প্রিযনাথকে বলিলেন আচ্ছা তাহাই হইবে।

রাত্রি প্রভাত।

মাধবী।

লোকে বলে এই ধরামধ্যে চতুর্ব্বিধ ব্যক্তি নিদ্রাত্যাগী। প্রথম ব্যাধিগ্রস্ত, দ্বিতীয কৃপণ ধনি, তৃতীয যোগী, চতুর্থ দরিদ্র, কিন্তু আমি দেখিতেছি এই চারি প্রকার ব্যক্তি অপেক্ষা বিচ্ছেদ গ্রস্ত ব্যক্তি অধিক পরিমাণে নিদ্রাত্যাগী। পাঠক মহাশয। স্মরণ করিযা দেখুন আপনি সে দিবস যে বসন্তকুমারীকে বাতায়নপথে বসিযা সমস্ত রাত্রি জাগ্রত অবস্থায কাটাইতে দেখিয়াছেন, অদ্য এই গভীর নিশায় তিনি কোথায়? ঐ দেখুন, বসন্তকুমারী বিচ্ছেদানলে পূর্ণ আহুতি দিয়া শয্যাপরি সুরেন্দ্রনাথের পার্শ্বে নিদ্রা যাইতেছেন।

বিচ্ছেদগ্রস্ত ব্যক্তির বাতিকের কোপে শ্লেষ্মার সঞ্চার হইলে আর রক্ষা নাই। সুরেন্দ্রনাথ বাটী আসিয়া বসন্তকুমারীকে সেই দুরন্ত বিচ্ছেদ যন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণ করিয়াছেন। কিন্তু অদ্য দেখুন "উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে" বাটীর সমস্ত লোকেই সুষুপ্ত। কেবল মাধবীর চক্ষে নিদ্রা নাই। সে অনেকক্ষণ একাকিনী সুরেন্দ্রনাথের পার্শ্বের গৃহে শয়ন করিয়া ছিল। নিদ্রা না হওয়াতে শয্যা হইতে উঠিয়া বারাণ্ডায় আসিয়া বসিল। গাত্রে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম নির্গত হইতেছে; চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিয়া দেখিল, সকল ঘরের দ্বার উন্মুক্ত কাহারও সাড়া শব্দ নাই।

পাঠক মহাশয়। এক্ষণে আপনি জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, মাধবীর নিদ্রা নাই কেন? ও ত বাল্যকাল হইতে পতিহীনা এবং সময়ে সময়ে আক্ষেপ করিয়া থাকে যে বিচ্ছেদ ও বিরহ কাহাকে বলে তাহা আমি জানি না। তবে ও বিচ্ছেদগ্রস্ত ব্যক্তির ন্যায় নিদ্রাত্যাগী কেন? মাধবী কি ডুবে ডুবে জল খাইতে শিখিয়াছে? না, অমন কথা মনে স্থান দিবেন না। মাধবীর সরল চিত্ত। যদি বলেন ওর সরল চিত্ত গরল মাখানর মত দেখিতেছি কেন? একথার উত্তর আমি দিতে অক্ষম। অতএব আপনি এবিষয় মাধবীর সদৃশ অবলাকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখুন, বোধ হয়, সে আপনাকে ইহার প্রকৃত অর্থ বুঝাইয়া দিতে পারে।

মাধবী ক্ষণকাল বারাণ্ডায় উপবেশন করিয়া দেখিল অদ্য যামিনীতে প্রকৃতিদেবী যেন একবার হাসিতেছেন ও একবার কাঁদিতেছেন। নভোমণ্ডলে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিল নিশানাথ যেন কোন দুষ্কর্ম্ম করিয়া কাহার ভয়ে দ্রুতবেগে পলায়ন করিতেছেন, এবং মধ্যে মধ্যে এক এক খণ্ড তুষারবর্ণ মেঘ আসিয়া তাঁহার গতিরোধ করিতেছে। তারাপতি এই চক্রে পতিত হইয়া ব্যতিব্যস্ত। চকোরেরা মাঝে মাঝে সুধাকরকে মেঘ মুক্ত হইতে দেখিয়া সুধাপানাশয়ে

যেমন তাহার প্রতি ধাবিত হইতেছে, অমনি আর একখণ্ড মেঘ আসিয়া তাহাকে লুক্কায়িত করিতেছে। সুতরাং চাঁদের সুধা অদ্য আর চকোরের অদৃষ্টে ঘটিতেছে না। নক্ষত্রগণও মধ্যে মধ্যে চন্দ্রের জ্যোতিঃ হ্রাস হইতে দেখিয়া সেই অবকাশে আপনাদিগের গৌরব বৃদ্ধির নিমিত্ত কিঞ্চিৎ সমুজ্জ্বল হইয়া কৃষ্ণ পক্ষের পরিচয় দিতেছে। নিশানাথ তখনি আবার মেঘ মুক্ত হইয়া তাহাদের গর্ব্বের খর্ব্ব করিতেছে। মাধবী এই সকল দেখিয়া একটি দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিল এবং মনে মনে বলিল হা ভগবান। তোমার লীলা বোঝা ভার! তোমার নিকট প্রকৃতিরও নিস্কৃতি নাই। কাল যামিনীতে যে শশধরকে নির্ম্মল আকাশে স্থির ভাবে থাকিয়া হাস্য মুখে চকোরকে সুধাদানে পরিতৃপ্ত করিতে দেখিয়াছি, আজ সেই প্রকৃতির অবস্থা এরূপ কেন? নক্ষত্রগণের সে দীপ্তি নাই। চন্দ্রেরও সে শান্তমূর্ত্তি নাই। গগনের সে নীলাভা নাই। কেন নাই? এর ভাব কি? মেঘ। এক মেঘেই এত। ভাল, আকাশে চন্দ্র ও নক্ষত্রগণকে যেন মেঘেই হাসাইতে কাঁদাইতে পারে। আচ্ছা, মানুষের মন হাসে কাঁদে কিসে? আমিত এর কিছুই ভেবে চিন্তে স্থির কত্তে পাচ্ছিনে। আগে আমি কান্না কারে বলে জান্‌তেম্ না, জান্‌বো না কেন? জান্‌তাম্, কিন্তু কাঁদতাম না। এখন আমার সেই কান্না চক্ষে লেগে র'য়েচে। আর হাসতে ইচ্ছা হয় না। অপরকে হাসতে দেখলে সেখান থেকে সরে আসি। রাত্রে নিদ্রা নাই, অন্ধকারে কেবল চক্ষু বুজে পড়ে থাকি। আগে আমার একঘুমে রাত কাটিত, এখন সে রাত আমার কালের স্বরূপ হ'য়েচে। মাধবী, এই সকল ভাবিতেছে এমন সময় তাহার মনোমধ্যে আর একটী চিন্তা আসিয়া আশ্রয় করিল। সে এক দৃষ্টে গগন মণ্ডলের দিগে চাহিয়া থাকায় একটি চেনা নক্ষত্রের পার্শ্বে আর একটি নূতন নক্ষত্র দেখিল এবং পূর্ব্ব চিন্তা বিস্মৃত হইয়া ভাবিল মানুষ মোলে নিশ্চই নক্ষত্র হয়, তার আর কোন সন্দেহ নাই। ঐ উজ্জ্বল তারাটি

আমি রোজ দেখি, কিন্তু ওর পাশের ঐ ছোট তারাটি তো একদিন-ও, দেখি নাই। তবে ওটি কোথা থেকে এলো? মানুষ মো'রে নিশ্চয়ই নক্ষত্র হয়, ঐ তারাটি আর কেহই নয় ও কুমুদিনী, কুমুদিনী সাধ্বী সতী, সে পতির বিচ্ছেদে প্রাণ ত্যাগ করিয়া সকল যন্ত্রণা হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছে। আবার ভাবিল মানুষ মরিলে যদি সকল যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হয়, তবে লোকে মরেনা কেন? আশা!! আচ্ছা কুমুদিনীর কি, সে আশা ছিলনা? না। আমার বোধ হয় তার সে আশাছিলনা। সুতরাং তার প্রাণ পাখী দেহপিঞ্জর হইতে পালাইয়া ঐ চন্দ্র লোকে গিয়াছে। সে ঐ বড় তারাটির পাশে যাইয়া উঁকি মেরে আপন পতি পুত্রকে দেখে মুচ্‌কে মুচ্‌কে হাস্‌চে। হায়। আমি কি পাতকিনী, পিতা, মাতা, ভগ্নী ও স্বামী এসকলের বিচ্ছেদে এখনও জীবিত আছি। এঁরা সকলেই আকাশে এক একটি নক্ষত্র হ'যে আমার রঙ্গ দেক্‌চেন। আমি কাহাকেও দেক্‌তে পাচ্চিনা। মাধবী এই ভেবে একটি নক্ষত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কর জোড়ে বাষ্পাকুল নয়নে বলিল মা' ও মা। আমায় ডেকে নাও। আমি কত দিন আর এই দুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ কর্‌বো। হায়। আমার এক যাত্রার পৃথক ফল। এক সঙ্গে আমরা দুই বোনে জন্মালাম একজন ছেলে বেলায় গঙ্গার জলে ডুবেমোলো কিন্তু এপর্যান্ত আমার মরণ হলো না। শুন্‌তে পাই যমজের মধ্যে একটির মৃত্যু হ'লে আর একটি বাঁচেনা। কই আমার তো তা হলো না। আমি কেবল কাঁদিবার নিমিত্ত ইহ সংসারে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি। হায়। এরপর আমার অদৃষ্টে যে কত কষ্ট আছে, তা বলিতে পারি না। এত দিন, যা হউক এক রকম, হেসে খেলে কাটাচ্ছিলাম, কিন্তু কি কুক্ষণে যে স্বপ্ন দেখ্‌-লাম তাহাই আমার কালের স্বরূপ হ'য়েছে। শুদু স্বপ্ন কেন? আজ সুরেন্দ্রনাথের নিকট কুমুদিনী ও রজনী কান্তের কথা শুনে প্রাণের ভিতর যেন আরো কেমন কোচ্চে। সুরেন্দ্রনাথ বলিলেন কুমুদিনীর

মৃত্যু হইযাছে। দেওয়ানজি স্বহস্তে তাঁহার সংকার করিযাছেন। আবার ভৈরবী তাঁহাকে আসিবাব কালীন যে সকল কথা বলিযাছেন তাহার ভাব যেন অন্য প্রকাব.। কে জানে গুরুদেবই জানেন, দেওযানজিকে আসিতে লিখিযাছেন। তিনি আসিলেই সমস্ত সত্য মিথ্যা জানা যাইবে। উঃ আজ আমার প্রাণেব ভিতর এত হাঁচড় পাঁচড় ক'চ্চে কেন?, আমি কি পাগল হোলেম নাকি।। বসন্তকুমাবী আমাব এই ভাব দেখে সন্ধ্যার পর দুই বার জিজ্ঞাসা কবিল, মাধবি! তুই অমন কোরে রোয়েচিস্ কেন? অসুক হইনিত? আমি তার কথাব উত্তর দিতে পারিলাম না।। কেবল চোক্ ফেটে জল আসিতে লাগিল। বসন্ত তাই দেখে আব আমায় কোন কথা জিজ্ঞাসা কল্লে না। সে হযত মনে মনে অন্যরূপ ভাবিল। মাধবীর কল্পনা এত-ক্ষণ হৃদয মধ্যে থাকিয়া শোকসাগবের এক প্রবল তরঙ্গ উত্থিত করিল। সে ভাবিল আমি পবের বাড়ীতে আছি। আমাব এজগতে কেউ নাই। বসন্তকুমারী আমায় ভাল বাসে তাই আমি এখানে আছি। কিন্তু সে আমাব একপ অবস্থা দেখে মনে মনে কি ভাব্‌চে। হয়তো মনে কচ্চে, মাধবী কাহাব প্রণয পাশে আবদ্ধ হয়ে মনের ভাব গোপন কোরে আমার কাছে অন্য কথা বোলে দুঃখ প্রকাশ করে। উঃ তবেতো আর আমার এখানে থাকা উচিত নয়'। আজ না হয কাল, কাল না হয় দুদিন পরে, বসন্ত, আমার এই ভাব দেখে বলিবে মাধবি! তুই কুলটা হ'য়েচিস্। তুই আমার বাড়ী থেকে বেরো। তখন আমার দশায় কি হইবে? মাধবী এই ভেবে কাঁদিল এবং যত অঞ্চল দিযা চক্ষু মুছিতে লাগিল ততই তাহার চক্ষু দিয়া দ্বিগুণতর জল প্রবাহিত হইয়া অঞ্চল, সিক্ত করিতে লাগিল। ক্ষণকাল এই রূপ অবস্থায় থাকিয়া অবশেষে মনে মনে স্থির কবিল আব আমাব এখানে থাকা উচিত নয।, কি জানি পাছে কোন দিন কেউ আমায় কোন কথা বলে। তা হোলে তখনি মরমে মোরে যাব। না,

আমার এখানে থাকা হবেনা। আমি এই রাত্রেই এখান হইতে বিদায় হই।

মাধবী মনে মনে এই দৃঢ় সঙ্কল্প করিয়া তথা হইতে গাত্রোত্থান করিল। এবং দুই এক পা গমন করিয়া যে গৃহে নারায়ণ থাকেন সেই গৃহের দ্বারে যাইয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল। এবং কর পুটে দণ্ডায়মান হইয়া বলিল, নারায়ণ। তুমি সাক্ষী আমি কোন দোষের দোষী নই। কেবল মনের দুঃখে এবং অপকলঙ্কের ভয়ে আমি এখান হইতে বিদায় হইতেছি। আপনি আমার বসন্তকে, নেনুকে, বুড়ীকে ও বাড়ীর আর সকলকে কুশলে রাখ্‌বেন। আমি বিদায় হোলেম। এ সংসার হইতে ইহ জন্মের মত বিদায় হো'লেম। মাধবী নারায়ণের নিকট বিদায় লইয়া চুপি চুপি বসন্তকুমারীর গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিল, বসন্ত ও সুরেন্দ্রনাথ অকাতরে নিদ্রা যাইতেছে। মাধবী আস্তে আস্তে দক্ষিণ কর প্রশস্ত করিয়া বসন্তকুমারীর চিবুক ধারণ পূর্ব্বক বাষ্পাকুল—নয়নে বলিল বসন্ত। দিদি। আমি তোরে এত দিন পরে ত্যাগ কোরে চলিলাম। বোধ হয় এ জন্মে আর তোর্ সঙ্গে দেখা হবেনা। এই আমার শেষ দেখা। আমার জন্যে তুই কাঁদিস না। আমি হতভাগিনী, চিরদুঃখিনী; আমার আর এখানে থাকা উচিত নয়। কারণ দুরদৃষ্ট ব্যক্তির সহ-বাসে সুখী জনেরও সুখে বিঘ্ন ঘটিবার সম্ভাবনা। আমি সেই নিমিত্ত তোর্ নিকট হইতে বিদায় হইলাম। মাধবী এই ব'লে কাঁদিতে কাঁদিতে গৃহের বাহিরে আসিল এবং একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, মা। নিদ্রা দেবি। তোমার মনে কি এই ছিল। এত দিনের পর অনাথিনীকে তোমার দুষ্ট সহচর স্বপ্নের হস্তে নিক্ষেপ করিয়া অবলার সরল প্রাণ কলুষিত করিলে? হায়। মন। তুমি এত দিনের পরে মরীচিকা দৃষ্টে বারি ভ্রমে উত্তপ্ত বালুকা রাশির দিকে ধাবিত হইলে? হইলে হও। তাহাতে ক্ষতি নাই। যাহাতে তুমি সুখে থাক তাই কর। আমিও

তোমার অনুগামিনী হইলাম। মাধবী এই বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে খিড়কির দ্বারে যাইয়া উপস্থিত হইল। এবং যেমন দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়া বাটী হইতে বহির্গত হইবে ওমনি একটি টিক্‌টিকি পড়িল। মাধবী তখনি গমনোদ্যম বন্ধ করিয়া একটু বিরক্ত ভাবে বলিল মর্‌ মর্‌ তোর্‌ও ঘুমনেই। এমন সময় তথায় একজন অবগুণ্ঠনবতী স্ত্রীলোক মাধবীর সম্মুখে আসিয়া বলিল মাধবি। তুমি কি করিতেছ মা। যাও। গৃহে যাও। এই বলিয়া তিনি তাহার হস্ত ধারণ পূর্ব্বক বাটীর মধ্যে আসিলেন এবং মাধবীর সহিত চুপি চুপি অনেক কথা কহিলেন। পরে যাইবার সময় হাস্য-বদনে বলিলেন, দেখ মাধবি। আমি তোমায় যাহা বলিলাম তাহা সমস্তই সত্য। এক্ষণে ধৈর্য্য ধর এবং খিড়কির দ্বার অবরুদ্ধ করিয়া গৃহে গমন কর। আবার আমি শীঘ্রই তোমার সহিত দেখা করিব। মাধবী এই ঘটনা দৃষ্টে পুত্ত-লিকাবৎ এক স্থানে দণ্ডায়মান রহিল। পরে স্ত্রীলোকটী বাটী হইতে বহির্গত হইবামাত্র সে তৎক্ষণাৎ সভয়চিত্তে তাড়াতাড়ি খিড়কির দ্বারবন্ধ করিয়া দ্রুতগতি আপন কক্ষে প্রবেশ করিল। ক্ষণকাল স্তম্ভিতের ন্যায় একস্থানে দণ্ডায়মানা হইয়া ভাবিতে লাগিল, ও-মেয়ে-মানুষটি কে, এত রাত্রে কোথা থেকে এলেন। আমার নাম ও স্বপ্নের বিবরণ উনি কি প্রকারে জানিতে পারিলেন। আমার বোধ হয় উনি কোন দেবী হইবেন। ভাল, তাই যেন হইলেন। ওঁর ওকথার ভাব কি? উনি বলিলেন "সে মরে নাই, অচিরাৎ স্বপ্ন সত্য হইবে। তুমি উতলা হইও না"। এ কি কহিলেন? এ কি শুনিলাম! জাগিয়া কি স্বপ্ন দেখিলাম। এ কি মায়া বিদ্যা। ভোজবাজী। না নারায়ণের খেলা। উনিকি লক্ষ্মী!! মাধবী মনে মনে এই রূপ ভাবিতে ভাবিতে আপন শয্যায় গিয়া শয়ন করিল। চক্ষে নিদ্রা নাই। মন অতিশয় ব্যাকুল। কণ্ঠ শুষ্ক হৃদয় কম্পিত, এমন সময় গৃহের বাহিরে কাহার পদ শব্দ হইল মাধবী তাহা শুনিয়া ভয়ে ভগ্নস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, বাহিরে কে গা?

উত্তর হইল, মাধবি। জাগিয়া আছিস?

মাধবী। তুমি কে গা?

আবার উত্তর হইল, আমি কে, কপাট খোল জান্‌তে পারবি।

মাধবী। কে ও বসন্ত। তুই এত রাত্রে?

বসন্ত। কপাট খোল্ বল্‌চি।

মাধবী তাড়াতাড়ি শয্যা হইতে উঠিয়া গৃহেদ্বার খুলিল। কিন্তু তথায় কাহাকেও দেখিতে পাইল না। গৃহের বাহিরে আসিয়া দেখিল কোন স্থানে কেহ নাই। তখন মাধবীর হৃদয় পূর্ব্বাপেক্ষা আরও কাঁপিয়া উঠিল। ভাবিল, তবে কাহার সহিত আমি কথা কহিলাম। কৈ কাহাকেও ত দেখ্‌তে পাচ্চিনা। আর আমার এখানে থাকা উচিত নয়। একবার বসন্তকে ডাকি। মাধবী মনে মনে এই স্থির করিয়া বসন্তকুমারীর গৃহাভিমুখে যেমন গমন করিতেছে, এমন সময় বসন্তকুমারী তাহার সম্মুখে আসিয়া বলিল চল্ মাধবী তোর ঘরে যাই।

মাধবী। হ্যালা! তুই কি আমায় ডাক্‌ছিলি?

বসন্ত। হেঁ, তার কি হয়েচে?

মাধবী। কিছু হয় নি, দরজা খুলে কাউকে দেখতে না পেয়ে বড় ভয় হয়েছিলো। তা তুই আমায় ডেকেই আবার চলে গেলি কেন?

বসন্ত। ছুটি নিতে।

মাধবী। তুই আর ছুটি ফুটির কথা বলিসনে ভাই, ঐ একজন ছুটি নিয়ে গিয়ে যে হেঙ্গামে প'ড়েছে, তার এখনও জের মিট্‌চে না। তুই আর ছুটির কথা বলিস নে।

বসন্ত। না না, এ ছুটিতে ভয় নাই, চল এখন ঘরে চল।

মাধবী। আচ্ছা এত রাত্রে আমায় ডাক্‌ছিলি কেন বল্।

বসন্ত। চনা ঘরে গিয়ে বল্‌চি।

"চোরের মন বোঁচ্‌কার দিকে" মাধবী ভাবিল, আজকার রাত্রের

ঘটনা সমস্ত, বুঝি বসন্ত জান্‌তে পেরেচে। এই ভেবে তাহার মুখখানি মলিন হইযা গেল এবং অন্যমনা হইযা বসন্তকুমারীকে মৃদু মন্দস্বরে বলিল, তা চল, এই বলিয়া উভয়ে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। বসন্ত-কুমারী মাধবীকে বলিলেন ঘরের কপাট বন্দ কর্‌।

মাধবী। কপাট বন্দ করে কি হবে? আবার ত তুই যাবি?

বসন্ত। না। এতক্ষণে তুই বুঝি এই বুঝ্‌লি, তবে আমি ছুটির কথা কি বল ছিলাম।

মাধবী। কে জানে ভাই অত শত বুঝিনে, তুই আমার কাছে শুবি? তাই হযেচে, আমি বাঁচলাম, আজ আমার ভযে গাটা যেন ছম ছম কচ্চে।

বসন্ত। শুধু তোর কেন, আমারও আজ বাবুর নিকট কুমুদিনীর কথা শুনে অবধি, থেকে থেকে ভযে গা কেঁপে উটচে। সেদিন পত্রে ত ও সব কথা খুলে লেখা ছিল না। আজ আগা গোড়া শুনে আমাতে আর আমি নেই।

মাধবী বসন্তকুমারীর এই কথা শুনে কিছু সাহস হলো, ভাবিল তবে বসন্ত আজকার রাত্রের ঘটনা কিছুই জানিতে পারে নাই। এই ভেবে সে অপেক্ষাকৃত কিছু নিশ্চিন্ত হইযা বলিল, তুইত ভাই খানিক ঘুমযেচিস। আমার চক্ষের পাতা বোজে নাই।

বসন্ত। আমি ঘুমযেছিলাম বটে কিন্তু ভয়ানক স্বপ্ন দেখে প্রাণের ভিতর ধড় ফড় কোরে ঘুম ভেঙ্গে গেল আর বিছানায থাকৃতে না পেরে তোকে এসে ডাক্‌লেম। তারপর ব'লে এলেম আমি মাধবীর কাছে শুইগে।

মাধবী। কি স্বপ্ন দেখলি ভাই?

বসন্ত। ভাই স্বপ্ন বড় গুরুতর আমি দেখলাম রজনীবাবু যেন আমাদের বাড়ীতে এসে ওঁকে বলিলেন মহাশয়! শুনিলাম কুমুদিনী আপনার বাটীতে আছে। উনি তাঁর এই কথা শুনে বলিলেন আজ্ঞা

আপনাকে এ কথা কে বলিল? কুমুদিনী ত জীবিতা নাই, তাঁহার যে মৃত্যু হইয়াছে। আপনি বরং আমার দেওয়ানজিকে জিজ্ঞাসা করুন, উনি স্বহস্তে তাঁহার সংকার করিয়াছেন। রজনীবাবু এই কথা শুনিয়া যেন একটু উপহাসচ্ছলে বলিলেন, আচ্ছা সেদিন যখন আমার সহিত আপনার সাক্ষাৎ হয় তখন কেন এবিষয় বলিলেন না। উনি বলিলেন ভবানীদেবী আমায় একথা বলিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। রজনীবাবু ইহা শুনিয়া যেন কুপিত হইয়া বলিলেন, মহাশয়! আপনি ভদ্রলোক! এবং একজন বড় জমিদার, আপনার মিথ্যা কথা বলা এবং এরূপ জঘন্য কার্য্যে লিপ্ত থাকা উচিত নয়। যাহা হউক আপনি এক্ষণে সত্য বলিলেন না কিন্তু পরে ইহার জন্য আপনাকে অনুতাপ করিতে হইবে। এই বোলে তিনি যেন বেগে আমাদের বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেলেন। বাবু এই ব্যাপার দেখে অধোবদনে দাঁড়াইয়া রহিলেন। আমার এই স্বপ্নে নিদ্রা ভাঙ্গিয়া প্রাণের ভিতর ধড় ফড় করিতে লাগিল।

মাধবী। দূর ও কিছু নয়। ও কেবল রাতিকের কোপ। বাবুর নিকট গল্প শুনেছিলি, যে ভবানীদেবী কুমুদিনীর মরা সংবাদ রজনী-বাবুকে বলিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। আবার তিনি বাবুকে আসিবার সময় ব'লেছিলেন বোধ হয় কুমুদিনীর মৃত্যু হয় নাই। দেওয়ানজিকে ভাল কোরে জিজ্ঞাসা করিবেন, এই সকল শুনে তাই অমন স্বপ্ন দেখেছিস।

বসন্ত। বোধ হয় তাই হবে। কিন্তু ভাই আমার এক সন্দেহ হচ্চে, এই ঘটনার প্রথম হইতেই যখন এত গোলমাল, তখন এর পরিণামে যে কি দাঁড়াইবে তাহা ভগবানই জানেন। এই সকল ব্যাপার দেখেই ত তিনি হতবুদ্ধি হইয়াছেন। বাড়ী এসেই দেওয়ান-জিকে আনিতে পাঠিয়েছেন, এখন ঈশ্বর ইচ্ছায় ভবানীদেবী আসিলেই উভয়ের মুকাবেলায় সন্দেহটা মিটে যায়।

মাধবী। ভবানীদেবীর কি আসবার কথা আছে?

বসন্ত। হেঁ তিনি ব'লেচেন যে আমি দুই এক দিবসের মধ্যে তোমার বাড়ীতে যাবো। এখন ভাই! এলে বাঁচি।

মাধবী। তাইত ভাই!! একেই বলে হাসতে কপাল ব্যথা, বাবু কোথায় ভালর জন্যে গেলেন, কিন্তু শেষে মনে একটা বিষম খট্‌কা জন্মালও।

বসন্তকুমারী মাধবীর এই কথা শুনিযা নিস্তব্ধ হইযা রহিলেন। এবং মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন বিধাতার কি ভবিতব্য। কোথায় রজনীবাবু, কোথায় কুমুদিনী, কিন্তু ইহাঁদের কেমন আশ্চর্য্য মিলন হইল। আবার রজনীবাবুর কি অদৃষ্ট। কার ছেলে কোথাথেকে এল। এসে এত সুখ সম্পত্তি পাইল। কুমুদিনী কার মেযে কোথা থেকে ভেসে এসে রজনীবাবুর পত্নী হইলেন। রজনীবাবুকেও গঙ্গার জলে পাওয়া। কুমুদিনীকেও গঙ্গার জলে পাওযা। এ বড় আশ্চর্যের বিষয। রজনী-বাবুকে সচৈতন্য অবস্থায পাওযা হ'যেছিল। উনি পিতা মাতার নাম জানিযাও কাহার নিকট প্রকাশ করেন নাই। কুমুদিনীর পিতা যে কে তাহা সে জানেনা। কারণ সে চারিপাঁচ মাসের মেযে, জলে ভেসে এসে ছিল। এঁদের বিষয় ভবানী দেবী সমস্ত জানেন। কুমু-দিনীর বিষযে আমার মনে একটা খট্‌কা লেগেচে। বোধ হয এ সেই হবে। ভাল ভবানীদেবীত আসুন্। আমি তাঁকে এই সমস্ত জিজ্ঞাসা করিব এবং যে রূপে হয় আমি তাঁর নিকট এঁদের পরিচয লইবই লইব। বসন্তকুমারী এক মনে এই সকল চিন্তা করিতেছেন এবং মাধবী তাঁহার পার্শ্বে শয়ন করিয়া অনিমিষলোচনে ভাবিতেছে। আমি কি নির্ব্বোধ মেযে মানুষ, যে স্ত্রীলোকটী আমায এসে এত কথা ব'ল্লেন আমি তা কেবল দাঁড়ায়ে দাঁড়াযে শুনলাম। একটি কথারও উত্তর করিলাম না। তিনিযে কে, কোথা থেকে এলেন, তাঁর নাম কি, তাহা কিছুই জিজ্ঞাসা করিলাম না। আচ্ছা যে মানুষ মোরেচে সে

যদি আবার ফিরে আসে, তাকে কি লোক ঘরে নিতে পারে। বাপরে, তাওকি লোকের সাহস হয়। না, তিনিত মরেন নাই। মেয়েটী আমার নিকট কত দিব্বি দিলেসা করিয়া বলিলেন তিনি মরেন নাই। দুই এক দিনের মধ্যে সমস্ত প্রকাশ হবে। এ বড় গুপ্তকথা, অধর্ম্মের পতন আর ধর্ম্মের জয় আচ্ছা দেকা যাগ, পরে কি রূপ দাঁড়ায়।

মাধবী এই ভেবে একটি দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ কোরে হঠাৎ বলিয়া ফেলিল বাবারে "বিচ্ছেদের এত জ্বালা." মাধবীর এই কথাটি বসন্তকুমারীর কর্ণে প্রবেশ করিবা মাত্র বসন্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, মাধবি। তুই ভাই বলিস্ বিচ্ছেদ যে কি তা আমি বুঝিতে পারি না। তবে আজ তুই বিচ্ছেদের জ্বালা কি রূপে জান্তে পাল্লি। মাধবী মনের ভাব গোপন রেখে বলিল, দেখ ভাই! কুমুদিনী বিচ্ছেদে জীবন ত্যাগ করেছে। আমি সমস্ত রাত তাই ভাবতে ভাবতে চক্ষের পাতা বুজ্‌লাম না। সেই জন্য বল্‌চি "বিচ্ছেদের এত জ্বালা,"। পরের বিচ্ছেদ, ভেবে যখন আমার সমস্ত রাত্ ঘুম হোলোনা, তখন কুমুদিনী যে এতে মোর্‌বে তার আর বিচিত্র কি। বসন্তকুমারী এই কথা শুনিয়া আর কোন উত্তর করিলেন না। উভয়েই ক্ষণকাল নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। এমন সময় ঠাকুর বাটীতে শঙ্খ, ঘণ্টা, কাঁশর, বাজিয়া উঠিল। মাধবী তাই শুনে বলিল দুর্গা, দুর্গা, রাত্রি প্রভাত হইল। ঐ যে মঙ্গল আরতি হ'চ্চে। বসন্ত। তোমার গঙ্গা স্নানে যাইবার সময় হ'য়েচে। চল্ আজ ভাই আমিও একটা ডুব দিয়ে আসিগে। এই বলে তাহারা উভয়ে শয্যা হইতে উঠিয়া গৃহের বাহিরে আসিল।

পত্র।

এখন প্রভাত, মন্দ মন্দ সমীরণ বহিতেছে। সুরেন্দ্রনাথ বৈঠকখানার বারাণ্ডায় চেয়ারের উপর উপবেশন করিয়া এক মনে একখানি পুস্তক

দেখিতেছেন। বাটীর সম্মুখ স্থিত উদ্যানে নানা জাতি পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়া রহিয়াছে। এবং তাহার গন্ধে চতুর্দ্দিক আমোদিত করিতেছে। সুরেন্দ্রনাথ প্রত্যহ প্রভাতে উদ্যানে যাইয়া ভ্রমণ করিতেন। কিন্তু অদ্য তিনি তথায় না যাওয়াতে মালিরা বাবুর আগমন প্রতীক্ষা করিয়া দণ্ডায়মান আছে। বাবু তথায় না যাইলে, তাহাদের কোন বৃক্ষের ফল পুষ্পে হস্তক্ষেপ করিবার হুকুম নাই সুতরাং তাহারা বারাণ্ডার দিকে এক দৃষ্টে তাকাইয়া রহিয়াছে। এমন সময় সুরেন্দ্রনাথের চক্ষুদ্বয় উহাদিগের প্রতি ধাবিত হওয়ায় দেখিলেন মালিরা তাঁহার আগমন প্রতীক্ষায় ফটকে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। তিনি নিকটস্থ এক ভৃত্যকে ডাকিয়া বলিলেন মালিদের বল আমি আজ বাগানে যাইব না। উহারা প্রত্যহ যাহা করিয়া থাকে আজও সেইমত করুক, আমি বৈকালে বাগানে যাইব। এই আদেশ দিয়া তিনি বৈঠকখানার গৃহে প্রবেশ করিলেন। তথায় এক খানি চৌকির উপর উপবেশন করিয়া ভাবিতে লাগিলেন, তাইত। আমার সন্দেহ ক্রমশই প্রবল হইতে লাগিল। ভবানীদেবীর কথা স্মরণ হইলে আমার হৃদকম্প হয়। যাহা হউক দেওয়ানজিকে ত আসিতে লিখিয়াছি। তিনি আসিলে এ বিষয়, আমাকে ভালরূপে তদন্ত করিতে হইবে। আচ্ছা, সুবর্ণগ্রাম হইতে প্রত্যাগমনকালীন যখন ভবানীদেবীর সহিত আমার ভাগীরথীর কূলে সাক্ষাৎ হইল, তখনি তিনি আমায় দেখিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, বৎস সুরেন্দ্রনাথ! আর আমাকে তোমার কোন কথা জিজ্ঞাস্য নাই কারণ আমি সমস্ত অবগত আছি " যে ঘটনা হইয়াছে এক্ষণে তুমি তাহা কাহারও নিকট কোন কথা ব্যক্ত করিও না। ঐ দেখ অনতিদূরে রজনীকান্ত তরণী মধ্যে অবস্থিতি করিতেছেন। উহার নিকট তুমি চন্দ্রনাথকে লইয়া আইস। আমি তাঁহার আদেশমত কার্য্য করিলাম। ভবানীদেবী তথায় যাইয়া হাস্য বদনে চন্দ্রনাথকে রজনীবাবুর ক্রোড়ে দিয়া আমার পরিচয় দিলেন। এবং বলিলেন সুরেন্দ্রনাথ তোমার পরম বন্ধু, ইনিই

চন্দ্রনাথকে রক্ষা করিয়াছেন। এক্ষণে তুমি সত্বর গৃহে গমন কর। অচিরাৎ চন্দ্রনাথকে তুমি ঐরূপে মাতৃক্রোড়ে দেখিতে পাইবে। এই কথা শুনিয়া আমার গাত্র লোমাঞ্চিত হইল। বংশীবাবুর সহিত আমার আর বিশেষ কোন কথাবার্ত্তা হইল না। তিনিও যেন শোক ও দুঃখে আমার সহিত বেশি কথা কহিতে পারিলেন না। মুখ দেখিয়া বোধ হইল যেন আমাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে তাঁহার ইচ্ছা ছিল কিন্তু ভবানীদেবী আমায় তথা হইতে লইয়া আসাতে তাঁহার সে আকিঞ্চন পূর্ণ হইল না। আমিও এই ব্যাপার দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া রহিলাম। পরে আসিবার সময় ভবানীদেবী বলিলেন 'বৎস সুরেন্দ্রনাথ! তুমি দেওয়ানজি কে এক বার বাটিতে আনিয়া ভাল রূপে জিজ্ঞাসা করিবে যে তিনি স্বচক্ষেই কুমুদিনীকে মানবলীলা সম্বরণ করিতে দেখিয়াছেন, না, আমার বোধ হয় তাঁহার সে কথা মিথ্যা। কুমুদিনী নিশ্চই জীবিত আছে। এক্ষণে তুমি গৃহে গমন কর এবং দেওয়ানজিকে আনাইয়া তাহার তদন্ত কর। আমি দুই এক দিনের মধ্যে তোমার বাটিতে যাইব।

উত্তর—একি ভয়ানক কথা, এখন আমি কি করি, দেওয়ানজির কথা আমার মিথ্যা বলিয়া বোধ হয় না। তিনি বৃদ্ধ মানুষ কমুদিনীর বিষয় আমার নিকট বলিতে বলিতে অবিশ্রান্ত রোদন করিলেন। তাহাতেও এ ঘটনা মিথ্যা হইবার সম্ভাবনা নাই। আচ্ছা এখন ভবানী-দেবী আসিয়া যদি বলেন কুমুদিনীর মৃত্যু হয় নাই, দেওয়ানজি মিথ্যা কথা বলিতেছে তখন আমি কি বলিব? এই ভেবে সুরেন্দ্রনাথ একটী দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কৌচ হইতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক বারাণ্ডায় যাইয়া দেখিলেন বেলাও প্রায় চারি পাঁচ দণ্ড হইয়াছে। দেওয়ানজি এখনও আসিলেন না, এই ভাবিতে ভাবিতে পুনরায় গৃহে আসি-লেন এবং স্থির ভাবে একস্থানে দণ্ডায়মান হইয়া নানাবিধ চিন্তা করিতে লাগিলেন। এমন সময় এক জন ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল, বাবু!

দেওয়ানজি আসিয়াছেন। সুরেন্দ্রনাথ ইহা শুনিয়া যেন কিছু বল পাইলেন এবং বলিলেন আচ্ছা তাঁহাকে এই খানে আসিতে বল। ক্ষণেক পর দেওয়ানজি তথায় আসিয়া সুরেন্দ্র বাবুকে যথা নিয়মে অভিবাদন করিয়া বলিলেন, আপনি হঠাৎ আমায় কি নিমিত্ত ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন? সমাচার সমস্ত মঙ্গলত?

সুরেন্দ্র। হাঁ, কায়িক সমস্ত মঙ্গল, তবে মানসিক বড় ভাল নয়।

দেওয়ান। কেন? তাহার কারণ কি?

সুরেন্দ্র। তার কারণ কি তা বোলচি শুনন। আচ্ছা, আপনি বলুন দেকি, কুমুদিনী কি যথার্থই মরিয়াছেন?

দেওয়ানজি বিস্মিত হইয়া বলিলেন," কেন, একথা আমায় পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিবার কারণ কি?

সুরেন্দ্র। কারণ আছে, আপনি আমার নিকট সে দিন ভবানী দেবীর পরিচয় পাইয়াছেন।

দেওয়ান। আজ্ঞা হাঁ।

সুরেন্দ্র। যে রাত্রে চন্দ্রনাথকে লইয়া আমি বাটী আসিতেছিলাম দেখি ভাগীরথী কূলে তিনি দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। আমি দেখিবামাত্র তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া সেই খানেই নৌকা লাগাইলাম। তিনি আমার নিকট আসিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন এবং তৎক্ষণাৎ চক্ষু পুঁছিয়া বলিলেন বৎস সুরেন্দ্রনাথ। আর আমায় তোমার কিছু বলিতে হইবে না। আমি সমস্তই অবগত আছি। এখন কাহাকেও কোন কথা বলিও না। এস আমার সঙ্গে চন্দ্রনাথকে লইয়া আইস। এই বলে তিনি আমাদিগকে আর এক খানি নৌকার নিকট লইয়া গেলেন। তথায় যাইয়া দেখি, দুইটি ভদ্রলোক বিষণ্ণবদনে বসিয়া রহিয়াছেন। ভবানীদেবী চন্দ্রনাথকে ক্রোড়ে লইয়া, তাহাদিগের মধ্যে একজনকে বলিলেন, বৎস। রজনীকান্ত। এই তোমার প্রিয় পুত্র চন্দ্রনাথকে লও। পরে তাঁহার হস্ত ধারণ পূর্ব্বক বলিলেন দেখ "বৎস রজনীকান্ত!

ইনিই সুবর্ণ গ্রামের জমিদার নাম সুরেন্দ্রনাথ, তোমার একজন পরম বন্ধু, চন্দ্রনাথকে সুরেন্দ্রনাথই দস্যু হস্ত হইতে রক্ষা করিয়া তোমার নিকট আনিয়াছেন। এখন তুমি বাটী গমন কর। অচিরাত্ আবার তুমি চন্দ্রনাথকে ঐরূপ মাতৃ ক্রোড়ে দেখিবে” রজনীবাবু পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া বারম্বার মুখ চুম্বন করিলেন। পরে আনন্দাশ্রু সম্বরণ করিয়া আমার যথোচিত সম্মান করিলেন। আমিও তাঁহার সহিত দুই একটি বাক্যালাপ করিয়া পরম আহ্লাদিত হইলাম। ভবানীদেবী বলিলেন অদ্য রাত্রি অধিক হইয়াছে, এক্ষণে তোমরা গৃহে গমন কর। পরক্ষণেই তিনি আমায় পূর্ব্ব স্থান হইতে লইয়া আসিলেন। এবং বলিলেন বৎস সুরেন্দ্রনাথ। তুমি দেওয়ানজিকে বাটীতে আনিয়া ভাল রূপে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিবে যে কুমুদিনীকে তিনি কি যথার্থ প্রাণত্যাগ করিতে দেখিয়াছেন। আমার বোধ হয় দেওয়ানজির মিথ্যা কথা কুমুদিনী নিশ্চয়ই জীবিতা আছেন। আমি তাঁহার এই কথা শুনিয়া আর দ্বিরুক্তি করিতে পারিলাম না। গাত্রের রক্ত শুষ্ক হইল। কণ্ঠ রোধ হইয়া আসিল। চক্ষে অন্ধকার দেখিলাম। তাহার পর নানারূপ চিন্তা করিয়া বলিলাম, যে আজ্ঞা, তাহাই করিব। এক্ষণে বিদায় দিন্। তিনি বলিলেন আচ্ছা এখন তুমি গৃহে গমন কর। পরে দুই এক দিনের মধ্যে আমিও তোমার বাটীতে যাইয়া সাক্ষাৎ করিব।

দেওয়ানজি সুরেন্দ্রবাবুর মুখে এই কথা শুনিয়া একটী দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিল, তাইত এ ব্যাপার যে বড় গুরুতর, আমি স্বহস্তে কুমুদিনীর মৃতদেহ চিতায় দগ্ধ করিয়াছি। সুবর্ণগ্রামের সমস্ত লোকেই এ বিষয় অবগত আছেন। তবে বলিতে পারিনা ভবানী-দেবী এখন কি অভিপ্রায়ে একপ কথা বলিতেছেন।

সুরেন্দ্র। তাইত, আমিও তাঁহার ঐ সকল কথা শুনিয়া অবধি অতিশয় চিন্তিত আছি। এক্ষণে কি করা কর্ত্তব্য?

দেওয়ান। আমিত ইহার কিছুই ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছি না। তবে তিনি যখন দুই এক দিনের মধ্যে আপনার বাটীতে আসিবেন বলিয়াছেন, তখন আমার এতাবৎ কাল এখানে থাকা আবশ্যক।

সুরেন্দ্র। হাঁ তাত থাকিতেই হইবে। কিন্তু যদি তিনি আপনার কথা বিশ্বাস না করেন, তবে কি হইবে।

দেওয়ান। এও কি কথা, তিনি সর্ব্বজ্ঞ। তাঁহার অজানিত কিছুই নাই, বিশেষতঃ কুমুদিনীর বিষয় তিনি ভালরূপ অবগত আছেন, তাহা না হইলে আপনার সহিত সাক্ষাৎ হইবা মাত্র কাঁদিবেন কেন? এবং "আর আমায় কিছু বলিতে হইবে না, আমি সমস্ত অবগত আছি, এক্ষণে কোন কথা কাহারও নিকট বলিও না" এর অর্থ কি?

সুরেন্দ্র। হাঁ তা সত্য, কিন্ত পুনর্ব্বার আপনাকে ডাকাইয়া এ সকল কথা জিজ্ঞাসা করিতে আদেশ করিবেন কেন?

দেওয়ান। বোধ হয় ইহার ভিতর তাঁহার কোন বিশেষ অভিসন্ধি আছে।

সুরেন্দ্র। সে অভিসন্ধি কি, ভাল, যদি তিনি বলেন, যে কুমুদিনীর মৃত্যু হয় নাই। আপনার দেওয়ানজি তাঁহাকে লুকাইয়া রাখিয়াছেন, তখন কি বলিবেন।

দেওয়ান। তাহার জন্য আপনার কিছু চিন্তা নাই, তিনি এমন কথা কখনই বলিবেন না।

সুরেন্দ্র। তাহা না বলিলেই বাঁচি, আমার সেই ভাবনায় আহার নিদ্রা এক রকম ত্যাগ হইয়াছে। তবে মনের মধ্যে এটা বিশ্বাস আছে যে তিনি সে প্রকৃতির লোক নহেন।

দেওয়ান। তার আর সন্দেহ আছে।

দেওয়ানজি এবং সুরেন্দ্রবাবু এই সকল কথপোকথন করিতেছেন, এমন সময় মেদো আসিয়া বাবুর হস্তে একখানি পত্র দিল, বাবু তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন এ পত্র কখন আসিল?

মেদো। আজ্ঞা এইমাত্র ঘোড়ার ডাকে আসিল। যে লোক পত্র আনিয়াছিল, সে পত্র দিয়াই প্রস্থান করিয়াছে।

দেওয়ান পত্রখানি কোথা হইতে আসিল ?

সুরেন্দ্রনাথ পত্রের এপিট ওপিট দুপিট দেখিয়া বলিলেন কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। হাতের লেখাও নূতন বলিয়া বোধ হইতেছে। দেখি পড়িলেই বুঝিতে পারিব, এই বলিয়া সুরেন্দ্রনাথ পত্র উদ্‌ঘাটন করিয়া প্রথমেই স্বাক্ষর দেখিয়া আহ্লাদ সহকারে বলিলেন, রজনী-বাবুর পত্র, পরে পত্রখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া সুরেন্দ্রবাবুর বদন-মণ্ডল গম্ভীরভাব ধারণ করিল। দেওয়ানজি তাহা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, রজনীবাবু কি লিখিয়াছেন ? সুরেন্দ্রবাবু নিরুত্তর, দেওয়ানজি পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, রজনীবাবুর পত্রের মর্ম্ম কি ? সুরেন্দ্রনাথ একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া দেওয়ানজিকে বলিলেন মর্ম্ম আর কি যে আশঙ্কা করিতেছিলাম ক্রমে তাহাই ঘটিল।

দেওয়ান। কি লিখিয়াছেন ?

সুরেন্দ্র। পাঠ করিতেছি শ্রবণ করুন।

শ্রীচরণেষু।

এ সেবক আপনার শ্রীচরণ দর্শন করিয়া ইহ জীবনের সার্থকতা লাভ করিয়াছে এবং আপনার কৃপায় ও যত্নে আমার প্রাণের প্রিয় পুত্র চন্দ্রনাথকে প্রাপ্ত হইয়াছি। মিত্রবর। বলিতে কি, বোধ হয়, আমি জন্ম জন্মান্তরে অনেক তপস্যার বলে ইহ জন্মে আপনার ন্যায় বন্ধু প্রাপ্ত হইয়াছি। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সে রাত্রে মন নিদারুণ শোকে ব্যাকুল থাকায় আপনার যথাযোগ্য সম্মানের ত্রুটি হইয়াছে। ভরসা করি নিজগুণে দাসের অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন। সম্প্রতি বাটী আসিয়া লোক পরম্পরায় শুনিলাম কুমুদিনী আপনার অন্তঃপুর মধ্যে অবস্থিতি করিতেছেন, ইহা কতদূর সত্য মিথ্যা, তাহা বলিতে পারি না, ফলে যাহাই হউক এক্ষণে আমি মনস্থ করিয়াছি, দুই এক

দিনের মধ্যে মাতাঠাকুরাণী, চন্দ্রনাথ আর দুই এক জন বন্ধু সহ বলরামপুরে যাইয়া আপনার শ্রীচরণ দর্শন করিব।

দেওয়ানজি পত্র শুনিয়া নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। মুখে কোন কথা নাই। সুরেন্দ্রনাথ! তাঁহাকে নিরুত্তর দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, দেওয়ানজি চুপ করিয়া রহিলেন যে?

দেওয়ান্। আজ্ঞা ভাবচি, এ ব্যাপারটা কি?

সুরেন্দ্র। ব্যাপার বড ভাল নয়, এক্ষণে পত্রের উত্তর কি লিখিব?

দেওয়ান। ইহার উত্তর এক্ষণে আর কিছুই লিখিবার আবশ্যক নাই, তবে এইমাত্র লিখুন, আপনার পত্র পাঠে পরম আহ্লাদিত হইলাম, ভরসা করি যত শীঘ্র পারেন এখানে আসিবেন, সাক্ষাতে সমস্ত কহিব। এই ভিন্ন আর কিছু লিখিবার আবশ্যক নাই। তার পর ভবানীদেবী আসিতেছেন, আমিও আছি এবং তাঁহারাও সকলে আসিবেন, আর ইতোমধ্যে আপনি একজন লোক পাঠাইয়া চন্দ্রহাটীতে আপনার শ্বশুর মহাশয়কেও আনয়ন করুন। পরে উপস্থিত মত কার্য্য করা যাইবে।

সুরেন্দ্র। যাহা করিতে হয়, আপনি করুন, ফলে এ ব্যাপারটী বড গুরুতর, এক্ষণে বেলা অধিক হইল আমি অন্তঃপুর মধ্যে যাই, আপনিও স্নান আহার করুন।

এ আবার কি?

পরওয়ানা!— পরওয়ানা!!—

মনুষ্যের বিপদের সঙ্গেই বিপদ। সুরেন্দ্রনাথ সরল প্রকৃতির লোক, কখন কাহারও অনিষ্টে থাকেন না। সদাই পরপোকারে রত। কুমুদিনীর দুরবস্থা শুনিয়া তিনি সুবর্ণ গ্রামে গমন করিয়াছিলেন। কিন্তু এখন তাঁহার সেই পরপোকারের ফল, ক্রমে গরল হইয়া আসিল। সুরেন্দ্রনাথ

বিষণ্ণ বদনে অন্তঃপুরে গমন করিলেন। আহারাদির পর বিশ্রাম নিমিত্ত কিয়ৎক্ষণ শয্যায় শয়ন করিলেন কিন্তু নানাবিধ দুশ্চিন্তায় তাঁহার নিদ্রা হইল না। গাত্রে বিন্দু বিন্দু স্বেদজল নির্গত হইতে লাগিল। মন অতি-শয় চঞ্চল, থাকিয়া থাকিয়া কেবল রজনী বাবুর পত্রখানি পাঠ করি-তেছেন। আর এক এক বার তাহা শয্যোপরি নিক্ষেপ করিয়া উর্দ্ধদৃষ্টে এই সব ভাবিতেছেন। রজনী বাবু আসিয়া যদি আমায় কুমুদিনীর কথা জিজ্ঞাসা করেন, তবে কি বলিব। যদি বলি তাহার মৃত্যু হইয়াছে, তাহা তিনি কিছুতেই বিশ্বাস করিবেন না। যদি বলি তিনি জীবিতা আছেন, তাই বা কি করিয়া বলিব, কারণ সে রাত্রে রজনী বাবুকে কুমুদিনীর কথা কিছুই বলি নাই। যদি ভবানীদেবীর কথা প্রমাণ বলি কুমুদিনী জীবিতা আছেন, তবে তিনি নিশ্চয়ই ভাবিবেন, কুমুদিনী আমারই অন্তঃপুর মধ্যে অবস্থিতি করিতেছেন। তার পর আমায় যখন তিনি অনুরোধ করিবেন, যে কুমুদিনীর সহিত সাক্ষাৎ করিব, তখন আমি কি বলিব। সুরেন্দ্রনাথ ইহা ভাবিয়া অস্থির হইলেন। আর শয্যায় শয়ন করিয়া থাকিতে পারিলেন না। সুতরাং পালঙ্ক হইতে অবতরণ করিয়া গৃহ মধ্যে পদ চারণা করিতে লাগিলেন। বৈশাখ মাসের বেলা তৃতীয় প্রহর অতীত, তবুও রৌদ্রের তেজ কমে নাই। সুরেন্দ্রনাথ ভাবিলেন এই সময় বৈঠকখানায় যাইয়া দেওয়ানজির নিকট এ বিষয়ের একটা সদ্‌যুক্তি করা যাউক। কিন্তু দিবাকরের প্রখর তাপে গৃহের বাহির হইতে পারিলেন না। অগত্যা গৃহ মধ্যে একখানি চেয়ারে উপবেশন করিয়া তালবৃন্ত দ্বারা আপন অঙ্গে ধিরে ধিরে ব্যজন করিতে লাগিলেন এমন সময় তথায় বসন্তকুমারী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সুরেন্দ্র-নাথের বদনমণ্ডলনিরীক্ষণ করিয়া তাঁহার হৃদয় শুষ্ক হইল। বসন্তকুমারী বিষণ্ণ বদনে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার মুখ অত ম্লান দেখিতেছি কেন?

সুরেন্দ্র। বসন্ত! ভারি সঙ্কটে পড়িয়াছি, ওবেলায় তোমায় ইহার কিছুই বলি নাই, রজনীবাবু আমায় এক পত্র লিখিয়াছেন।

বসন্ত। কি পত্র? তাহাতে কি কোন গোলযোগের কথা আছে না কি?

সুরেন্দ্র। হাঁ, গোলের কথা বই কি?

বসন্ত। কি কথা শুনিতে পাই না?

সুরেন্দ্র। তোমাকে শোনাইবার বাধা কি? তিনি লিখেছেন লোক পরম্পরায় শুনিলাম কুমুদিনী আপনার অন্তঃপুর মধ্যে অবস্থিতি করিতেছে। অতএব আমি দুই এক দিবস মধ্যে বলরামপুরে যাইয়া আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিব।

•বসন্ত। এঁ, সে কি, এ যে বিষম ব্যাপার।। কুমুদিনী আমার অন্তঃপুর মধ্যে অবস্থিতি করিতেছে! এ কথা রটালে কে।। হায়। যা স্বপ্নে দেখিলাম তাই ঘটিল।

সুরেন্দ্র। কে রটালে, তা ভগবান জানেন, কিন্তু আমার ভয়, পাছে তিনি দেওয়ানজির কথা বিশ্বাস না করেন। ভাবেন যে আমরা যোগ সাজগ ক'রে কুমুদিনীকে লুকুয়ে রেকেচি।

বসন্ত। তাও কি হতে পাবে, সুবর্ণগ্রামের অনেকেই তাঁহার মৃত দেহ দেখিয়াছে। ভবানীদেবী সর্ব্বজ্ঞা, তিনি থাকিতে কোন গোলযোগের সম্ভাবনা নাই।

সুরেন্দ্র। ভাই বা কি ক'রে বোলবো, তাঁরত আভাস শুনেচ, তাতে বোধ হয়, তিনিও বলিবেন কুমুদিনী জীবিতা আছেন।

বসন্ত। হেঁ, তাও বটে, কিন্তু—

সুরেন্দ্র। কিন্তু কি?

বসন্ত। কিন্তু' এই তোমাকে তিনি সে রাত্রে দেখিয়া কাঁদিলেন কেন? আর যেসর্কল কথা বলিয়াছিলেন, তাহার ভাবে বোধ হয়, কুমুদিনী জীবিতা নাই।

সুরেন্দ্র। ঐ একটু ভরসা আছে, তাঁহার এই কথা বলা শেষ হইতে না হইতে, ভৃত্য মেদো আসিয়া বলিল বাবু এক জন পেয়াদা

আসিয়া এই এক খানা কিসের পরওয়ানা দিয়া গেল। সুরেন্দ্রনাথ পরওয়ানার নাম শুনিয়া শশব্যস্তেগৃহের বাহিরে আসিয়া মেদোকে জিজ্ঞাসা করিলেন পরওয়ানা কোথা হইতে আসিল?

মেদো। আজ্ঞা তা আমি বলিতে পারি না, সরকার ও দেওয়ানজি মহাশয় ইহা পড়ে আপনার নিকট পাঠিয়ে দিলেন, এই নিন্, মেদো এই বলে সুরেন্দ্র বাবুর হস্তে পরওয়ানা দিয়া প্রস্থান করিল।

সুরেন্দ্রনাথ তাহা আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া একটী দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক বলিলেন দেখ এতো বড় মন্দ ব্যাপার নয়!। এক ছেঁড়া ন্যাটায় প'ড়ে ত অস্থির, আবার তার উপর এই এক বিষম বিভ্রাট।

বসন্ত। এ কিসের পরওয়ানা?

সুরেন্দ্রনাথ নিরুত্তর। বসন্তকুমারী পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, এ পরওয়ানা কোথা হইতে আসিল? সুরেন্দ্রনাথ এবারও কোন কথার উত্তর দিলেন না। সুতরাং বসন্তকুমারী বিস্ময়াপন্ন হইয়া তাঁহার উত্তর প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

ভৃত্য মাধব যখন পরওয়ানা লইয়া অন্তঃপুর মধ্যে উপস্থিত হয় সে সময় মাধবীও আসিয়া বসন্তকুমারীর পার্শ্বে দণ্ডায়মানা ছিল, সে এই উপস্থিত ঘটনায় সুরেন্দ্রনাথকে এবং বসন্তকুমারীকে নির্ব্বাক্ দেখিয়া বলিল তোমরা যে সকলেই চুপ করে রৈলে? পরওয়ানা খানি কিসের? কোথা থেকে এলো? সুরেন্দ্রনাথের কর্ণে মাধবীর কণ্ঠ স্বর প্রবেশ করিবা মাত্র তিনি তাহার প্রতি চাহিয়া বলিলেন, মাধবি। দিদি। বড় সঙ্কটে পড়িলাম। একত কুমুদিনীকে লইয়াই অস্থির, তাহার উপর এই সঙ্গিন্ পরওয়ানা। এর মাথা মুণ্ডু আমি কিছুই বুঝতে পাচ্চিনে, কিন্তু কথা গুলি বড় গুরুতর।

মাধবী। উহাতে কি লেখা? আমাদের শুনিবার কি কোন বাধা আছে?

সুবে। না, বাধা কিছুই নাই, আমি পড়িতেছি শোন।

" শ্রীযুক্ত বাবু সুরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী

জমীদাব মহাশয়।

প্রতি আগে

যে হেতু,

সন ১১২৪ সালেব জ্যৈষ্ঠ মাহায় ধাত্রীগ্রাম নিবাসী অমবচন্দ্র মিত্রেব পুত্রকে, তাহাব বিমাতা বিষ প্রযোগ পূর্ব্বক নষ্ট করাব অপরাধে তাঁহার পত্নী বিলাসিনী দাসী ও তাঁহাব ননদী কৈলাসী বেওযাকে ধৃত কবণ জন্য আদালত হইতে পরওযানা বাহির হইলে, উক্ত মিত্র ও আসামীদ্বয ফেবাব হওযায, এতাবৎ বিচাব বিধিব হস্ত হইতে বক্ষা পাইতেছে। কযেক বৎসব হইল অমবচন্দ্রের মৃত্যু হইযাছে এবং তাঁহাব পত্নী বিলাসিনী দাসী এবং কৈলাসী বেওযা সম্প্রতি মোকাম বলরামপুবে গুপ্তভাবে অবস্থিতি করিতেছে; প্রকাশ যে, আপনাব দ্বাবা তাহারা আশ্রিত। এ বিধায, এই পরওযানা দ্বারা আপনাকে আদেশ কবা যাইতেছে যে, উক্ত আসামী দ্বযকে নিজ কাছারিতে তলব করিযা, গ্রামেব মণ্ডল মুখ্য পাঁচজন ব্যক্তির সমক্ষে, তাহাদের এজাহার আদায লইযা উক্ত মুখ্য মণ্ডলেব স্বাক্ষবযুক্ত কাগজাদ, পবওযানা জাবির তারিখ হইতে সাত দিবসের মধ্যে অত্র আদালতে পেশ হওযাব পক্ষে গাফিলি হইলে আপনাকে বিচার আমলে আনা যাইবে, ইতি সন ফজলি ১১৩০ তারিখ ২৫শে বৈশাখ।

সুরেন্দ্রনাথ পরওযানা পাঠ শেষ কবিযা বলিলেন, দেখ একি ভযানক ব্যাপার। অমবচন্দ্র মিত্র কে? বিলাসিনী দাসীই বা কে? আব কৈলাসী বেওযাই বা কে? তাহাদের আমি কখন দেখি নাই। এ নামও আমি পূর্ব্বে কখন শুনি নাই। তাহারা খুনি আসামী, আমি তাহাদিগকে আশ্রয দিয়া রাখিয়াছি এ কি কথা। বসন্তকুমারী কপালে

করাঘাত করিয়া বলিলেন, কি সর্ব্বনাশ! আমি যে এঁদের সকলের নাম শুনেচি।

সুরেন্দ্র। তুমি কোথায় শুনিলে?

সুরেন্দ্রনাথের এই কথার উত্তর দিবার পূর্ব্বে বসন্তকুমারী একবার মাধবীর দিকে চাহিলেন। মাধবী তখন পশ্চাৎ ফিরিয়া অঞ্চল দ্বারা চক্ষের জল পুঁছিতেছে। সুরেন্দ্রনাথ মাধবীর তদ্রূপ অবস্থা দেখিয়া বলিলেন ও কি মাধবি! তুমি কাঁদিতেছ কেন? সেই সময় বসন্তকুমারীরও চক্ষু ফাটিয়া জল আসিয়াছিল। কিন্তু তিনি অনেক কষ্টে তাহা সম্বরণ করিয়া বলিলেন সে কি! তুমি যে সকলি বিস্মৃত হইয়াছ। ধাত্রীগ্রামে যে, মাধবীর শ্বশুর বাড়ী, মাধবীর সর্ব্বনাশের মূল ত ঐ শ্বশুর শ্বাশুড়ী, আর ঐ দাসী মাগিটাও নাকি তলে তলে ছিল। সুরেন্দ্রনাথের তখন সমস্ত বিষয় স্মরণ হইল। কাজেই কিছু লজ্জিত হইয়া বলিলেন, অনেক দিনের কথা, সেই নিমিত্ত আমি বিস্মৃত হইয়াছিলাম। কিন্তু এই পরওয়ানা খানি আমি তোমাদের সাক্ষাতে পড়িয়া ভাল করি নাই। কারণ ইহা শুনিয়াই মাধবী কাঁদিতেছে।

মাধবি!! ভগ্নি! আমি তোমায় কনিষ্ঠ সহোদরার ন্যায় জ্ঞান করি। দিদি। তোমার চক্ষের জল পড়িতে দেখিলে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়। ভগ্নি! তুমি আশ্বস্ত হও। আর রোদন করিও না। মাধবী অতি বুদ্ধিমতী; সে তৎক্ষণাৎ শোকাবেগ সম্বরণ করিয়া বলিল, আমার যাহা হইবার তাহাত হইয়াছে, কিন্তু এখন এই উপস্থিত বিপদ হইতে উদ্ধার হইবার উপায় কি?

সুরে। এর আর উপায় কি? নিরুপায়। তবে অনুসন্ধান করিতে হইবে। বিপদ কখন একা আসে না, বিপদের সঙ্গে বিপদ আসিয়া থাকে।

মাধবী সুরেন্দ্রনাথকে এতাদৃশ হতাশ্বাস হইতে দেখিয়া মনে মনে ভাবিল, আমিই কেবল এই সকল অনর্থের মূল। যদি জগতে এই মহাপাতকীর জন্ম না হইত, তাহা হইলে সুরেন্দ্রনাথ আজি এই উপ-

স্থিত ঘটনায় পতিত হইতেন না। ইহার পরিণাম যে কি দাঁড়াইবে তাহ কে বলিতে পারে। গত রাত্রের কথা মনে হইলে আর জ্ঞান থাকে না। সে মাগী এসে যে আমায় কি বোলে গেল, তাহার মাথা মুণ্ডু নেই। আমিও তার কথায় ভুলে গেলেম। যদি আর একটু আগে বাড়ীথেকে বেরয়ে চো'লে যেতাম, তা হো'লে তার সঙ্গে দেখা হোতো না। আর সুরেন্দ্রনাথকেও এই বিপদে পড়্‌তে দেখ্‌তাম না। দেক দেকি, কোথা থেকে কি বিপদ আসিয়া যুটিল। আমার শ্বশুর শ্বাশুড়ী কবে কি করেছিল, তাহার ঠিক নাই।' কিন্তু এখন কোন্ শত্রু এই মিথ্যা কথা রটাইল, যে তাহাদিগকে সুরেন্দ্র বাবু লুকাইযা রাখিযাছে।

উঃ কি শত্রুতা। মুরসিদাবাদের বাদসা কাসিম খাঁর পরওয়ানা!! এর একটা হেস্ত নেস্ত না হো'লে রক্ষা নাই। কি সর্ব্বনাশ। এ যে ঘোর বিপদ। মাধবী এই সকল চিন্তা করিতেছে, এমন সময় হঠাৎ তাহার একটী বিষয় স্মরণ হইল, মাধবী তখনি ব্যস্ততার সহিত বসন্তকুমারীকে জিজ্ঞাসা করিল, বসন্ত! বল্ দেকি সে পাগ্‌লীর কথা আর কোন দিন কাহারও মুখে শুনেছিস্ কি না?

বসন্ত। কোন্ পাগ্‌লী?

মাধ। সেই যে, আমাদের বাড়ীর ভেতর ঢুকে উটানে নেচে নেচে গান গাইলে।

বসন্ত। হেঁ হেঁ, সে পাগ্‌লী কে?

মাধ। সে যেই হউক, সে কি এখানে আছে?

বসন্ত। সে দিন বুড়োঝি তার কথা কি বো'লছিল, তা আমি ভাল কো'রে শুনি নি। তুই একবার তাকে ডেকে জিজ্ঞাসা কর্ দিকি।

সুরে। পাগ্‌লী আবার কে?

বসন্ত। বো'লচি, ঐ যে ঝি আসচে। ঝিকে আসিতে দেখিয়া, মাধবী তাহাকে শশব্যস্তে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, হেঁ ঝি! তুমি কি সেই পাগ্‌লীকে আর কোন দিন দেখেছিলে?

ঝি। হুঁ এক দিন দেকেচি।

মাধবী। সেই, মাগীইত? না-আর কাকে দেকে চিস্?

ঝি। না সেই বৈ কি, আমার সন্দেহ হওয়াতে একটা মাগীকে জিজ্ঞাসা কল্লাম, হাঁ গা এই মেযে মানুষটী পাগলছিল না? এ কি কোরে ভাল হোলো? সে বোল্লে মা! এক সন্ন্যাসীর ওষুদ খেযে সেরেচে। এটী আমার মেয়ে, আমি বোল্লাম তোমাদের বাড়ী কোন্ দেশে? সে মাগী অমুনি বদ্‌মেজাজ হো'য়ে বোল্লে, আমি তোর্ কাচে সাত পুরুষের পরিচয় দিতে আসিনি। তোমাদের যে খানেই বাড়ী হোগ্ না কেন, তোর তাতে খোঁজ কি। আমি তার এই কথা শুনেই অবাক্, ভাবলাম এ লক্ষ্মী ছাড়া মাগী কে? ও মা! তার পরই দেকি মাগী কুঠে। হাত পার আঙ্গুল গুলো খোসেগেচে।

মাধবী। তার্ পর্ তারা কোথায় গেল?

ঝি। কে যানে তা আর আমি দেখিনি।

বসন্ত। তুই অতো কোরে পাগ্‌লীর খোঁজ নিচ্চিস্ কেন।

মাধবী। দেক্,বসন্ত! সেই পাগ্‌লীই আমার পোড়া কপালী শাশুড়ী।

বসন্ত। সে কি!! তুই কি কোরে জান্‌তে পাল্লি?

মাধবী। যে দিন সে আমাদের বাড়ীতে এসে উটনে নেচে নেচে গান গাচ্ছিল, সেই দিনই আমি তার মুখ দেকে চিনি চিনি বোধ হোলো। কিন্তু তখন কিছুই ঠিক্ কোত্তে পাল্লেম না। এখন আমার বেস স্মরণ হো'চ্চে সেই মাগীই আমার শাশুড়ী।

বসন্তকুমারী মাধবীর এই কথা শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন, তাই বুঝি তুই তাকে দেকে অমন কোরে ছিলি?

সুরেন্দ্রনাথ এই ব্যাপার শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন, এবং আর কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া বলিলেন সেই দুই মাগী নিশ্চয় হইবে। তবে আমি এখনি তাহাদিগের অনুসন্ধান লইতে লোক পাঠাইয়া

দিইগে। যদি তাহাদের পাওয়া যায তবে শুভগ্রহ। নচেৎ ভারি বিপদ। এই বলিয়া সুরেন্দ্রনাথ বহির্বাটীতে গমন করিলেন।

আসামি গ্রেপ্তার।

সময় কাহার ও নয়, প্রভাত হইল। মধ্যাহ্ন হইল। ক্রমে অপরাহ্ন, তাহাও গত প্রায। সূর্য্যদেব একেবারে অস্ত গত হইয়াছেন, কেবল পশ্চিমাচল ঈষৎ রক্তবর্ণ। রাখালগণ গো—পাল লইয়া জিলের সুরে গান করিতে করিতে গৃহে প্রত্যাগমন করিতেছে। গো-সমূহের পদ--ধূলি উত্থিত হওয়ায, যেন রাস্তার স্থানে স্থানে ধূমাকৃতি মেঘ দৃষ্টি গোচর হইতেছে। ক্রমে ক্রমে এক একটী করিয়া সকল গৃহেই প্রদীপ জ্বলিল। ডুম্ ডুম্ রবে ডঙ্কাও বাজিযা উঠিল। সুরেন্দ্রনাথের কর্ণে এই শব্দ প্রবেশ করাতে, তিনি একটী দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক বলিলেন, দেওয়ানজি। অদ্যকার দিন যে কোথা দিযা যাইল তাহা আমি কিছুই জানিতে পারিলাম না। এমন কি আমি যে কোথায় বসিযা আছি এবং ইতি পূর্ব্বে কিকি করিযাছি, তাহাও আমার স্মরণ হইতেছেনা। আমার মস্তক ঘুরিতেছে। বুদ্ধির স্থিরতা নাই। কেবল ইচ্ছা হইতেছে যে, নির্জ্জনে যাইয়া ক্ষণ কাল বিশ্রাম করি। আবার এও ভাবিতেছি, মনুষ্যের বিপদে ধৈর্য্য অবলম্বন করা উচিত কিন্তু মন এত দূর চঞ্চল হইয়াছে যে, কিছুতেই ধৈর্য্যের পথাবলম্বন করিতে পারিতেছিনা। যে দিকে তাকাইতেছি, সেই দিকেই অন্ধকার ময়; উঃ বিপদের উপর বিপদ। কুমুদিনী সম্বন্ধে রজনীবাবুকে যেন এক রকম বুঝাইতে পারিব, কিন্তু দুর্দ্দান্ত নবাব কাসিম খাঁর পরওয়ানার উপায কি? যদি বলি, আসামি বিলাসিনী দাসী ও কৈলাসী বেওয়াকে আমি আশ্রয় দিই নাই। তাহারা এ গ্রাম মধ্যে বাস করে না। ইহা মিথ্যা অভিযোগ। কিন্তু নবাব্ এ কথা কিছুতেই বিশ্বাস করিবেন না।

কেন না তিনি সে রূপ প্রকৃতির লোক নন্। তিনি একবার যাহা বিশ্বাস করেন তাহা সত্যই হউক বা মিথ্যাই হউক, আর কেহই তাঁহার সে বিশ্বাস, অন্তর হইতে দূর করিতে সক্ষম হইবে না। এক্ষণে ভগবানের ইচ্ছায় সেই পাগলীর অনুসন্ধান হইলেই শুভ। নচেৎ আর নিস্তার নাই।

দেওয়ানজি সুরেন্দ্রনাথকে হতাশ্বাস হইতে দেখিযা চিন্তিত হইলেন এবং অনেক ক্ষণের পর একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিযা বলিলেন, মহাশয় আপনি ভাবিত হইবেন না। পাগ্লী নিশ্চয়ই ধৃত হইবে। এক্ষণে আপনি অন্তঃপুর মধ্যে গিয়া কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করুন। আমিও এক স্থান হইতে শীঘ্র প্রত্যাগমন করিতেছি।

সুরেন্দ্র। আপনি কোথায় যাইবেন?

দেওয়ান। আজ্ঞা আমিও আর একটী বিষয় অনুসন্ধানে গমন করিব।

সুরেন্দ্র। কি বিষয়?

দেওয়ান। বোধ হয সুবর্ণগ্রামে আপনার সহিত নবাব বাবুর পরিচয় হইয়া থাকিবে, আমি তাহার অনুসন্ধানে গমন করিতেছি।

সুরেন্দ্র। তাহাকে আপনি এখানে কোথায় পাবেন? সেতো সুবর্ণগ্রামে থাকে।

দেওয়ান। আজ্ঞা অদ্য আমি তাহাকে এই বলরাম পুরে দেখিয়াছি।

সুরেন্দ্র। সে কি। সে এখানে কবে আসিল? সেত পাগল?

দেওয়ান। হেঁ, সেই পাগলকে ধরিতে পারিলে পাগ্লীকে ও পাইব।

সুরেন্দ্র। ও, হো!! এখন আমার স্মরণ হয়েছে, আমি তাহার বিষয় গমস্তার মুখে সব শুনিয়াছি। তারাই এঁরা!! কিন্তু সে ঘটনার সহিত এঘটনার মিল হইতেছে না, যাহাই হউক একটা গোলযোগ

হইলে, লোকে কত অলঙ্কার দিয়া বলে। কি সর্ব্বনাশ!। নবাব বাবুকে আপনি এখানে কোথায় দেখিযাছেন ?

দেওয়ান। মহাশয। আব আমাব কথা কহিতে অবকাশ নাই। আমি তাহাকে যেখানে দেখিযাছি, সেই খানেই চলিলাম। আপনি বাটীব ভিতর যান। আমি শীঘ্র আসিযা সমস্ত বলিতেছি।

সুরেন্দ্রনাথ দেওযানজিব এই কথা শুনিযা আব তাঁহাকে কোন কথা প্রশ্নঃ কবিলেন না। তিনি মৃদুমন্দ পদে অন্তঃপুর মধ্যে গমন করিলেন। হায! যে অন্তঃপুব সন্ধ্যাব পব, কত হাস্য কৌতুকে পরিপূর্ণ থাকিত। অদ্য তাহা জন শূন্যেব ন্যায বোধ হইতেছে। বাটীব প্রতি গৃহে এক একটী প্রদীপ জ্বলিতেছে। কিন্তু কোন গৃহে কাহাবও সাড়া শব্দ নাই। সুবেন্দ্রনাথ আপন কক্ষে গমন করিযা, ক্ষণেক স্তম্ভিতেব ন্যায এক স্থানে দণ্ডাযমান থাকিযা ভাবিলেন, অদ্য সন্ধ্যার পব অন্তঃপুবেব যে রূপ অবস্থা দেখিতেছি, তাহাতে বোধ হয গৃহ লক্ষ্মী চঞ্চলা হইযাছেন। পবিবার বর্গে এবং দাস দাসীতে আমাব বাটী পবিপূর্ণ। প্রতিদিন হাস্য কৌতুকে সন্ধ্যার পর আমাব বাটী যেন নৃত্য কবিতে থাকিত। মন্দ মন্দ মলয়ানিল নানা জাতি পুষ্পের সুগন্ধ বহন করিযা আসিযা, বাটীব চতুর্দ্দিক আমোদিত করিত। কৈ আজ ত তার কিছুই দেখিতেছি না। মা কমলা। তুমি, কি অপরাধে আমাব প্রতি বিমুখ হইলে মা ? কৈ বসন্ত কোথায। মাধবী কোথায। তাহাবাও কি আমায় ত্যাগ কবিযা যাইল। সুরেন্দ্রনাথ এই সকল ভাবিতেছেন, এমন সময় বসন্তকুমাবী এবং মাধবী গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিল। সুবেন্দ্র নাথ বসন্তকুমারীকে সম্মুখে দেখিযা, আব চক্ষেব জল রাখিতে পাবিলেন না। তিনি ভগ্নকণ্ঠে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, বসন্ত! আর আমার নিস্তাব নাই, আমি বিনা দোষে কাসিম খাঁব কোপানলে পতিত হইলাম। বোধ হয অচিরাৎ আমরা এই সুখ সম্পত্তি

চ্যুত হইয়া পথের ভিখারী হইব। বসন্তকুমারী সুরেন্দ্রনাথের এই কথা শুনিয়া বাষ্পাকুল নয়নে বলিলেন সে কি। পাগ্‌লীর কি কিছুই অনুসন্ধান হইল না।

সুরেন্দ্র। তাহাদের অনুসন্ধানে লোক পাঠাইয়াছি, এখনও কেহই ফেরে নাই। সুরেন্দ্রনাথের এই কথা শেষ হইতে না হইতে ত্রিশূল হস্তে ভবানীদেবী গৃহ মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সুরেন্দ্রনাথ তাঁহাকে দেখিবামাত্র সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া বলিলেন মা ভগবতি। অদ্য আপনার আগমনে আমার বাটী পবিত্র হইল। বসন্ত কুমারী এবং মাধবী পূর্ব্ব হইতেই ভবানীদেবীর আসিবার কথা জানিতেন। তাঁহারা তাঁহাকে সমাগত দেখিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন এবং বসিবার নিমিত্ত এক খানি আসন বিস্তৃত করিয়া দিলেন। ভবানীদেবী তাঁহাদের ভক্তিতে যথোচিত আহ্লাদিত হইয়া উভয়কে যথা নিয়মে আশীর্ব্বাদ করিলেন এবং দক্ষিণ কর দ্বারা মাধবীর ও বসন্তকুমারী চিবুক ধারণ পূর্ব্বক মুখ চুম্বন করিয়া আসনে উপবেশন করিলেন। এবং জিজ্ঞাসিলেন, সুরেন্দ্রনাথ। অদ্য তোমার বদন মণ্ডল এরূপ মলিন দেখিতেছি কেন? সুরেন্দ্রনাথ মৃদু স্বরে বলিলেন, মা। ভগবতি! কিঙ্কর ঘোর বিপদ গ্রস্ত, এক্ষণে আপনার কৃপা ব্যতীত আর রক্ষা পাইবার উপায় নাই।

ভৈরবী। সে কি বৎস! তুমি এমন কি বিপদে পতিত হইয়াছ যে, তাহাতে তোমার কান্তি এরূপ মলিন ভাব ধারণ করিয়াছে? সুরেন্দ্রনাথ বাষ্পাকুলনয়নে নবাব কাসিম্‌ খাঁর পরওয়ানা ও রজনী বাবুর পত্র তাঁহার হস্তে অর্পণ করিলেন। ভবানীদেবী তাহা আদ্যন্ত পাঠ করিয়া ঈষৎ হাসিতে হাসিতে বলিলেন, বৎস! রজনীকান্তের পত্রের জন্য বিশেষ চিন্তিত হইবার কারণ নাই। কিন্তু এই পরওয়ানার বিষয় তুমি কিরূপ যুক্তি করিতেছ?

সুরেন্দ্র। মা! এক্ষণে আমার এ উভয়ই সমান হইয়াছে।

রজনীবাবুর পত্র ও পরওয়ানা দুই সমান। তবে আসামি বিলাসিনী দাসী ও কৈলাসী বেওয়ার অনুসন্ধানে লোক পাঠান হইয়াছে।

ভৈরবী। তাহারা কোথায় আছে ?

সুরেন্দ্র। শুনিলাম কয়েক দিবসাবধি তাহারা বলরামপুরে অবস্থিতি করিতেছে। কিন্তু কোন স্থানে আশ্রয় লইয়াছে তাহা অবগত নহি।

ভৈরবী। তবে আর কি, আসামি গ্রেপ্তার হইলে সমস্তই মীমাংসা হইবে।

সুরেন্দ্র। মা! আমার সময় বড় মন্দ, কি জানি যদি তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিতে না পারি তাহা হইলে নবাব কাসিম খাঁর নিকট আমার নিষ্কৃতি নাই।

ভৈরবী। বৎস! সে জন্য তোমার কোন চিন্তা নাই। আমি বলিতেছি অদ্য তাহারা নিশ্চই গ্রেপ্তার হইবে। যদি একান্ত প্রক্ষে না হয়, তবে আমি নিজেই তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিয়া তোমার নিকটে আনয়ন করিব।

সুরেন্দ্রনাথ ভবানীদেবীর এই কথা শুনিয়া পরম আহ্লাদিত হইলেন এবং গললগ্নীকৃতবাসে বলিলেন মা! আপনার অসাধ্য কিছুই নাই। আপনার কৃপা থাকিলে আমি আর কোন আশঙ্কা করিনা। এক্ষণে আমার আর একটী বক্তব্য আছে।

ভৈরবী। কি বক্তব্য আছে বল।

সুরেন্দ্র। বোধহয় দুই একদিন মধ্যে রজনীবাবু এখানে আগমন করিবেন। তিনি আসিয়া যখন কুমুদিনীর সংবাদ জিজ্ঞাসা করিবেন তখন আমি কি বলিব? এইকথা বলিয়া তিনি মস্তক অবনত করিলেন।

সুরেন্দ্রনাথের হৃদয় কম্পিত হইতে লাগিল এবং বসন্তকুমারী ও মাধবী সতৃষ্ণ নয়নে উত্তর প্রতীক্ষায় তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া

রহিলেন। সুরেন্দ্রনাথের মন তখন এরূপ চঞ্চল যে ভবানীদেবীকে এই প্রশ্নঃ জিজ্ঞাসা করিয়া নবাব কাসিম খাঁর পরওয়ানার বিষয় চিন্তা করিতে করিতে প্রায় সংজ্ঞা শূন্য হইলেন। ভবানীদেবী ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন বৎস! এবিষয়ের উত্তর আমি বসন্তকুমারীর সহিত পরামর্শ না করিয়া বলিতে পারিবনা। এই বলিয়া তিনি বসন্ত-কুমারীর হস্ত ধারণ পূর্ব্বক গৃহের বাহিরে গমন করিলেন। সুরেন্দ্রনাথ তখন এরূপ চিন্তায় মগ্ন যে ভবানীদেবীর কথা তাঁহার কিছু মাত্র কর্ণ গোচর হইল না। এবং তাঁহারা যে, গৃহ হইতে গমন করিলেন তাহাও তিনি জানিতে পারিলেন না।

মাধবী গৃহ মধ্যে একাকিনী থাকিয়া চিন্তা করিতে লাগিল। এ কি! এ কথার ভাব কি! বসন্তকুমারীর সহিত কুমুদিনীর বিষয়ে কিসের পরামর্শ! "বসন্তকে জিজ্ঞাসা না করিয়া বলিতে পারি না" এ কথার মানে কি! কে জানে ওঁরাই জানেন। আমায় যখন গোপন করিলেন তখন আমার উপর পড়া হয়ে জানিবার আবশ্যক নাই। আমি যেমন আছি তেমনিই থাকি। হায়! নির্জ্জন স্থান দুঃখের আকর। মাধবী অগত্যা তথায় বিষণ্ণ বদনে দণ্ডায়মানা হইয়া সুরেন্দ্রনাথের প্রতি চাহিয়া দেখিল, তিনি মস্তক অবনত করিয়া চিন্তায় নিমগ্ন আছেন। গৃহ মধ্যে যে কাহারও সহিত কথা কহিবে এমন আর কেহ নাই। সুরেন্দ্রনাথকেও সে সময় তাঁহার কোন কথা বলিতে বা জিজ্ঞাসা করিতে সাহস হইল না। সুতরাং তাহারও মন শোক-সাগরে ঝাঁপ দিল। চক্ষুদ্বয় জলে পরিপূর্ণ হইল। অনেক কষ্টে অঞ্চল দ্বারা তাহা পুঁছিয়া মনে মনে বলিল, ভগবান তোমার সূক্ষ্ম বিচার, পাপের দণ্ড হাতে হাতে না ফলিলেও দশ দিন পরেও ফলিবে। বিষ খাওয়াইয়া মেরে আমাবে পথের কাঙ্গালিনী ক'রেছে। এখন তো সে পাপের ভোগ ভুগিতে হ'চ্ছে। নিজের স্বামী গেল। দেশত্যাগি হ'তে হলো। পাগল হ'য়ে পথে পথে বেড়াতে হ'লো, তার পর ধরা প'ড়ে আর কি হাল হয় তাও দেখ্‌তে পাব। নবাব

কাসিম খাঁর নিকটে আর নিস্তার নাই। মাধবী মনে মনে এই সব চিন্তা করিতেছে এমন সময় তাহার বাম চক্ষু নৃত্য করিয়া উঠিল। ইহাতে তাহার গত রাত্রের কথা মনে হইয়া হৃদয় কম্পিত হইতে লাগিল। মন চঞ্চল হইল, চক্ষু দিয়া দর দর বেগে বারিধারা নির্গত হইতে লাগিল। আর দাঁড়াইতে পারিল না। সুতরাং মেজেতে উপবেশন করিল। এমন সময় সুরেন্দ্রনাথ মস্তক উত্তোলন করিয়া গৃহের চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, তথায় আর কেহ নাই, কেবল মাধবী একাকিনী অধোবদনে বসিয়া রহিয়াছে। তিনি বসন্তকুমারী ও ভবানী দেবীকে তথায় না দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন। ক্ষণেক নিস্তব্ধ থাকিয়া মাধবীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মাধবি। এঁরা কোথায়? মাধবীর উত্তর পাইলেন না।

মাধবীকে এরূপ নিরুত্তর দেখিয়া তাঁহার মনের আশঙ্কা বৃদ্ধি হইল এবং ব্যস্ত সমস্ত হইয়া গৃহের বাহিরে গমন করিয়া দেখিলেন ভবানীদেবী ও বসন্ত প্রাসাদোপরি দণ্ডায়মানা হইয়া কি কথোপকথন করিতেছেন। তদ্দৃষ্টে তিনি পুনর্ব্বার গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। আসিয়া দেখিলেন মাধবী তখনও পূর্ব্বাবস্থায় বসিয়া আছে। সুরেন্দ্রনাথ মনে মনে ভাবিলেন মাধবীর কি হইল! এই আমি সকলকে কথোপকথন করিতে দেখিতেছিলাম কিঞ্চিৎ অন্য মনা হইয়াছি ইহার মধ্যে কি হইল। বসন্ত ও ভবানীদেবী গৃহমধ্যে হইতে কখন উঠিয়া গেলেন তাহা জানিতে পারি নাই। মাধবীই বা এমন করিয়া রহিয়াছে কেন। ইহার ভাব কি?

সুরেন্দ্রনাথ এই সকল চিন্তা করিতেছেন এমন সময় মাধবী কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া অঞ্চল দ্বারা চক্ষু মুছিল। এবং যে স্থানে সুরেন্দ্রনাথ বসিয়াছিলেন সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিল। কিন্তু তাঁহাকে সে স্থানে দেখিতে না পাইয়া তাড়াতাড়ি গৃহের দ্বারে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিল সুরেন্দ্রনাথ তথায় দণ্ডায়মান আছেন, তদ্দৃষ্টে মাধবী লজ্জিত হইল।

তিনি তাহা বুঝিতে পারিয়া আর মাধবীকে রোদনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন না। বলিলেন, মাধবি। ভবানীদেবী আর বসন্ত কোথায়? মাধবী নতমুখা ও ভগ্নকণ্ঠে বলিল ভবানীদেবী বসন্তের সহিত কুমুদিনীর বিষয় পরামর্শ করিতে গিয়াছেন।

সুরেন্দ্র। কুমুদিনীর বিষয় বসন্তের সহিত কি পরামর্শ?

মাধবী। তুমি যখন ভবানীদেবীকে জিজ্ঞাসা করিলে "রজনী বাবু আসিয়া যদি কুমুদিনীর অনুসন্ধান করেন তবে কি বলিব," তিনি বলিলেন আমি বসন্তের সহিত পরামর্শ করিয়া বলিতেছি, এই বলে দুজনে গৃহের বাহিরে গমন করিয়াছেন।

সুরেন্দ্র। সে কি আমিতো তার কিছুই অবগত নহি।

মাধবী। বোধ হয় সে সময় তুমি অন্যমনস্ক ছিলে।

ইহা শুনিয়া সুরেন্দ্রনাথের মনে মনে সাহস হইল।—ভাবিলেন ভবানীদেবীর কৃপায় বোধ হয় আমি এ বিপদ হইতে নির্ব্বিঘ্নে উদ্ধার হইব। তিনি নিজ মুখে বলিযাছেন "যদ্যপি তুমি আসামি গ্রেপ্তার করিতে না পার তবে আমি গ্রেপ্তার করিয়া আনিব"। কুমুদিনীর বিষয় যখন বসন্তের সহিত পরামর্শ করিতেছেন তখন এরও একটা হেস্ত নেস্ত হইবেই হইবে। আবার ভাবিলেন কুমুদিনীর সম্বন্ধে বসন্তের সহিত কিসের পরামর্শ! তিনি তো জীবিতা নাই, তবে কিসের যুক্তি, দেওয়ানজি অনেক দিনের লোক এবং বিশ্বাসি, তাঁর কথা কখনই মিথ্যা নহে। তবে পরামর্শ কিসের? যাহা হউক, ক্ষণৈক পর বসন্তকুমারীর নিকট সমস্ত অবগত হইব। সুরেন্দ্রনাথ মনে মনে এই সকল চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় বসন্তকুমারী হাসিতে হাসিতে গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তিনি তাঁহার হাস্য বদন নিরীক্ষণ করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন। ভাবিলেন এই ক্ষণকাল পূর্ব্বে বসন্তকে আমার সহিত কাঁদিতে দেখিয়াছি। কল্য হইতে প্রেয়সীর বদন মণ্ডলে হাস্যের চিহ্ন কিছুমাত্র লক্ষিত হয় নাই। হবেই বা কি কোরে, নিদারুণ শোক

সঙ্গে করিয়া আনিয়াছি। এবং তাহার উপর দুর্বৃত্ত নবাব কাসিম খাঁর এই ভয়ানক পরওয়ানা। ইহা দেখিয়া শুনিয়া লোকের কি আহার নিদ্রা থাকে, তা যাই হউক, বসন্তের যখন হাস্য বদন দেখিতেছি, তখন বোধহয় আর আমাদের কোন ভয় নাই। সমস্তই শুভ হইবে। ইহা ভাবিয়া সুরেন্দ্রনাথ কিছু আশ্বস্থ হইলেন এবং হাস্য বদনে বসন্তকে জিজ্ঞাসা করিলেন কুমুদিনীর বিষয় কি মীমাংসা হইল?

বসন্ত। তার জন্য চিন্তাকি,' রজনীবাবু আসিয়া যদ্যপি নেহাৎ কুমুদিনীর জন্য পেড়াপিড়ি করেন, তখন মাধবীকে ধরেদিয়ে বলিব এই তোমার কুমুদিনীকে নাও।

মাধবী ইহা শুনিয়া কৃত্রিম রোষ প্রকাশ করিয়া বলিল, দেখ্ বসন্ত। এই বিপদের সময়ে তোর ও তামাসা ভাই, ভাল লাগে না। তুই রঙ্গ রসের সময় পেয়েচিস রঙ্গ রস কর, এই আমি তোর ঘর থেকে চল্লাম, এই বলিয়া মাধবী বিদ্যুতের ন্যায় গৃহ হইতে চলিয়াগেল। ভবানীদেবী সে সময় বারাণ্ডায় দণ্ডায়মানা হইয়া সুরেন্দ্রনাথের অট্টা-লিকার শোভা দেখিতেছিলেন, তিনি হঠাৎ মাধবীকে সম্মুখে দিয়া গমন করিতে দেখিয়া তাহার হস্ত ধারণ পূর্ব্বক বলিলেন, মা-মাধবি! কোথায় যাইতেছ মা? এস। আমি তোমায় একটী কথা বলি, চল আমরা প্রাসাদোপরি গমন করি। পরে সুরেন্দ্রনাথকে বলিলেন বৎস সুরেন্দ্রনাথ। আমি এই প্রাসাদে অবস্থিতি করিতেছি, মাধবী আমার সঙ্গে থাকিল। যাইবার সময় পুনরায় তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যাইব।

সুরেন্দ্র। যে আজ্ঞা, এ দাসের সহিত এই গৃহেই সাক্ষাৎ হইবে।

ভৈরবী। আচ্ছা বৎস তোমরা এই খানেই অবস্থিতি কর।

সুরেন্দ্রনাথ তাঁহাদিগকে বিদায় দিয়া, পুনরায় বসন্তকুমারীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আচ্ছা, এখন বল দেকি ভবানীদেবী কুমুদিনী সম্বন্ধে কি বলিলেন? বসন্তকুমারী সুরেন্দ্রনাথের মুখের দিকে চাহিয়া ঈষৎ

বঙ্কিম কটাক্ষে হেসে ঢুলে বলিলেন, এত দিনে তোমার সব চাতুরী ধরা পড়িল। সুরেন্দ্রনাথ বিস্ময়াপন্ন হইয়া বলিলেন, সে কি বসন্ত। চাতুরী কি?

বসন্ত। চাতুরী এমন কিছু নয়. জেযান্ত মাচে পোকা পড়ানও।

সুরেন্দ্র। বসন্ত ক্ষমা কর, তোমার কথা শুনে আমার হৃদ্‌কম্প হইতেছে, এখন তামাসার সময় নয়। যথার্থ; ভবানীদেবী তোমায় কি বলিলেন, তাহা আমায় বল।

বসন্ত। না না তাহাতে তোমার কোন চিন্তার কারণ নাই। কুমুদিনী জীবিতা আছে। তাহাকে আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি।

সুরেন্দ্র। সে কি, কুমুদিনী জীবিতা আছে কি। তোমার বেস্ বুদ্ধি।

বসন্ত। আমি বলিতেছি কুমুদিনী জীবিতা আছে। সে জন্য তোমার কোন চিন্তা নাই। রজনীবাবু আসিয়া যখন কুমুদিনীর সংবাদ জিজ্ঞাসা করিবেন তখন বলিও কুমুদিনী কুশলে আছেন।

সুরেন্দ্র। তার পর যখন তিনি তাঁহাকে দেখিতে চাহিবেন, তখন আমি কি বলিব?

বসন্ত। তখন, অন্তঃপুর মধ্যে তাঁহাকে লইয়া আসিবে, আমি কুমুদিনীকে তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দিব।

সুরেন্দ্র। তুমি কি পাগল হোলে নাকি, কুমুদিনীকে তুমি কোথায় পাইবে?

বসন্ত। আমি পাগল হই নাই, কুমুদিনীকে আমি পাইয়াছি। সে এখন আমাদের বাড়ীতে আছে৷ তাহার নিমিত্ত কোন চিন্তা নাই। এর পর আমি সমস্ত বলিব। এখন ভবানীদেবী যেরূপ আদেশ করিলেন তাহা তোমায় প্রস্তুত করিতে হইবে।

সুরেন্দ্র। কি প্রস্তুত করিতে আদেশ করিলেন? তাহা বল।

বসন্ত। আমাদের কাছারি বাড়ীতে মোকর্দ্দমার এজ্‌লাস হইবে। তাহার দুই ধারে দুইটী কামরা প্রস্তুত করিতে হইবে

সুরেন্দ্র। কেন দুইটী কাম্‌রা প্রস্তুত করিবার কারণ কি?

বসন্ত। ভবানীদেবী স্বয়ং বিলাসিনী ও কৈলাসী দাসীর মোকর্দ্দমার বিচার করিবেন, তাহাতে আমাদিগের সাক্ষ্যের আবশ্যক। সেই নিমিত্ত আমাদের জন্য দুইটী পৃথক পৃথক স্থানের প্রয়োজন।

সুরেন্দ্র। দুইটী পৃথক পৃথক কি নিমিত্ত? একটী হইলে কোন আপত্তি আছে কি?

বসন্ত। হেঁ একটী হইলে আপত্তি আছে, দুই পক্ষের সাক্ষী, মোকর্দ্দমার পূর্ব্বে পরস্পরে দেখা সাক্ষাৎ হওয়া উচিত নয়।

সুরেন্দ্র। দুই পক্ষ আবার কে কে হইল?

বসন্ত। এক পক্ষে রজনী বাবুর মা, তাঁহার পুত্র এবং অন্যান্য পরিচারিকাগণ; এবং অপর পক্ষে আমি, মাধবী আর আমার মা এই তিন জনে থাকিব।

সুরেন্দ্র। কি সর্ব্বনাশ। এ যে ভারি গুরুতর ব্যাপার দেখিতেছি!! আচ্ছা, আমি সে সমস্ত শীঘ্রই প্রস্তুত করিয়া দিতেছি। কিন্তু মোকর্দ্দমাটী কবে হবে?

বসন্ত। ভবানীদেবী বলিলেন দুই এক দিনের মধ্যেই হইবে, কেবল রজনী বাবুর আসিবার অপেক্ষা।

সুরেন্দ্র। এখন কোথায় আসামি তার ঠিক নাই, মোকর্দ্দমার দিন ত এক রকম ধার্য্য হইল।

বসন্ত। তিনি বলিলেন আসামি গ্রেপ্তার করিতে কেহ পারে, বা নাই পারে, সে ভার তাঁহার উপর, তিনি যে রূপে হয় মোকর্দ্দমার দিন তাহাদের এজলাসে হাজির করিবেনই, করিবেন।

তাঁহার এই কথা শুনিয়া সুরেন্দ্রনাথ আনন্দাশ্রু পরিত্যাগ পূর্ব্বক বলিলেন, বসন্ত বল কি! তোমার কথা শুনিয়া আমার হৃদয় আনন্দে পুলকিত হইল। বলিতে কি, বিনা পরিশ্রমে ও কষ্টে যে এই বিপদ হইতে এত সহজে মুক্তি লাভ করিব তাহা এখনও আমার বিশ্বাস হই-

তেছে না। তবে মা জগদম্বার কৃপা। আর এক কথা, আমার বোধ হয় ইহার ভিতর কোন গুঢ় তত্ত্ব আছে। তাহা ভবানীদেবী সমস্তই অবগত আছেন। সেই নিমিত্ত তিনি নিজে এজলাসে উপস্থিত থাকিয়া ইহার বিচার করিবেন। আর ইতিপূর্ব্বে তুমি কুমুদিনী সংক্রান্ত যে সকল কথা আমার নিকট ব্যক্ত করিলে তাহা সমস্তই আকাশ কুসুমের ন্যায় বোধ হইল। প্রিয়ে! তুমি বুদ্ধিমতী বলিয়া এই সমস্ত কথা অলীক হইলেও সত্য বলিয়া গ্রাহ্য করিলাম। কারণ তোমার মনে ভালরূপ বিশ্বাস না হইলে আমার নিকট তুমি ওরূপ অসংলগ্ন কথা হাস্যের সহিত ব্যক্ত করিতে না। ইহাতে স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছি যে তুমি আমার নিকট গুপ্ত কথা প্রকাশ করিলে না। নাই কর, তাহাতে ক্ষতি নাই। শুভ হইলেই মঙ্গল, বসন্তকুমারী তাঁহার এই কথা শুনিয়া বলিলেন সে কি নাথ! আমি যাহা ভবানীদেবীর নিকট অবগত হইয়াছি তাহা তোমার নিকট অপ্রকাশ্য থাকিবে? কখন না। দেখ আমার বড় আনন্দের দিন উপস্থিত। এত দিন আমার মনের দুঃখ মনে মনে ছিল, আজ ভগবানের কৃপায়, দুঃখান্তে সুখের বীজ অঙ্কুরিত হইয়া, তাহা হইতে আশা-লতা উৎপন্না, পরিবর্দ্ধিতা মুকুলিতা এবং প্রস্ফুটিতা হইয়াছে। এখন ফলভরে অবনত হইলেই, তুমি আমি উভয়ে দর্শন করিয়া যুগপৎ আনন্দনীরে অবগাহন করি। প্রাণেশ্বর! তুমি ধন্য! কেবল তোমার মনটী ফল্গুনদীর প্রায়; আর মাধবীকেও ধন্য! কারণ এত দিনের পর, তার পায়ে ধরিবার লোক হয়েছে। প্রাণবল্লভ! বলিতে কি, তোমাদের আমি এত দিনের পর চিনিলাম। ধন্য মাধবি! তোকে শত শত ধন্যবাদ। চন্দ্রহাটীতে দেওয়ানজি পত্র লিখিয়াছেন এক্ষণে মাকে, বাবা যদি সঙ্গে করিয়া আনেন তাহা হইলে বড় ভাল হয়। মা আসিয়া দেখুন, তাঁহার মাধবী, এখন কেমন মাধবী। আর সেই জামাই, কেমন গুণের জামাই হয়েচে।

সুরেন্দ্র। সবিস্ময়ে ম্লান মুখে বলিলেন, বসন্ এ সকল কিরূপ

কথা হইতেছে? মা এ ল কি হইবে? মাধবীর তো চরিত্রে কোন দোষ নাই? মা তার পবিত্র স্বভাবে পরম প্রীত হইয়া তাকে তোমার নিকটে রাখিয়াছেন। অতএব ওরূপ কথা মুখে আনিও না, উহা মনে হইলে পাপের সঞ্চার হয়।

বসন্ত। প্রাণ বল্লভ! তোমার ন্যায় লোকে যদি মাধবীর এ সুখ্যাতি না করে, তবে আর কে, রমণী কুলের সম্মান রাখিবে? নাথ! আমি তোমার মন বুঝিবার নিমিত্ত ঐ রূপ কথা বলিলাম, ফলে, মা এলে ভাল হয়। মা যে ইহার মধ্যে এক জন প্রধান সাক্ষী।

সুরেন্দ্র। কে জানে, আমি তোমার কথার ভাবত কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। আমার নিকট কিছু প্রকাশ কর বা নাই কর, বিচারের দিন সমস্তই জানিতে পারিব।

বসন্তকুমারী এবং সুরেন্দ্রনাথ গৃহ মধ্যে এই সকল কথোপকথন করিতেছেন এমন সময় ভবানীদেবী আসিয়া বলিলেন, বৎস সুরেন্দ্রনাথ! রাত্রি অনেক হইল এখন আমি আসি, তুমি চিন্তা করিও না। যাহা যাহা করিতে হইবে তাহা বসন্তকে বলিয়াছি, তুমি সে বিষয়ে যত্নবান থাকিবে। আর রজনীকান্ত আসিলে তাহাকে বিশেষ যত্নের সহিত রাখিবে। তিনি কুমুদিনীর সম্বন্ধে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে, তুমি বসন্তের সহিত পরামর্শ করিয়া তাঁহার প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিবে। তাহার পর রজনীকান্তকে নবাব কাসিম খাঁর পরওয়ানার বিষয়ও সমস্ত অবগত করাইবে। আর বলিবে যে ভবানীদেবী আসিয়া এই মোকর্দ্দমা বিষয় স্বয়ং বিচার করিবেন। আপনাকেও সেই বিচার স্থলে উপস্থিত থাকিতে হইবে। যে তাবত বিচার নিষ্পত্তি না হয়, সে তাবত কাল আমি আপনার কোন অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিব না। এক্ষণে আমি চলিলাম, দুই দিবস পরে পুনর্ব্বার সাক্ষাৎ হইবে।

সুরেন্দ্র। মা! দাসের একটী নিবেদন আছে।

ভৈরবী। কি, তাহা বল।

সুরেন্দ্র। আপনি এখন গমন করিতেছেন কিন্তু আসামিদিগকে গ্রেপ্তার করা হইল কি না তাহা কি প্রকারে অবগত হইবেন।

ভৈরবী। তাহার নিমিত্ত তোমার চিন্তা নাই। সে সংবাদ আমি নিজেই জানিতে পারিব। যদি তোমার লোকেরা তাহাদের গ্রেপ্তার করিতে না পারে, তবে যেরূপে হয় আমি তাহাদিগকে যথা সময়ে বিচার স্থলে উপস্থিত করাইব।

সুরেন্দ্রনাথ তাঁহার এই কথা শুনিয়া ঈষৎ প্রফুল্ল-নয়নে তাঁহার চরণ বন্দনা করিলেন। মাধবী ও বসন্তকুমারী তাঁহার পদধূলি লইয়া মস্তকে প্রদান করিল। ইত্যবসরে ভৃত্য মাধব অন্তঃপুর মধ্যে আসিয়া সংবাদ দিল, আসামিরা গ্রেপ্তার হইয়াছে।

সুরেন্দ্রনাথ এই সংবাদ পাইয়া হাস্যমুখে ভবানীদেবীর প্রতি চাহিয়া করযোড়ে বলিলেন, মা! আপনার কৃপায় মনোরথ সফল হইয়াছে। পরে ভৃত্য মাধবকে বলিলেন আচ্ছা তুমি দেওয়ানজিকে বল তাহাদিগকে সাবধানে রাখেন আমি শীঘ্র যাইয়া সাক্ষাৎ করিতেছি।

ভৈরবী। বৎস। তবে আর কি, আসামি গ্রেপ্তার হইয়াছে শুনিয়া চলিলাম। আর তোমার চিন্তা নাই। উহাদিগকে সাবধানে রাখিও। আমি এক্ষণে আসি, এই বলিয়া ভবানীদেবী তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

সভাভঙ্গ।

লোকে একটী সূত্র ধরিয়া অসার অঙ্ক পাত করে। কিন্তু অদ্য বসন্তকুমারী কোন্ সাহসে এবং কি সূত্রেই বা অঙ্কপাত করিয়া জানিতে পারিলেন, কুমুদিনী জীবিতা আছেন। ভবানীদেবীর কথায়? কে জানে। তিনিই জানেন। আমিত বসন্তকুমারীর সাহস দেখিয়া হতবুদ্ধি হইয়াছি। কুমুদিনীকে স্বচক্ষে চিতার উপর দগ্ধ হইতে দেখিলাম।

আবার বসন্তকুমারী তাহাকে কোথায় পাইলেন। বসন্ত বলিলেন কুমু-দিনীকে আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি। এ কথার ভাব কি? সুরেন্দ্রনাথ কেমন তিনি স্ত্রীর কথায় বিশ্বাস করিলেন। তাঁহার মুখ দিয়া এমন কথা সরিল না, যে, তিনি বসন্তকে জিজ্ঞাসা করেন তুমি কুমুদিনীকে কি রূপে চিনিলে? যদি কেহ তাঁহাকে অন্য স্ত্রীলোক দেখাইয়া বুঝাইয়া থাকে যে এই কুমুদিনী। বসন্ত স্ত্রীজাতি, তিনি যেন কাহারও মিষ্ট কথায় ভুলিতে পারেন। কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ একজন বুদ্ধিমান পুরুষ হইয়া স্ত্রীর কথায় বিশ্বাস করিলেন। করেন, করুন্ তাহাতে আমাদের ক্ষতি নাই। কিন্তু বোধ হয় পরিণামে তাঁহাকে ইহার নিমিত্ত আক্ষেপ করিতে হইবে। মরা মানুষ নাকি কখন ফিরে আসে। আচ্ছা ভবানীদেবীরই বা মন্তব্য কি? তিনি এক জন ভূত-ভাবিনী ভাবিনী হইয়া কি নিমিত্ত এই গুরুতর কার্য্যে লিপ্ত আছেন। কাণ্ডটী বড় সহজ নয়। আবার তাও বলি, কোথায় নবাব কাসিম্ খাঁর পরওয়ানা, কোথায় রজনীকান্ত, কোথায় কুমুদিনী, কোথায় আসামি বিলাসিনী ও কৈলাসী, একে একে সমস্তই ত একত্র হইতেছে। দেখা যাক্ ব্যাপারটা কি। মোকর্দ্দমা বড় গুরুতর। এখন বিচারটা কিরূপ হয় তাহা দেখা আবশ্যক।

রাত্রি একাদশ দণ্ড অতীত, কৃষ্ণ পঞ্চমীর ক্ষীণ চন্দ্র পূর্ব্ব গগণে উদয হইয়াছে। পল্লিগ্রামের লোকের কোলাহল ক্রমে হ্রাস হইয়া আসিতেছে। কেবল মধ্যে মধ্যে বসন্ত-সহচর কোকিল-কুল প্রভাত হইল ভাবিয়া এক একবার থাকিয়া থাকিয়া কুহুস্বরে ঝঙ্কার দিতেছে। মন্দ মন্দ মলয়ানিল বহিতেছে। রজনী বাবুর বাটীর সম্মুখ স্থিত উদ্যান যেন হাস্য করিয়া উঠিল। নানাজাতি পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়া এক অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল। নিশাচর পক্ষিগণ ও জন্তু সকল লোকের কোলা-হল কমিয়াছে দেখিয়া স্ব স্ব গুপ্তাবাস পরিত্যাগ করিয়া আহার অন্বেষণে বন ও কানন মধ্যে বিচরণ করিতে লাগিল। ক্রমে ঝিল্লি-কুলের রবও হ্রাস হইয়া আসিল। রাস্তায় লোকের গমনাগমন নাই, যেন জগত

নিস্তব্ধ, কিন্তু সুরেন্দ্রনাথের বাটীতে যেন এইমাত্র সন্ধ্যা হইতেছে বলিয়া ভ্রম জন্মে। সদর, অন্তঃপুর এবং উদ্যানস্থিত বিলাস ভবন, লোকে পরিপূর্ণ; দাস-দাসী সকলেই ব্যস্ত; কেন? আজ কি বাটীতে কোন ক্রিয়া কাণ্ড আছে নাকি? যেন বিবাহের বাটীর ন্যায়। প্রতি গৃহে, প্রাঙ্গনে ও রাস্তার স্থানে স্থানে দীপালোক কেন? এ এক রকম বিবাহের বাটী বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অদ্য চন্দ্রহাটী হইতে সুরেন্দ্র বাবুর শ্বশুর শ্বশ্রূঠাকুরাণী ও অন্যান্য আত্মীয়-কুটুম্বগণ সমাগত হইয়াছেন। বিলাসপুর হইতে প্রিয়নাথ, রজনী বাবু, তাঁহার মাতা ও পুত্র চন্দ্রনাথ এবং দাস, দাসী সমাগত হইয়া উদ্যান স্থিত বিলাস ভবনে অবস্থিতি করিতেছেন। সুরেন্দ্রনাথ অদ্য রজনী বাবু ও প্রিয়নাথের সহিত বাক্যালাপে পরম সন্তোষ লাভ করিয়াছেন। এক্ষণে তিনি তাঁহাদিগকে লইয়া বৈঠকখানায় হাস্য কৌতুকে সময় অতিবাহিত করিতেছেন। রজনী বাবুর মন আজ অন্য দিন অপেক্ষা অনেক ভাল। তিনি যে উদ্দেশে বলরামপুরে আগমন করিয়াছেন, যদিও সে বিষয় এ পর্য্যন্ত সুরেন্দ্রনাথকে কিছুই জিজ্ঞাসা করেন নাই, কিন্তু তাঁহার সহিত অন্যান্য বাক্যালাপে পরম পুলকিত হইয়া মনে মনে স্থির করিয়াছেন যে কুমুদিনী নিশ্চয়ই সুরেন্দ্র বাবুর বাটীতে অবস্থিতি করিতেছেন। নচেৎ তাঁহাকে ওরূপ হাস্য পরিহাস করিতে দেখিতাম না। কিন্তু সে সংবাদ একবার জিজ্ঞাসা না করিয়াত নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছি না। মধ্যে মধ্যে ভাবিতেছেন একবার কুমুদিনীর সংবাদ জিজ্ঞাসা করিয়া দেখি। এমন সময় প্রিয়নাথ সুরেন্দ্র বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি আমাদের পত্র কবে পাইয়াছেন?

সুরেন্দ্র। কল্য বেলা চারি পাঁচ দণ্ডের পর আপনার পত্র পাইয়াছিলাম।

প্রিয়। পত্র আসিতে তবে বিলম্ব হইয়াছিল। আপনার আরও দু দিন পূর্ব্বে পাওয়া উচিত ছিল।

সুরেন্দ্র। তাহাতে কোন বিশেষ ক্ষতি হয় নাই। তবে আর দু দিন পূর্ব্বে পাইলে আমার পত্র আপনারা বাটীতে পাইতেন। এ তা না হয়ে রাস্তায় পাইয়াছেন।

প্রিয়। হাঁ তা সমানই অর্থ, এক্ষণে উদ্দেশ্য সফল হইলেই মঙ্গল।

সুরেন্দ্র। অবশ্যই সফল হইবে। তবে কল্য একটী গুরুতর মোকর্দ্দমা আছে, তাহা আপনারা থাকিয়া নিষ্পত্তি না করিলে আমি আর সুস্থির হইতে পারিতেছি না। ভবানীদেবী আসিয়া অনেক ভরসা দিয়া গিয়াছেন, এবং তাঁহার কৃপায় আসামিদিগকেও গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন আমি স্বয়ং এ মোকর্দ্দমার বিচার করিব। ইতোমধ্যে রজনীকান্ত আসিলে বলিবে যে মোকর্দ্দমা নিষ্পত্তি না হইলে তাঁহার সহিত কুমুদিনীর সাক্ষাৎ হইবে না। এই কথা বলিয়া সুরেন্দ্রনাথ যেন একটুকু কুণ্ঠিত হইলেন। রজনী বাবু তাহা বুঝিতে পারিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা আরও হর্ষ প্রকাশ করতঃ সুরেন্দ্র নাথকে বলিলেন তাহার নিমিত্ত আপনাকে কুণ্ঠিত হইতে হইবে না। আপনি আমার পরম বন্ধু, কুমুদিনী আপনার অন্তঃপুর মধ্যে আছে। তার নিমিত্ত চিন্তা কি। আজ না হয় কাল, কাল না হয়, দু দিন পর আমার সহিত সাক্ষাৎ হইবে। তাহাতে কোন কুণ্ঠিত হইবার কারণ নাই। এক্ষণে গুরুতর মোকর্দ্দমা কি? তাহা কি আমাদের শুনিবার কোন বাধা আছে?

সুরেন্দ্র। না, তাহাতে আবার বাধা কি। আপনাদিগের উপস্থিত থাকিয়া যখন তাহা নিষ্পত্তি করিতে হইবে তখন মহাশয়দিগকে সে বিষয় বলিতে বাধা কি।

এই বলিয়া সুরেন্দ্রনাথ নবাব কাসিম খাঁর পরওয়ানা ও তাহার পর যে রূপে আসামিদিগকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে একে একে সমস্ত ব্যক্ত করিলেন।

রজনি বাবু সুরেন্দ্রনাথের প্রমুখাৎ কাসিম খাঁর পরওয়ানা ও আসামি-

দিগের পরিচয় শুনিয়া তাঁহার মুখ ম্লান হইয়া আসিল। অনেক কষ্টে সে ভাব গোপন করিয়া একটী দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক বলিলেন আসামিদিগকে এখন কোথায় রাখা হইয়াছে? তাঁহারা কি বন্দীভাবে অবস্থিতি করিতেছেন?

সুরেন্দ্র। হুঁ এক রকম বন্দী বৈ কি, তবে তাহাদের একটী স্বতন্ত্র গৃহে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে, এবং ভদ্র কুলোদ্ভবা বলিয়া স্ত্রীলোক প্রহরীর বন্দোবস্ত করিয়াছি। আর অটল বিহারি ওরফে নবাব বাবু, সে ব্যক্তি পাগল, তাহাকে নজরবন্দিতে রাখা হইয়াছে।

রজনী। আচ্ছা, অটলকে একবার এখানে আনাইতে পারেন?

সুরেন্দ্র। তাহার আর বিচিত্র কি, সে বড় মজার পাগল। তাহার কথা শুনিলে হাস্য সম্বরণ করা যায় না।

এই বলিয়া সুরেন্দ্রনাথ দেওয়ানজিকে আদেশ করিলেন, দেওয়ানজি একবার অটলকে এইখানে লইয়া আসুন।

দেওয়ানজি স্থাপিত চিত্রের ন্যায় বসিয়া তাঁহাদের কথোপকথন শুনিতেছিলেন। তাঁহার মুখে কথা নাই। তিনি ভাবিতেছেন এ ব্যাপারটা কি। কুমুদিনী মরিল। আমি স্বহস্তে তাঁহার মৃতদেহ চিতায় দগ্ধ করিলাম। বাবু, রজনী বাবুকে এ কি বলিতেছেন। "মোকর্দ্দমার পর কুমুদিনীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইবে।" এ কথার অর্থ কি? ইহার ত আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। সুরদয়াল আজ দুই প্রহরের পর অন্তঃপুর হইতে আহার করিয়া আসিয়া আমায় চুপি চুপি বলিল, দেওয়ানজি মহাশয়। আমাদের চক্ষে কি হইয়াছে, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। যে রকম দেখলাম তাহাতে বোধ হয় আমরা সকলের নিকট মিথ্যাবাদি হইব। ঠিক্ কুমুদিনীর মত এক জন, মা ঠাকুরাণীর কাছে বো'সে গল্প করিতেছিলেন। আমি তাঁহাকে দেখেই চোম্‌কে উঠে. জিজ্ঞাসা করিলাম মা। ভাল আছেন ত? এখানে কবে এলেন? তিনি একটু হেসে আমায় বলিলেন, সুরদয়াল? তুই আমায় আর

কোথায় দেখেছিলি ? আমি বলিলাম সেই ডাকাতের হাত থেকে আপনাকে আর আপনার ছেলেকে ছাড়িয়ে এনেছিলাম। আমার এই কথা বলা শেষ হ'তে না হ'তে মা ঠাকুরাণী অমনি আমায় চক্ষু রাঙ্গা ক'রে বলিলেন, দ্যাক্ সুর দয়াল। যা দেক্‌লি, খবরদার আর কাহারও নিকট প্রকাশ করিসনে। যদি শুনতে পাই তুই এ কথা কাহারও নিকট বলিয়াছিস্ তবে অনর্থপাত হইবে" এ সমস্ত কথারই বা অর্থ কি ? সুরদয়াল ব্যাটাও কি সময় পাইয়া আমার সহিত বিদ্রূপ করিতেছে। তা হ'তে পারে, সময়গুণে সবই ঘটিতে পারে। আবার তাও বলি, সুরেন্দ্র বাবুর কথা শুনিয়া ত তাহার কথা মিথ্যা বলিয়া বিবেচনা হয় না। দেয়ানজি একাগ্রচিত্তে বসিয়া বসিয়া এই সকল আন্দোলন করিতেছিলেন সুতরাং সুরেন্দ্র বাবুর আদেশ তাহার কর্ণকুহরে প্রবেশ না করাতে তিনি পূর্ব্ববং স্থিরনেত্রে রজনী বাবুর প্রতি চাহিয়া রহিয়াছেন। সুরেন্দ্র বাবু প্রথম আদেশ বিফলে যাইল দেখিয়া, পুনর্ব্বার পূর্ব্বাপেক্ষা উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, দেওয়ানজি একবার অটলকে এখানে লয়ে আসুন। আপনি কি নিদ্রা যাইতেছেন ?

দেওয়ানজি কিছু অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, আজ্ঞা না আমি অপর চিন্তায় নিমগ্ন ছিলাম। সেই নিমিত্ত আপনার কথা শুনিতে পাই নাই। সুরেন্দ্রনাথের হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার হইল, তিনি বলিলেন, না না আপনার আর যাইতে হইবে না। আপনি বৃদ্ধ মানুষ, কয়েক দিবসাবধি আপনার বড় কষ্ট হইতেছে। সময়ে আহার নাই, নিদ্রা নাই। আপনি থাকুন, আমি মাধবকে দিয়া অটলকে এখানে আনাইতেছি। এই বলিয়া তিনি ভৃত্য মাধবকে ডাকিয়া বলিলেন, মাধব। তুমি অটলকে সঙ্গে করিয়া এইখানে লইয়া আইস। সাবধান! যেন পলায় না।

বসন্তকুমারীর বড় আড়িপাতা রোগ আছে। বৈঠকখানায় কি কথা বার্ত্তা হইতেছে তাহা শুনিবার নিমিত্ত তিনি পূর্ব্ব হইতেই মাধবীকে সঙ্গে লইয়া বৈঠকখানার পার্শ্বে এক ক্ষুদ্র কক্ষে অবস্থিতি করিতেছেন।

সকল গৃহেই আলো জ্বলিতেছে। কিন্তু সে কক্ষটী অন্ধকার-ময়। মাধবী যদি পূর্ব্বে জানিতে পারিত যে, বসন্ত আজি পাতিতে তাহাকে সঙ্গিনী করিতেছেন, তাহা হইলে সে কখনই সম্মত হইত না। অন্ধকার গৃহের একটী ক্ষুদ্র গবাক্ষ দিয়া বসন্ত ও মাধবী সভাস্থ সকলকে দেখিতেছেন এবং তাঁহাদের যে সকল কথোপকথন হইতেছে, তাহাও শুনিতেছেন। ক্ষণকাল পরে মাধবীর প্রাণ হাঁপাইয়া উঠিল। তাহার সমস্ত অঙ্গ থর থর্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিল না। অন্ধকার গৃহে সে যেন ঘন ঘন, সৌদামিনীর চঞ্চল মূর্ত্তি দেখিয়া ভয়ে বিহ্বল হইল এবং তৎক্ষণাৎ গৃহ মধ্যে অঞ্চল বিস্তৃত করিয়া শয়ন করিল। বসন্ত তাহার তাদৃশ ভাব দেখিয়া নিঃশব্দে গুপ্ত দ্বার দিয়া তাহাকে অন্তঃপুর মধ্যে আনয়ন করিলেন। মাধবী দ্রুতবেগে বসন্তকুমারীর শয়ন গৃহে প্রবেশ করিয়া বলিল, বসন্ত। তুই ভাই কি দেখলি ?

বসন্ত। আমি যাহা দেখিলাম তাহা ঠিক্, তুই কি দেখলি তা আমায় বল ?

মাধবী। আমি অন্ধকার ঘরে সমস্তই অন্ধকার দেখিলাম। আর রসাতল, পাতাল, তলাতল, কতই দেখলাম।

বসন্ত। না ভাই ঠাট্টা নয়, তুই সত্যি করে বল, কি দেখলি ?

মাধবী। আমি স্বপ্ন দেখলাম, তাতে স্বর্গ আছে, দেবতা আছে, মোক্ষ আছে।

বসন্ত। এখন স্বপ্নে বিশ্বাস হোয়েছে ?

মাধবী। না আঁচালে বিশ্বাস নেই। লোকে বলে স্বপ্নের ভেল্কীতে ভুলতে নেই।

বসন্তকুমারী তাহার এই কথা শুনিয়া একটু হেঁসে স্বর করিয়া বলিলেন " প্যারি ! একটু-ধৈর্য্য-ধর "। আঁচাবার—আর দেরি নাই।

মাধবী। ঐ ত তোর সকল কথায় ঠাট্টা, আমি ভাই যথার্থই

বলিতেছি এখন আমি সমস্তই ভেস্কীব মত দেখিতেছি। আমি হত-বুদ্ধি হইয়াছি। থেকে থেকে চোম্‌কে উঠিতেছি। যদি আমি আগে জানিতে পারিতাম, তুই আমায় ঐ সকল দেখাবার জন্যে সঙ্গে লইয়া যাইতেছিস, তাহা হইলে আমি যাইতাম না।

বসন্ত। কেন?

মাধবী। কেন, তা এখনও বুঝিতে পারিস নি? ঐ ঘরের ভিতর থাকিয়া আমার প্রাণের ভিতর, যেন কেমন কো'রে উঠলো। মাথা ঘুর্‌তে লাগ্‌লো। তাইতে অমন কোরে শুযে পোড়লাম। যদি তুই আমায় তখনই বেরকোরে না আন্‌তিস, তাহা হইলে আমি খানিক পরে, হয়ত চেঁচয়ে উটতাম্‌।

বসন্ত। তা যাই হউক ভাই, এখন ত তোর সেই প্রাণের ধড়ফড়া-নিটে গেচে, চল একবার অটল পাগ্‌লাকে দেখে আসি।

মাধবী। না ভাই আমি আর যাব না।। তুই যা।

বসন্তকুমারী কৃত্রিম রোস প্রকাশপূর্ব্বক চক্ষুর্দ্বয ঘূর্ণিত করিয়া বলিলেন "যাবিনে? যাবিনে?

তদ্দৃষ্টে মাধবীর অধর প্রান্তে একটু হাস্য দেখা দিল। তাহার সেই হাস্যে, বদন-মণ্ডলে একবারে এক সময়ে ষড রসের চিহ্ন লক্ষিত হইতে লাগিল। ললাটে অদ্ভূত, হৃদয়ে ভক্তি, নেত্রে করুণ, নাসাগ্রে রৌদ্র, ওষ্ঠে শান্ত, অধরে আদি'রসের ছড়াছড়ি।

বসন্তকুমারী ক্ষণকাল অনিমেষ নয়নে তাহার মুখের দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া, এই অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য দৃষ্টে বিমোহিত হইলেন এবং হাস্য বদনে বলিলেন, মাধবি। তুই ধন্যা। এই ধরাধামে তোর সমান পুণ্যবতী নারী অতি বিরল। আজ আমি তোর ঐ মুখে এক নূতন শোভা দেখিয়া জীবনের সার্থকতা লাভ করিলাম। এখন ওসব রাখ, আমার আর বিলম্ব সহ্য হয় না।, ওট—চল্‌ এখন অটল পাগ্‌লা এসে, কি বলে, তাহা শুনে আসি। তার পর সময়ে যা মনে আছে তাই করিয়া নয়ন

মন পবিতৃপ্ত কবিব। এই বলিযা বসন্তকুমাবী বল পূর্ব্বক মাধবীব হস্ত ধারণ করিযা গুপ্ত দ্বার দিযা পূর্ব্ব স্থানে গমন কবিলেন।

তথায যাইযা দেখিলেন, অটল এখনও আইসে নাই। সকলেই তাহাব আগমন প্রতীক্ষায বসিযা আছেন। ক্ষণকাল পবে সিঁড়িতে মস মস শব্দ হইতে লাগিল। সুবেন্দ্রনাথ তাহা শুনিযা বলিলেন, এই বুঝি অটল আসিতেছে। এমত সময অটল ব্যস্তভাবে গৃহ মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক সুবেন্দ্র বাবুকে লক্ষ্য কবিয়া বলিল "প্রাতঃপ্রণাম" "আমাব এত রাত্রে ডাকা হইল কেন? আমিত গোড়া গুডি বলিতেছি, এক দুধের গুয়াস্তা" তাহাব কথা শুনিয়া রজনী বাবু ব্যতীত গৃহ মধ্যস্থ সকল ব্যক্তিই হাস্য করিযা উঠিলেন। সুবেন্দ্র বাবু বলিলেন, অটল! তোমায ডাকা হইযাছে কেন তাহা তুমি জান?

অটল। হেঁ জানি, ননী চুরির নিমিত্ত।

সুবেন্দ্র। না, তা নয়।

অটল। তবে কি?

সুবেন্দ্র। তুমি এই বাবুদিগকে চেন?

অটল সহসা রজনী বাবুব দিকে চাহিযা বিকটমুখভঙ্গিপূর্ব্বক বলিল "কাকে? ওঁকে॥"

"ওঁকে আমি জানি, বেস জানি, বিশেষ জানি। উনি সিকলি কাটা টেঁযা। এক দিন পঞ্চেন্দ্রিয অবশ হোলে, ঐ মহাপুরুষ পরম আত্মায লীন হইযাছিলেন। তাব পব প্রকৃতি দেবীব তাড়া পেযে, এক ডাল থেকে অপর ডালে যাইযা আশ্রয। আস আটা কাটীতে কিছুই হইল না। বাবইযাবি ফুবাইল। দেবী ও আমি জলে পডিলাম। এখন প্রাণে মাবিতে বাকি, ও বাবা। ও কেউ কেটা নয। ও কেউটে। কেউটে। পালাও, পালাও। এই বলিযা অটল কম্পিত কলেবরে তথা হইতে উঠিযা লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক পলাইবাব উদ্যোগ কবিল। সুবেন্দ্রনাথ প্রহরীদিগকে আদেশ করিলেন, আর কেন, ওকে এখান হইতে

লইয়া যাও। দেখো যেন খুব হেপাজাতে রাখা হয়। পালাইতে না পারে।

প্রহরীরা অটলকে লইয়া যাইলে সুরেন্দ্রনাথ রজনীবাবুকে বলিলেন লোকটা একে বারে উন্মাদ গ্রস্ত; উহার আর পদার্থ নাই।

রজনী। পাপের ভোগ, তাহা নহিলে এ বয়সে, ও রূপ হইবে কেন। প্রিয়নাথ তাঁহার এই কথা চাপা দিবা জিজ্ঞাসা করিলেন আপনি উহাকে আনাইয়া কি দেখিলেন।

রজনী। প্রিয়নাথ। দেখিব আর কি। যাহা দেখিলাম তাহা তুমি ক্রমশঃ জানিতে পারিবে।

রজনী বাবুর এই কথা শুনিয়া গৃহ মধ্যস্থ সকল ব্যক্তিই যেন অন্য মনা হইলেন। কাহার মুখে কথা নাই। গৃহ নিস্তব্ধ, ক্ষণেক পরে রজনী বাবু একটী দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক বলিলেন আর কেন, রাত্রি অধিক হইয়াছে, এক্ষণে বিশ্রাম আবশ্যক, এই বলিয়া সভা ভঙ্গ করিলেন।

এ রমণীদ্বয় কে?

রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর অতীত, রজনীকান্তের নিদ্রা নাই। শয্যায় শয়ন করিয়া ভাবিতেছেন, ইহ জীবনের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী বস্তু এ জগতে আর কিছুই নাই। তথাপি মনুষ্য এই অল্প প্রাণ লইয়া বিশ্ব সংসারে কত প্রকার পরিচয় দিতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। আমার পুত্র, আমার কলত্র, আমার বাড়ী আমার ধন, আমার ঐশ্বর্য্য, কিন্তু চক্ষু মুদ্রিত করিলে আর কাহারও সহিত সম্বন্ধ নাই। কি আশ্চর্য্য, প্রতি দিন কত লোক এই ধরাধাম ত্যাগ করিয়া কোথায় যাইতেছে, ইহা দেখিয়াও আমরা নিশ্চিন্ত আছি। বিনশ্বর জীবন পাইয়াছি ভাবিয়াও, কোন্ কার্য্য করিতে না অগ্রসর হইতেছি। এই আজন্ম পরিচিত সংসার

ত্যাগ করিতে হইবে, প্রাণের প্রিয়জনকে পরিহার করিতে হইবে, ইহা একবারও ভাবি না। যখন সে দিন আসিবে, তখন এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব সহিবে না। এই ইন্দ্রিয় সকল বিকল হইবে। কোথায় যাইব, কাহার নিকট যাইব, তাহা কে বলিতে পারে। হায়! এখন এই কোমল শয্যা ব্যতীত শয়ন হয় না। আত্মীয়বর্গ নিকটে না থাকিলে প্রাণের ভিতর হু হু করে। কিন্তু সেই শেষ দিনে যেখানে যাইব, সেখানে আমার নিকট কে থাকিবে? আমার বলিয়া কাহাকে ডাকিব। আবার, আমি কে, কোথা হইতে আসিলাম, পিতা মাতা কে ছিল, কে হইল, উঃ এ সকল ভাবিতে গেলে আর জ্ঞান থাকে না। হায়! আমি কি দুর্ব্বৃত্ত কোথা হইতে আসিয়া প্রিয়নাথের প্রাপ্য সম্পত্তি হরণ করিলাম। লজ্জা নাই, তাই জন সমাজে মুখ দেখাই। ঘৃণা নাই, তাই পরের অর্থ স্পর্শ করি। বুদ্ধি নাই, তাই লোকের নিকট আত্ম পরিচয় দিই। হিতাহিত বিবেচনা নাই, তাই এ দেহের এত যত্ন করি। হায়! এ সংসার, কয় দিনের। যাহার জীবন-তরী এই সংসার সাগরে অনুক্ষণ টল মল করিতেছে, প্রবল বাত্যাবিতাড়নে, থাকিয়া থাকিয়া ডুবু ডুবু হইতেছে, তাহার এত কেন? এ জীবন কয় দিনের? তবে কেন আমি আত্ম জ্ঞান হারাইযাছি। আপন স্বার্থ সিদ্ধির জন্য, পরের সর্ব্বনাশ করিতে ভ্রমেও কুণ্ঠিত হইতেছি না। কেন? সেই প্রাণ প্রতিমা কুমুদিনীর জন্য? না সেই জীবন সর্ব্বস্ব-ধন-চন্দ্রনাথের জন্য? মন! তুমি কি ভ্রমে পতিত হইযাছ। এ সংসারে ত, কেহই কাহারও নয়। যে প্রিয়তমা ও প্রিয় পুত্রের মায়ায় মুগ্ধ হইযাছ, তাহাও ত লোকে কালের করাল বদনে নিক্ষেপ করিয়া দুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ করে। আবার কিছু দিনের পর লোকে সেই নিদারুণ শোক, সংসারের অলীক আশার কুহকে পতিত হইয়া সমস্তই বিস্মৃত হয়। মন! তুমি, এ মিছে মায়া ত্যাগ কর। আর কেন, এ মায়া জাল ছিন্ন করিয়া স্বস্থানে চল। কুমুদিনীকে চাহি না। পুত্র চন্দ্রনাথকেও চাহি না। কন্য

ভবানীদেবীর সমক্ষে প্রিয়নাথকে সমস্ত ধন সম্পত্তি প্রত্যর্পণ করিয়া বলিব. প্রিয়নাথ! তোমার সম্পত্তি তুমি লও। আমি ইহার এক কপর্দ্দকও চাহি না। কেবল ভ্রমে পতিত হইয়া এতদিন আমি ভোগ দখল করিতেছিলাম। সে নিমিত্ত আমার অপরাধ লইও না। আমি যে স্থান হইতে আসিয়াছিলাম এখন সেই স্থানেই চলিলাম। এত দিন কুমুদিনী আমায় ইন্দ্রজালে ঘুরাইতেছিল। কুমুদিনী মায়াবিনী, এখন আমি তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়াছি। নচেৎ মৃত ব্যক্তিকে, কে আবার কোথায় প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

রজনীকান্ত ইহা ভাবিয়া একটু কাঁদিলেন। এ রোদন কেন? এই রোদনই সর্ব্বনাশের মূল। যাহার শোকে ও দুঃখে চক্ষু ফাটিয়া জল আসিল, তাহারি অন্তরের বেদনার লাঘব হইল। রজনীকান্তের মনে যে বৈরাগ্য ভাবের উদয় হইয়াছিল, তাহা এই দুই ফোটা চক্ষের জলে ধুইয়া গেল। নয়নাশ্রুই, শোক ও দুঃখ ভারাক্রান্ত মনুষ্য হৃদয়ের শান্তিদাতা, হায়। এমন যে পুত্র শোক, জনক জননী অশ্রুপাত করিয়া, কালের কুটিল চক্রে পতিত হইয়া ক্রমে ক্রমে তাহাও বিস্মৃত হইয়া থাকেন। ভগবানের লীলা কে বুঝিতে পারে। তাঁহার এই অসীম বুদ্ধি বলকে ধন্য!! তিনি ক্রন্দনের সৃজন না করিলে শোক সন্তপ্ত মনুষ্য হৃদয় মুহূর্ত্ত মাত্রে দ্বিধা হইয়া যাইত।

রজনীকান্ত অনেক কষ্টে চক্ষের জল মুছিলেন। এবং শয্যা হইতে উঠিয়া উপাধানে মস্তক রক্ষিত করিয়া ভাবিতে লাগিলেন, আমি কুমুদিনীকে ফেলিয়া কোথায় যাইব। প্রিয়া আমার নয়নের পুত্তলি, সোহাগের ডালি, জীবনের সর্ব্বস্ব ধন, এবং হৃদয় পিঞ্জরের প্রাণ পক্ষী, একথা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সেই কুমুদিনীকে এত কষ্টে পাইয়া, তাহাকে ফেলিয়া যাইব? না—তা কখনই হইবে না। এ প্রাণ থাকিতে তাহা কখনই পারিব না। কিন্তু আর এক কথা, সুরেন্দ্র বাবুর বাটীতে যে মোকর্দ্দমা উপস্থিত, তাহাতে আমার পূর্ব্ব পরিচয় আর

গোপন থাকিবে না। এত দিন আমি যে সকল বিষয় গোপন করিয়া আসিতেছি, সে সমস্ত আর অপ্রকাশ্য থাকে না। কুমুদিনী যদি আমার যথার্থই সেই হারানিধি না হয়, তবে সে আমার পূর্ব্ব পরিচয় জানিতে পারিয়া মনে মনে কি ভাবিবে। সুরেন্দ্রবাবু ও বসন্তকুমারীকে এখন আমি চিনিতে পারিয়াছি। কি আশ্চর্য্য: সুরেন্দ্রবাবুর শ্বশুরকে দেখিয়া একে একে আমার সমস্ত বিষয় স্মরণ হইতেছে। তিনি এক দৃষ্টে আমার প্রতি চাহিয়া বসিয়াছিলেন। আমি তাঁহাকে দেখিবামাত্র চিনিতে পারিয়াছি। কিন্তু তিনি বোধ হয় এখনও আমায় চিনিতে পারেন নাই। তা কি প্রকারেই বা পারিবেন। ইহা অভাবনীয়, অচিন্তনীয়। সকলেই জানেন আমার মৃত্যু হইয়াছে। সকলে বলিয়া সকলে॥ নবাব কাসিম্ খাঁ পর্য্যন্ত জানেন আমার মৃত্যু হইয়াছে। উঃ ঘটনাটী কি গুরুতর হইয়া দাঁড়াইয়াছে॥ লাস কোথা হইতে পাইল,— এবং বিষ খাওয়াইয়া মারিয়াছে তাহাই বা কিরূপে প্রমাণ হইল। (কে জানে) ইহার ভিতর যে এত কাণ্ড হয়েচে, তাহা ত আমি কিছুই জানি না! তা কিরূপেই বা জানিব। আমি সেই দুর্ঘটনার কতক দিন পরে, কুমুদিনীকে পাইয়া যে ভ্রমে পতিত হইয়াছি, তাহা এ পর্য্যন্ত আমার অন্তর হইতে দূরীকৃত হয় নাই। এবং হইবেও না। শুধু আমি কেন, বোধ হয় এত দিনের পর আমারই ন্যায় বসন্তকুমারীও কুমুদিনীকে পাইয়া সেই ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। তিনি হয়ত কুমুদিনীকে তাঁহার সেই বাল্যসহচরী ও প্রাণের প্রিয় সখী জ্ঞানে কত কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন। কুমুদিনী বলে, জন্মাবধি আমি পিতা মাতা দেখি নাই: কাহার তনয়া, বাসস্থান কোথায়, তাহাও জানি না। সুতরাং সে এখন বসন্তের নিকট আপন পরিচয় না বলিতে পারিলে যার-পর নাই লজ্জিত হইবে। এবং সেই সঙ্গে বসন্তকুমারীরও সন্দেহ বৃদ্ধি হইবে। আবার কা'ল যখন সভামধ্যে সকলে আমার পূর্ব্ব পরিচয় জানিতে পারিবেন, তাহা শুনিয়া কুমুদিনী কত লজ্জিত হইবেন।

এক্ষণে আমি যে রূপ চক্রে পতিত হইয়াছি, ইহা হইতে অব্যাহতির উপায় নাই। আর এই ঘটনায় যদি আমি আত্ম পরিচয় না দিই, তাহা হইলে নারী বধ জনিত মহা পাতকে পতিত হইব। আসামি গণ এত দিন পরে গ্রেপতার হইয়াছে। পূর্ব্বে উহাদের অপরাধ প্রমাণ হওয়াতে উহারা এত কাল লুক্কায়িত ছিল। এখন আর বেসি বিচারের আবশ্যক নাই। আসামি দিগকে সনক্ত করিয়া নবাব কাসিমখাঁর নিকট পাঠাইলেই প্রাণ দণ্ডের আজ্ঞা হইবে। আবার তাও বলি, যখন ভবানীদেবী বিচারের ভার স্বয়ং গ্রহণ করিয়াছেন, তখন আমি আর আত্ম পরিচয় কোন প্রকারে গোপন করিতে পারিব না। তিনি সেই নিমিত্ত আমায় বিচারস্থলে উপস্থিত থাকিতে অনুরোধ করিয়াছেন। যদি তিনি অক্লেশে আমার পূর্ব্ব পরিচয় প্রদান করেন তবে তখনি সুরেন্দ্রবাবুর শ্বশুর ও সুরেন্দ্রবাবু আমায় চিনিতে পারিবেন। অটল এখন উন্মাদ কিন্তু সেও আমায় দেখিবামাত্র চিনিয়াছে। বায়ুরোগ গ্রস্ত বলিয়া সকল বিষয় প্রকাশ করিয়া বলিতে পারিল না। কিন্তু যে কয়েকটী কথা বলিল, তাহা আমিই বুঝিতে পারিয়াছি। আর আর সকলে তাহার পাগলামি কথা মনে করিয়া উপহাস করিলেন।

রজনীকান্ত এই সকল চিন্তা করিতে করিতে নিদ্রিত হইলেন। মন কখনই স্থির নহে। রজনীকান্ত যে বিষয় লইয়া এতক্ষণ এত আন্দোলন করিতেছিলেন, তাহার একটা মীমাংসা হইল না। নিদ্রা দেবীর সহচর স্বপ্ন, রজনীকান্তকে অবস্থান্তর দেখিয়া তাহার মনকে অপর দিকে ধাবিত করিল। রজনীকান্ত স্বপ্নে দেখিলেন, কুমুদিনী যেন তাহার সম্মুখে দণ্ডায়মানা হইয়া সজল নয়নে বলিতেছেন, নাথ! আমি মায়াবিনী, আমার ইন্দ্রজালে তুমি পতিত হইয়াছ। তাহা মিথ্যা নয়। তুমি যথার্থ ভ্রমে পতিত হইয়া, আমার পাণি গ্রহণ করিয়াছ। তুমি যাহাকে ভাবিয়া হাসিতে হাসিতে আমার গলে মাল্য

পরাইয়া দিযাছিলে বাস্তবিক আমি সে নই। তোমাব সেই মনোরঞ্জন-কারিণী, মধুর-ভাষিণী, প্রাণপ্রতিমা প্রেষসী আমি নই। আমি প্রকৃতই মায়াবিনী, এতদিন আমি তোমার সেই নয়ন তৃপ্ত কারিণী প্রাণ প্রতিমার মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলাম। এখন তুমি আমায ভুলিযা যাও। আমি আর এ জগতে নাই। আমাব সঙ্গে তোমার এই শেষ দেখা। তুমি যাহাকে ভাবিযা, সাদরে আমায গ্রহণ করিয়াছিলে, এইবারে যথার্থই তুমি তাহাকে পুনঃ প্রাপ্ত হইবে। আমাতে ও তাহাতে কোন বিভেদ নাই। সে ও যে, আমিও সেই, তবে দুই কলেবব, পৃথক পৃথক থাকাতেই দুইটী জীবের উৎপত্তি মাত্র, চন্দ্রনাথকে আমি গর্ব্ভে ধাবণ করিযাছি, কিন্তু চন্দ্রনাথ আমার মাতৃ বিযোগ জনিত কোন শোক বা কষ্ট অনুভব কবিতে পাবিবে না। এবং তোমাকেও আমার জন্য বেসি পরিতাপ করিতে হইবে না। যাহাকে ভাবিযা এত দিন তুমি আমায হৃদয-সিংহাসনে বসাইযাছিলে, এখন সেই চিবদুঃখিনীকে পাইবা, আমাব ন্যায তাহাকেও সুখিনী কব। সে জন্ম দুঃখিনী ও চিব বিরহিণী পতিপ্রাণা সতী। এখন তাহাব সেই পূর্ণ যৌবন, কেবল তোমাব আশা পথ-চাহিযা রহিযাছে। জীবিতেশ্বর! প্রাক্তনের গতি অখণ্ডনীয়। বিধাতা যাহার অদৃষ্টে যাহা লিখিযাছেন, তাহা, কে খণ্ডাইতে পাবে। আমার নিষতি ফুরাইয়াছে। সুখেবও শেষ হইয়াছে। তাই মর্ত্ত্যধাম ত্যাগ কবিয়াছি। এক্ষণে যাহাব সুখের দশা আসিযাছে, ভগবানেব কৃপায় তুমি তাহাকে ও চন্দ্রনাথকে লইযা সুখী হও। আমি তাহা দেখিযা নযন মন পবিতৃপ্ত করি। ইহা বলিতে বলিতে যেন কুমুদিনীব কণ্ঠ রোধ হইয়া আসিল।

এইরূপ স্বপ্ন দেখিয়া নিদ্রাবস্থায় রজনীকান্তের তালু শুষ্ক, চক্ষুদ্বয় জলে পরিপূর্ণ, এবং হৃদয় থর থর কম্পিত হইতে লাগিল। তিনি কুমুদিনীকে বাক্য দ্বারা সান্ত্বনা করিবাব অনেক চেষ্টা করিলেন। কিন্তু তাহার সে আশা বিফল হইল। নিদ্রাবস্থায় অন্তবেব কথা ব্যক্ত করিতে

যাইয়া গোঁ গোঁ শব্দ করিয়া উঠিলেন এবং তাহাতেই তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গ হইল।

রজনীকান্তর নিদ্রা ভাঙ্গিলে ভাবিতে লাগিলেন, এ কি! আমি কি স্বপ্ন দেখিতেছিলাম! না প্রকৃতই কুমুদিনী আমার নিকট আসিয়া ওরূপ বিলাপ করিতেছিল। তিনি চক্ষু মুছিয়া স্থিরনেত্রে দেখিলেন, যেন কুমুদিনী তখনও তাঁহার শয্যার পার্শ্বে দণ্ডায়মানা হইয়া অধোবদনে ক্রন্দন করিতেছে। রজনীকান্ত অশ্রুপূর্ণনয়নে ভগ্নকণ্ঠে বলিলেন, জীবিতেশ্বরি! প্রাণপ্রিয়ে কুমুদিনি! তুমি আমায় কি বলিতেছ? প্রিয়ে! তোমার এরূপ ভাব দেখিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। তুমি এতক্ষণ আমায় যে সকল কথা বলিলে তাহার ভাব ত আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। প্রিয়ে! আমি ত তোমা ভিন্ন অন্যে জানি না। তুমি ধ্যান, তুমি জ্ঞান, তুমি আমার জীবন সর্ব্বস্ব ধন, প্রাণ পুত্তলি, প্রিয়ে! তোমা ভিন্ন অন্যে আমার মতি নাই, গতি নাই, শ্রদ্ধা নাই, তবে, কি নিমিত্ত তুমি, আমায় এরূপ কথা বলিতেছ, প্রাণেশ্বরি! ক্ষান্ত হও। আর রোদন করিও না। আমি জন্ম জন্মান্তরের কত তপস্যার ফলে তোমায় প্রাপ্ত হইয়াছি। প্রিয়ে! আমি ভ্রমে পতিত হইয়া তোমার গলে মাল্য প্রদান করি নাই। আমি মনে মনে বেস জানি, তুমি এ কাঙ্গালের সেই কানা কড়ি; তোমার নিমিত্ত এত কষ্টেও জীবন বহির্গত হয় নাই। জীবিতেশ্বরি! অনেক দুঃখে তোমায় মায়াবিনী বলিয়াছি। সে নিমিত্ত এ অধমের অপরাধ ক্ষমা কর। রজনীকান্ত এই বলিয়া শয্যা হইতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক যেমন কুমুদিনীকে আলিঙ্গন করিতে যাইবেন অমনি কক্ষ মধ্যস্থ একটী ভিত্তিতে তাঁহার কর স্পর্শ হওয়াতে চৈতন্য হইল। দেখিলেন তিনি যথার্থই ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। রজনীকান্ত অতিশয় দুঃখিত অন্তঃকরণে এক দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, এ কি! আমি এতক্ষণ তবে কাহার সহিত কথা কহিতেছিলাম! কৈ কুমুদিনী ত এখানে নাই। তবে কি এ সমস্তই স্বপ্ন?

উঃ স্বপ্নের কি মোহিনী শক্তি !! আমি জাগ্রত হইয়াও কুমুদিনীকে যেন এই গৃহ মধ্যে দেখিতেছিলাম, মা নিদ্রাদেবি ! তোমার অপার মহিমা !! তুমি এই আমায় কুমুদিনীকে দেখাইয়া আবার কোথায় লুক্কায়িত করিলে। দেবি! আর এক বার এই অধমের প্রতি সদয় হউন। কৃপা করিয়া আর একবার আপনার ঐ কোমল অঙ্কে স্থান দিন। হায়! প্রিয়াকে রোদন করিতে দেখিয়া হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। মা! আপনি কৃপা করিয়া এ অধমকে একবার কুমুদিনীর হাস্য বদন দেখান। হা দগ্ধ চক্ষু! তুমি কি দেখিলে? রসনা তুমি কি বলিলে? কৈ এখনও যে তুমি উত্তর দিতেছনা? হস্তের প্রতি তীব্র দৃষ্টি করিয়া বলিলেন, হস্ত! তোরে ধিক্, তোরে শত বার ধিক্, সহস্র বার ধিক্, এত দিনে বুঝিলাম তুই স্বার্থপর, তুই প্রিয়াকে সম্মুখে পাইয়াও ধৃত করিয়া রাখিতে পারিলি না। কুমুদিনী! সাধে কি তোমায় মায়াবিনী বলি। তুমি এই আমার নিকটে ছিলে, আবার কোথায় লুকাইলে? প্রিয়ে! কি নিমিত্ত আমায় এত কষ্ট দিতেছ? আমি শয়নে স্বপনে যাহার অদর্শনে এত দূর ব্যাকুল, তাহার কি আমার সহিত এরূপ কৌতুক করা উচিত? রজনীকান্ত গৃহ মধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া এই সকল বলিতেছেন, এমন সময় দ্বারদেশে রমণীকণ্ঠ বিনির্গত সুমধুর হাস্যধ্বনি তাহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। সে সময় গৃহ অন্ধকার ময়; যে একটী ক্ষীণ দীপালোক ছিল, তাহাও নির্ব্বাণ হইয়াছে। রজনীকান্ত গৃহের চতুর্দ্দিকে অবলোকন করিলেন। কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। তাঁহার হৃদয় শূন্য, গৃহ শূন্য, যে দিকে দৃষ্টিপাত করেন সেই দিকই শূন্যময় দেখিতে লাগিলেন। মস্তক ঘূর্ণিত হইতে লাগিল। চক্ষে অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। প্রাণের ভিতর হাঁপাইয়া উঠিল। তিনি ধীরে ধীরে বাতায়ন পথে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। রজনীর মৃদু মন্দ বায়ু সেবনে শরীর স্নিগ্ধ বোধ হইল। আবার তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন। স্বপ্ন যদি মিথ্যা হইবে, তবে দ্বারদেশে এতরাত্রে

কাহার হাস্য ধ্বনি শুনিলাম। এ কুমুদিনী!! নিশ্চয় কুমুদিনী, আমার নিকটে আসিয়াছিল। এই ভাবিয়া তিনি বাতায়ন পথ হইতে যেমন প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক দ্বারদেশে গমন করিবেন, অমনি দেখিলেন যেন দুইটী অবগুণ্ঠনবতী রমণী ধীরে ধীরে তাঁহার গৃহ হইতে বহিষ্কৃত হইল। রজনীকান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন তোমরা কে? কিন্তু কেহই কথা কহিল না। পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসিলেন তোমরা কে? তাহার মধ্যে একজন মৃদু স্বরে বলিল আমাদের চিনিবেন না। আমরা ভিখারিণী?

রজনী। এত রাত্রে কি ভিক্ষা?

রমণী। প্রেম ভিক্ষা।

রজনী। আমার গৃহে কেন?

রমণী। প্রেমের ছড়া ছড়ি দেখে।

এই বলিয়া তাহারা দ্রুতবেগে অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করিল।

রজনীকান্ত ইহা দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। এবং মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন এ রমণীদ্বয় কে?

উপসংহার-বিবাহ।

অদ্য বলরামপুরে ভারি ধুম, রাত্রি প্রভাত হইবার পূর্ব্বে প্রতি গৃহের শঙ্খ নিনাদে গ্রাম কম্পিত হইতে লাগিল। সুরেন্দ্রনাথের শয়ন শালায় এবং দেবালয়ে নহবত্ বাজিয়া উঠিল। সানায়ের আলাপে এবং টিকারার সুমধুর ধ্বনিতে সকলের মন আনন্দ সাগরে ভাসিতে লাগিল। রজনীকান্ত প্রায় সমস্ত রাত্রি বসিয়া কাটাইয়াছেন। তাঁহার যে নিদ্রাটুকু হইয়াছিল, তাহা বিষাদের কারণ। তিনি যে রমণী-কণ্ঠ বিনির্গত মধুর হাস্য শ্রবণ করিয়াছিলেন, তাহা ও বিষাদের কারণ। কিন্তু এত বিষাদেও এই আনন্দময় নহবতের ধ্বনিতে ও সানায়ের আলাপ-চারিতে তাহার প্রাণ প্রফুল্ল হইল। তিনি ভাবিলেন এ কি আজ এত

শঙ্খের ধ্বনি কেন? ইহার সঙ্গে সঙ্গে প্রতি গৃহে কুলবালা দিগের উলু ধ্বনিতে গ্রাম যেন নৃত্য করিতেছে কেন? আজ কি কোন পর্ব্ব দিন উপস্থিত? কৈ তাহাওত কিছু দেখিতে পাইতেছি না। আহা! নহবতের বাদ্য কি মধুর!! উহার সহিত সানায়ের আলাপ চারিতে ঐ গগনের ক্ষীণ জ্যোতিঃনক্ষত্রগণও যেন থাকিয়া থাকিয়া নৃত্য করিতেছে। পাপিয়াও বসন্ত সখা কোকিলগণ ঐ স্বরে মুগ্ধ হইয়া, থাকিয়া থাকিয়া এক একটী তান ধরিতেছে। বিহঙ্গমগণ এই তানলয় শ্রবণে পল্লিস্থ নিদ্রিত ব্যক্তিগণকে শুনাইবার মানসে সকলে মিলিয়া যেন জাগ জাগ বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিতেছে। এই সকল শ্রবণে রজনীকান্তের মন প্রফুল্ল হইল। তিনি ক্ষণকাল সমস্ত চিন্তা বিস্মৃত হইয়া এক মনে এই সুমধুর সঙ্গীত শুনিতে লাগিলেন। এমন সময় অকস্মাৎ তাঁহার স্মরণ হইল অদ্য প্রাতেঃ ভবানীদেবীর আসিবার কথা আছে। বোধ হয় তাঁহার শুভাগমনের নিমিত্ত গ্রামবাসিরা আনন্দোৎসব করিতেছে। ইহা ব্যতীত এ উৎসবের কারণ আরত কিছুই দেখিতে পাইতেছিনা।

রজনীকান্ত মনে মনে এই স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া ভাবিলেন, ভবানীদেবীত অদ্য সুরেন্দ্রনাথের কাছারি বাটীতে আসিয়া মোকর্দ্দমা নিষ্পত্তি করিবেন। শুনিয়াছি, বসন্তকুমারী কল্য হইতে মাতাকে সেই স্থানে যাইবার নিমিত্ত আহ্বান করিয়াছেন। সুরেন্দ্রনাথের পুরবাসিগণও তথায় উপস্থিত থাকিবেন। তাঁহাদিগের বসিবার স্থানও পৃথক পৃথক হইয়াছে। কেন? এরূপ বন্দবস্তের কারণ কি? কারণ অবশ্যই আছে। ইহা আর কিছুই নয়, এ কেবল ভবানীদেবীর চক্র। সভা মধ্যে স্ত্রীলোকের ভাগই বেসি, পুরুষের মধ্যে আমি, প্রিয়নাথ, দেওয়ানজি, সুরেন্দ্রবাবু তাঁহার শ্বশুর ও গ্রামস্থ দুইটী ভদ্র লোক। শুনিয়াছি তাঁহারাও সুরেন্দ্রনাথের আত্মীয়। যা', বসন্তকুমারীর প্রমুখাৎ, কাসিম খাঁর পরওয়ানা সম্বন্ধে গ্রেপ্তারী আসামী দ্বয়ের বিচার, ভবানীদেবী স্বয়ং

করিবেন শুনিয়া অবধি বিচারস্থলে যাইবার নিমিত্ত যেরূপ উৎসুক হইয়াছেন, তাঁহাকেত কোন ক্রমেই নিবৃত্ত করিবার উপায় দেখিতেছি না। আর নিবৃত্তই বা কিরূপে করিব। বোধ হয় ইহা ভবানী-দেবীর আজ্ঞা। অনিচ্ছাসত্বেও তাঁহার আদেশ প্রতিপালন করিতে, হইবেই হইবে। বিশেষতঃ সুরেন্দ্রবাবুর পরিবারগণও তথায় আগমন করিবেন। বিচার যাহা হইবেক তাহা সমস্তই বুঝিতে পারিতেছি। এ কেবল আমারি শ্রাদ্ধের আয়োজন হইতেছে। প্রিয়নাথ যাক্, যাও যান্, আর যে যাইবার সে যাক্, কিন্তু আমি, এ প্রাণ থাকিতে তথায় যাইব না। ইহাতে যদি আমায় কুমুদিনীকে হারাইতে হয়. তাহাও স্বীকার। আমি কখনই সভা মধ্যে উপস্থিত হইব না। হা ভগবান! তোমার মনে এই ছিল।

রজনী বাবুর গাত্র লোমাঞ্চ হইল। পদ দ্বয় কম্পিত হইতে লাগিল। কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া আসিল। ভাবিলেন অদ্য এই সভা মধ্যে থাকিলে আমার মস্তক অবনত হইবেক। চক্ষের উপর গুরুজনার অবমাননা দেখিতে হইবে। এবং বংশ ও কুল গৌরবে কালী পড়িবে। হাঃ! বিধাতঃ ভাবিয়াছিলাম আর সেই কাল নাগিনীর ছায়া দেখিব না। আত্ম পরিচয় কাহার নিকট প্রকাশ করিব না। হায়! আজ আবার সেই বিষধরীর সম্মুখে কি করিয়া যাইব। এবং লোকের নিকট আত্ম পরিচয়, কি করিয়া দিব। মা বসুন্ধরে! তুমি দ্বিধা হও, আমি এখনই তাহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া লজ্জা নিবারণ করি। হা— মধুসূদন! আমি যাহার এত কণ্টক, এত চক্ষের শূল, যে আমায় বিসর্জ্জন দিয়া মনের সুখে কালাতিপাত করিবে ভাবিয়াছিল, আজ তাহার এত দুর্গতি কেন? হা ধর্ম্ম! তোমার সূক্ষ্ম গতি!! তোমার কার্য্য তুমি করিতেছ বটে কিন্তু আমি উপস্থিত ঘটনায় বিন্দুমাত্র সুখী বা আহ্লাদিত নহি। হা পিতঃ তুমি কোথায়? একবার আসিয়া দেখিয়া যাও, আমি যে নিরপরাধি সেই নিরপরাধিই আছি। এ পর্য্যন্ত কাহা-

রও নিকট আপনাদিগের নিষ্ঠুরাচরণের কথা ব্যক্ত করি নাই। কেবল কালের চক্রে এই দুর্দ্দিন উপস্থিত। এখন কি করি, উপায় বিহীন আমি ভাবিয়াছিলাম প্রাণ থাকিতে আপনাদিগের নিন্দা (এই মুখে কাহার নিকট প্রকাশ করিব না। কিন্তু অদ্য সেই গুপ্ত কথা সকল সভা মধ্যে প্রকাশ হইবেই হইবে। পিতঃ তাহাতে আমার কোন অপরাধ নাই। তবে এই মাত্র প্রতিজ্ঞা করিলাম, আমি প্রাণ থাকিতে সভা মধ্যে বিচার কালীন উপস্থিত থাকিব না।

ইতঃ পূর্ব্বে রজনীকান্তের মনে যে হর্ষের চিহ্ন লক্ষিত হইয়াছিল একণে তাহা, এই দুর্জ্জয় চিন্তানলে দগ্ধ করিয়া ফেলিল। তিনি একাকী গৃহ মধ্যে বসিয়া নানা রূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন। এ দিকে কোথা কি হইতেছে কিছুরই সংবাদ নাই। বেলাও প্রায় তিন চারি দ হইয়াছে। সকলেই ভবানীদেবীর বিচার নিষ্পত্তির সংবাদ শুনিবা নিমিত্ত উৎসুক হইয়া রহিয়াছে। পথে ঘাটে লোকে কত কথা বলাবলি করিতেছে।

সুরেন্দ্রনাথের কাছারি বাটীর সম্মুখে বহু সংখ্যক লোক দণ্ডায়মা আছে। কাহারও ভিতরে প্রবেশ করিবার হুকুম নাই। সুতরাং ক লোক রাস্তা ঘাটে দোকানে বা নিকটস্থ আত্মীয় বন্ধুর বাটীতে অবস্থি করিতেছে। ছোট লোকেরা পথের স্থানে স্থানে নানাবিধ খেলা আর করিয়াদিয়াছে। বালকেরা ঐ ভবানীদেবী আসিতেছেন বলিয়া পথে ঘাটে দৌড়া দৌড়ি করিতেছে। গ্রামস্থ ভদ্র লোকেরা আপন আপ বাটীতে পাঁচজন বন্ধু লইয়া তর্ক বিতর্ক করিতেছে। কেহ বলিতেছে নবাব কাসিম খাঁ অনেক দিনের পর আসামিদিগকে গ্রেপ্তার করিয় বোধ হয় বিচারে তাহাদের শূলে দেওয়া সব্যস্ত হইবে কেহ বলিতেছেন, ইহার ভিতর কিছু গূঢ় অর্থ আছে। যদি আসামি দিগের প্রাণ দণ্ডের হুকুম হইবে, তবে অদ্য গ্রামে আমোদ উৎসব করিতে ঘোষণা করিবেন কেন? তাহা শুনিয়া অপর ব্যক্তি অমনি আর এক

টীকা বাহির করিয়া বলিল। না-না, এ বিচারে হর্ষ ও দুঃখ দুইই আছে। একটী প্রাণ দণ্ড অপরটী মিলন। ঐ যে বিলাসপুর হইতে রজনীবাবু আসিয়াছেন। শুনিলাম তাঁহার পত্নী কোথায় কি বিপাকে পড়িয়া নিরুদ্দেশ হইয়াছেন। বোধ হয় ভবানীদেবী তাঁহাকে সভা মধ্যে আনিয়া মিলন করাইবেন। তাহার নিমিত্ত গ্রাম মধ্যে এত উৎসব! আর সেই জন্য অপর লোকের সভা স্থলে যাইবার অনুমতি নাই। এই রূপ সকলেই আপন আপন অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতেছেন। এমন সময় ভবানী-দেবী আগমন করিলেন।

অদ্য—কাছারিবাটীর-বিচার-কক্ষ, এক নূতন ভাব ধারণ করিয়াছে। গৃহের মধ্য স্থলে এক রত্নময় সিংহাসনে ভবানীদেবী ত্রিশূল হস্তে উপবিষ্টা। বর্ণ তপ্ত কাঞ্চনের ন্যায়, চক্ষু উজ্জ্বল ও আরক্ত বর্ণ, গ্রীবা ও ললাটের মাংস কুঞ্চিত, মস্তকের জটাভার যেন উন্মাদ (বিশীর্ণ) ভাবে ধরণী স্পর্শ করিতে নিম্নদেশে ধাবিত হইতেছে। বদনমণ্ডল গম্ভীর। দেখিবা মাত্র বোধ হয় ইনি যেন সতীর গৌরব, কারুণ্যের উচ্ছ্বাস, ধর্ম্মের পতাকা, অধর্ম্মের অন্তক, ক্রূরের শত্রু। ভগবতী যেন এই সকলের পরিচয় দিবার নিমিত্তই ধরাধামে আবির্ভূতা হইয়াছেন। তাঁহার বাম পার্শ্বে এক জন ভীমকায় মনুষ্য দণ্ডায়মান। তাহার দীর্ঘ শ্মশ্রু, আজানুলম্বিত জটা, পৃষ্ঠ ও বক্ষোপরি পতিত হইয়া দল মল করিতেছে। উজ্জ্বল আরক্ত লোচন যুগ, বিশাল বক্ষ, বাম করে নরমুণ্ড, দক্ষিণ করে ত্রিশূল, গাত্রে বিভূতি; দেখিবা মাত্র কালান্তক যম বলিয়া বোধ হয়। গৃহের নিম্নে এক বহু মূল্য গালিচা বিস্তৃত। তদুপরি প্রিয়নাথ, দেওয়ানজি ও সুরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি উপবিষ্ট। তাঁহারা সকলেই যেন কাহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন। গৃহের দুই পার্শ্বে অপূর্ব্ব কারু কার্য্য খচিত দুইটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিবির সংস্থাপিত। তন্মধ্যে একটিতে রজনীকান্তের মাতা, চন্দ্রনাথ ও তাঁহার পরিচারিকাগণ, অপরটীতে বসন্তকুমারী ও মাধবী অবস্থিতি করিতেছেন। উভয় পক্ষের পরস্পরের

দেখা সাক্ষাৎ নাই। তাঁহারা তন্মধ্য হইতে সভার এই ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি দৃষ্টে কম্পিত হইতেছেন। আসামী বিলাসিনী দাসী ও কৈলাসী বেশ্যা তথায় কর যোড়ে দণ্ডায়মানা। তাহাদের বদন শুষ্ক। উভয়ের হস্ত পদ থর থর কম্পিত হইতেছে। ভবানীদেবী ক্ষণকাল গম্ভীর ভাবে অবস্থিতি করিয়া সুরেন্দ্রনাথকে বলিলেন, বৎস সুরেন্দ্রনাথ! আমার আদেশ মত সভা মধ্যে সকলেই সমাগত হইয়াছেন?

সুরেন্দ্র। আজ্ঞা হাঁ, সকলেই আসিয়াছেন, কেবল রজনীবাবু আসেন নাই। তাঁহাকে দুই তিন বার আমি স্বয়ং আনিতে গিয়া-ছিলাম। তিনি এ স্থলে আসিতে স্বীকার করিলেন না। ভবানীদেবী ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, তিনি না আসায় বড় ক্ষতি হইবে না। তাঁহার মাতা ত আসিয়াছেন।

সুরেন্দ্র। আজ্ঞা হাঁ, তাঁহার মাতা ও প্রিয়নাথ বাবু আসিয়াছেন কিন্তু তিনি এস্থলে না আসাতে আমি অতিশয় দুঃখিত আছি।

ভবানী। দুঃখিত হইবার কোন কারণ নাই। তাঁহার না আসি-বার কারণ ক্রমে জানিতে পারিবে। এই কথা বলিতে বলিতে ভবানী-দেবী অকস্মাৎ তেজোপ্রদীপ্ত হইয়া উঠিলেন। সর্ব্বাঙ্গ দিয়া যেন বিদ্যুদগ্নি নির্গত হইতে লাগিল। দেবী চক্ষুর্দ্বয় ঘূর্ণিত করিয়া সভাস্থ সকলকেই সম্বোধন করিয়া বলিলেন দেখ সভাসদ্‌গণ! আমি এই স্থলে তোমাদিগকে যুগপত্ ধর্ম্মের জয় আর অধর্ম্মের পতন, এই দুইয়েরি ফলা ফলের দৃষ্টান্ত দেখাইতেছি। এই উপস্থিত অভিযোগের মধ্যে তোমরা যে যাহা অবগত আছ তাহা মুক্তকণ্ঠে আমার নিকট ব্যক্ত করিবে। কেহ কোন বিষয়ে কুণ্ঠিত বা শঙ্কিত হইও না; কি নারী, কি পুরুষ, সকলেই এই সভা মধ্যে আমার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া সত্য বিষয় ব্যক্ত করিতে কদাচ সঙ্কুচিত হইও না। ইহা শুনিয়া সকলের হৃদয় কম্পিত হইয়া উঠিল। দেওয়ানজি বৃদ্ধ মনুষ্য তাঁহার হৃদয় থর থর কম্পিত হইতে লাগিল। এমন সময় আসামী বিলাসিনী দাসী কর পুটে

ভবানীদেবীর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিল, মা! আমি মহাপাতকিনী, আমায় ক্ষমা করুন। আমার নামে যে পুত্র হত্যার অভিযোগ হইয়াছে, তাহা মিথ্যা। আমি বিষ খাওয়াইয়া পুত্র হত্যা করি নাই।

ভবানী। তোমার পুত্রের নাম কি?

বিলাসিনী। নবকুমার।

ভবানী। নবকুমার কি তোমার গর্ভজাত পুত্র।

বিলাসিনী। না, তিনি আমার সপত্নী পুত্র।

ভবানী। তুমি বলিতেছ এ অভিযোগ মিথ্যা, তাহার প্রমাণ কি?

বিলাসিনী। ভালরূপে তদন্ত করিলে সত্য মিথ্যা প্রমাণ হইবে।

ভবানী। তবে কি তুমি নিরপরাধিনী।

বিলাসিনী। হত্যা বিষয়ে আমি নিরপরাধিনী। কিন্তু ঐ অভিযোগ সম্বন্ধে আমি যে সকল পাপে লিপ্তছিলাম তাহার দণ্ড ভগবান আমার হাতে হাতে দিয়াছেন এক্ষণে মৃত্যু হইলেই নিষ্কৃতি পাই।

বিলাসিনী দাসীর এই এজেহার শুনিয়া ভবানীদেবীর দক্ষিণ পার্শ্বস্থ সেই ভৈরব ক্রোধে কম্পিত হইয়া ভূমে পদাঘাত করত বিকট স্বরে বলিল পাপীয়সি! এখনও তুই বাক্‌বিতণ্ডা করিতেছিস্। জানিস না, "ধর্ম্মস্য সূক্ষ্মাগতি," তুইত সকল অনর্থের মূল। নিরপরাধিনী রমণীকে তুইতো—বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ করাইয়াছিস্। সপত্নী পুত্রকে বিনা দোষে অনেক ক্লেশ দিয়াছিস্। অবশেষে তাহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া তাহাকে বাটী হইতে দূরীভূত করিবার নিমিত্ত কিনা ছলনা করিয়াছিলি। দেখ্ এখনিই তুই তাহার প্রতিফল পাইবি।

বিলাসিনী তাঁহার এই কথা শুনিয়া কম্পিতকলেবরে বলিল, দোহাই ধর্ম্মের, আমি বিষ খাওয়াইয়া কিম্বা স্বহস্তে পুত্র হত্যা করি নাই। তবে আমার কুবুদ্ধিতে নবকুমারের মৃত্যু হইয়াছে।

ভবানী। তুমি বিষ খাওয়াইয়া হত্যা কর নাই, তবে কিরূপে তাহার মৃত্যু হইল?

বিলাসিনী। নবকুমার আমার স্বামির বিষ-নয়নে পড়িবে বলিয়া তাঁহার নিকট মিথ্যা করিয়া বলিয়াছিলাম যে, নবকুমার আমার বাক্স ভাঙ্গিয়া টাকা লইয়া পলায়ন করিয়াছে।

ভবানী। তার পর।

বিলাসিনী। তার পর তিনি, এই কথা শুনে, নবকুমারকে বাটীর ভিতর আসিতে দেখিয়া ক্রোধে তাহার রগে সজোরে এক চাপড় মারেন, তাহাতেই তাহার মৃত্যু হয়।

ভবানী। নবকুমারকে তিনি বাটীর ভিতর আসিতে দেখিয়া মারিলেন, তবে কি সে যথার্থই বাটী হইতে পলাইয়াছিল ?

বিলাসিনী। হেঁ, দুই দিন বাটীতে আইসে নাই।

ভবানী। বাটীতে না আসার কারণ কি ?

বিলাসিনী নিরুত্তর, তাহার চক্ষু দিয়া প্রবল বেগে বারিধারা পতিত হইতে লাগিল। তাহা দেখিয়া সেই ভীষণ মূর্ত্তি ভৈরব গম্ভীর স্বরে বলিল এখন ক্রন্দন করিবার সময় নহে, যাহা বলিবার তাহা সত্য করিয়া বল, নচেৎ এই ত্রিশূলাঘাতে তোর প্রাণদণ্ড করিব।

বিলাসিনী। আমি নবকুমারের মনে কষ্ট দিবার জন্য মিথ্যা করিয়া বলিয়াছিলাম চন্দ্রহাটী হইতে এক জন লোক আসিয়া বলিল বৌমার সর্পাঘাতে মৃত্যু হইয়াছে, সে তাহা শুনিয়া মনের দুঃখে দুই দিন বাটী আইসে নাই।

ভবানী। আচ্ছা, নবকুমারের যেন চপেটাঘাতে মৃত্যু হইল, তবে তার মৃত দেহ তদন্তে কিরূপে বিষপ্রয়োগ দ্বারা খুন্ প্রমাণ হইল ?

বিলাসিনী। যে মৃত্যু দেহ তদন্তে বিষ খাওয়াইয়া খুন্ প্রমাণ হয় সেই নবকুমারের মৃত দেহ নয়।

ভবানী। সে মৃত দেহ কাহার।

বিলাসিনী। রাত্রিকালে আমি ও আমার স্বামী দুই জনে নবকুমারের খুন গোপন করিবার নিমিত্ত তাহার মৃত দেহ গঙ্গায় ভাসাইয়া দিয়া

বাড়ী এসে ভাবিলাম যদি লোকে দুদিন পরে নবকুমারের কথা জিজ্ঞাসা করে, তবে কি বলিব, আমার স্বামী এই কথার উত্তরে বলিলেন লোকের নিকট বলিব যে বৌমার মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া সে কোথায় চলিয়া গিয়াছে, অনুসন্ধান পাইতেছি না, আমি বলিলাম এই যুক্তি মন্দ হয় নাই। কিন্তু ইহার সঙ্গে আর এক কাজ করিতে পারিলে ভাল হয়, সেই যে গঙ্গা-তীরে একটী মৃত দেহ দেখিয়া আসিলাম সেইটী আনিয়া বাটীর খিড়কীর পুকুরে ডুবাইয়া রাখি, তাহার পর যখন সেটা বিকৃতি হইয়া আসিবে সেই সময় তাহা ভাসাইয়া দিয়া লোকের নিকট বলিব যে নবকুমার মনের দুঃখে আত্মহত্যা করিয়াছে। এই তাহার মৃত দেহ পুকুরে ভাসিয়া উঠিয়াছে। তাহা দেখিলে লোকের মনে আর সন্দেহ থাকিবে না। তিনি আমার এই কথা শুনিয়া বলিলেন এ মন্দ যুক্তি নয়। তারপর আমরা সেই মত কার্য্য করিলাম। কিন্তু এমনি অদৃষ্টের ফের আর ভগবানের সূক্ষ্মবিচার যে, সেই মড়াটা তদন্তে বিষ খেয়ে মরা প্রমাণ হলো।

ভবানী। তার পর, তার পর।

বিলাসিনী। তার পর গ্রামের যত লোকে নানারূপ সন্দেহ করিতে লাগিল। এমন সময় বৈবাহিক মহাশয় আসাতে প্রকাশ হইল, বৌমার সর্পাঘাতে মৃত্যু হওয়াই মিছে কথা, তিনি জীবিত আছেন। ইহা শুনিয়া তখনি আমার উপর লোকের সন্দেহ হইল।

ভবানী। তার পর তোমরা কি বলিলে?

বিলাসিনী। তার পর এই গোলযোগ হওয়াতে আমরা সেই দিনেই বাটী হইতে পলাইয়া যাইলাম।

ভবানী। কোন স্থানে পলাইয়া গেলে?

বিলাসিনী। তাহা আমি ঠিক বলিতে পারি না কারণ সেই দিন হইতেই আমি উন্মাদিনী। তার পর যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, আমাদের এই দাসী কৈলাসী সমস্তই বলিতে পারে। আমি আর কোন বিষয়

জানিনা। এই বলিয়া বিলাসিনী বাটীর চাকুরাণী কৈলাসী দাসীকে অঙ্গুলি দ্বারা দেখাইয়া দিল।

এই ব্যাপার দৃষ্টে ভবানী দেবী ও সভাস্থ সমস্ত লোক কৈলাসীর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখিলেন, কৈলাসী বৃদ্ধা বয়ঃক্রম প্রায় ৬০।৬২ বৎসর, খর্ব্বাকৃতি, শ্যামবর্ণ, নাসিকা দীর্ঘ, কিন্তু ডগামোটা, চক্ষুদ্বয় ক্ষুদ্র. বড় বড় কর্ণ, স্বর গম্ভীর, হস্তপদাদি অঙ্গুলি বিহীন; মহাব্যাধি গ্রস্ত, তাহাকে দেখিয়া সকলেই স্তম্ভিত। ভবানীদেবী ক্ষণেক পর জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমার নাম কি" সে বলিল "আমার নাম কৈলাসী"।

ভবানী। তুমি বিলাসী দাসীকে চেন? উনি কে।

কৈলাসী। চিনি, উনি অমরচাঁদ মিত্রের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী।

ভবানী। তুমি ওঁদের বাটীতে কত দিন ছিলে?

কৈলাসী। প্রায় ত্রিশ বৎসর?

ভবানী। অমরচাঁদ মিত্রের পুত্র নবকুমারকে চিনিতে?

কৈলাসী। হেঁ, তাকে চিনিতাম, সে ছেলেকে আমিই মানুষ করিয়াছিলাম।

ভবানী। আচ্ছা তুমি বলিতে পার তাহার কিরূপে মৃত্যু হইয়াছে?

কৈলাসি। বিলাসিনী যাহা বলিল ঐ ঘটনা সমস্তই সত্য?

ভবানী। আচ্ছা বল দেখি তোমরা ধাত্রী গ্রাম হইতে পলাইয়া কোথায় যাইলে।

কৈলাসী। আমরা যে দিন ধাত্রীগ্রাম হইতে পলাই সে দিন রাত্রে পথে বাবুর সর্পাঘাতে মৃত্যু হয়, বিলাসিনী পথে আসিতে আসিতে উন্মাদিনী হয়। কি করি, লোকের নিকট উহাকে আমার মেয়ে বলে পরিচয় দিয়া এদেশ ওদেশ ভিক্ষা করে বেড়াইতেছি।

ভবানী। এখনত বিলাসিনীকে পাগলের মত বলিয়া বোধ হয় না।

কৈলাসী। এই কয়েক দিন হইল একটী সন্ন্যাসীর ঔষধে আরাম হয়েছে।

ভবানী। সন্ন্যাসীর সহিত কোথায় সাক্ষাৎ হইল?

কৈলাসী। এই গ্রামে।

ভৈরবী। যদি এমন সন্ন্যাসীর সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল তবে তোমার ঐ রোগের কেন একটু ঔষধ লইলে না।

কৈলাসী। মা, সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত আছে কিন্তু আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই।

ভৈরবী। কেন, তুমি এত কি পাপ করিয়াছ যে তাহার প্রায়শ্চিত্ত নাই।

কৈলাসী। তাহা বলিবার নয়।

ভবানী। যদি আমার নিকট তাহা সত্য করিয়া বল, তবে আমি তোমার ঐ রোগ আরোগ্য করিয়া দিব।

কৈলাসী। আমি আপনার নিকট কোন বিষয় গোপন করিব না ইহাতে আমার অদৃষ্টে যাহা আছে তাহাই হইবে।

ভবানী। আচ্ছা তুমি এ জন্মে কি গুরুতর পাপ করিয়াছ তাহা বল।

এবার কৈলাসী নিরুত্তর, সে মস্তক অবনত করিয়া সভা মধ্যে দণ্ডায়মানা, সভাস্থ সকলেই তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিয়াছে এমন সময় হঠাৎ রজনীকান্তের মাতা বাষ্পাকুল নয়নে শিবির হইতে বহির্গত হইয়া ভবানীদেবীর সম্মুখে কর যোড়ে দণ্ডায়মানা হইয়া বলিলেন মা—ভগবতি! স্বর্গীয়কর্ত্তা, মৃত্যুকালীন আমাকে বলিয়া যান যে, যদি কৈলাসী নামে কোন স্ত্রীলোকের সহিত তোমার সাক্ষাৎ হয় তবে তুমি তাকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিবে "মৃতপুত্রটি কাহার" তাঁহার এই প্রশ্নের অর্থ আমি কিছুই অবগত নহি। কিন্তু গুরুজনের আজ্ঞা প্রতিপালনের নিমিত্ত যে স্থানে কৈলাসী নামে রমণীর সহিত আমার

সাক্ষাৎ হয় তাহাকেই এই প্রশ্নঃ জিজ্ঞাসা করিয়া থাকি। যে দুই চারি জনের সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল তাহারা আমার এই কথা শুনিয়া কোন উত্তর দেয় নাই এবং আমিও তাহাদিগকে আর এবিষয়ে কিছু জিজ্ঞাসা করি নাই। অতএব মা! যদি অনুমতি করেন, তবে এই কৈলাসীকে আমি একবার ঐ প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করিয়া মনের বেগ দূর করি।

ভবানী। বৎসে! ইহাতে আমার কোন আপত্তি নাই। তুমি উহাকে জিজ্ঞাসা করিতে পার।

ভবানীদেবীর এই কথা বলা শেষ হইতে না হইতে আসামী কৈলাসী উচ্চৈঃস্বরে বলিল মা! ও প্রশ্নের উত্তর এই মহাপাতকী কৈলাসী ভিন্ন আর কেহই বলিতে পারিবেনা। স্বর্গীয় কর্ত্তা ওরফে ললিত বাবু আমায় লক্ষ্য করিয়া আপনাকে ঐ কথা বলিয়া গিয়াছেন। এখন আপনার সেই শুভ দিন উপস্থিত। এই পাপীয়সী কৈলাসী মুক্ত কণ্ঠে সভা মধ্যে বলিতেছে, মৃত পুত্রটি আপনার নয় সে অমর চাঁদ মিত্রের আঁতুড়ে ছেলে।

কৈলাসীর এই কথা শুনিয়া সভাস্থ সমস্তলোক বিস্ময়াপন্ন হই-লেন। রজনীকান্তের মাতা একদৃষ্টে তাহার প্রতি চাহিয়া একটী দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক বলিলেন উঃ কৈলাসী!! তোর কথা শুনিয়া আমার হৃদ্‌কম্প হইতেছে। তোকে এখন আমি চিনিতে পারিয়াছি। তুই এক সময় আমার দাইয়ের কার্য্যে নিযুক্ত ছিলি। হায়! তবে কি তুই আমার সেই অঞ্চলের নিধি পুত্রটিকে কোথায় লুকাইয়াছিলি?

কৈলাসী। মা! আমি রাক্ষসী, সে কথা বলিতে এখন আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়। আমি কেবল অর্থলোভে আপনার সেই অঞ্চলের নিধিকে অমর চাঁদের স্ত্রীর আঁতুড়ে রাখিয়া তাঁহার মৃত পুত্রকে তোমার নিকট আনিয়া, প্রবঞ্চনা করিয়া বলিয়াছিলাম যে, আপনার পুত্রটি নষ্ট হইয়াছে।

রজনী বাবুর মাতা ইহা শুনিয়া বাষ্পাকুল নয়নে বলিলেন, বাছা কৈলাসি! আমি তোমার নিকট এমন কি অপরাধ করিয়াছিলাম যে, তুমি আমার এত আরাধনার নিধিকে প্রবঞ্চনা দ্বারা বঞ্চিত করিয়াছিলে? হায়! আমি কি হতভাগিনী। কত দেবতার পূজা করিয়া কুলতিলক এক পুত্র নিধি পাইয়াও বিপাকে হারাইয়াছি। কৈলাসী! তুই পাপীয়সী। জগতে তোর স্থান কোথাও নাই। ভগবান তোর পাপের দণ্ড হাতে হাতে দিয়াছেন। রাক্ষসি! কুহকিনি! অর্থলোভিনি! তুই আমার জীবনসর্ব্বস্ব ধনকে কোল হইতে অপহরণ করিয়া পরের মৃত পুত্র আমার কোলে দিয়া বঞ্চনা করিয়াছিস? ধিক্ তোরে ধিক্! তোর অর্থলোভে ধিক্। আর তোর এই নারী জন্মে ধিক্! হা ভগবান। তোমার মনে এই ছিল। আমায় সেই অমূল্য নিধি দিয়া, কি দোষে বঞ্চিত করিলে। হা স্বামিন্! তুমি কোথায়? তুমি এই সমস্ত অবগত হইয়াও ঘুনাক্ষরে আমার নিকট একটী কথাও ব্যক্ত কর নাই। হা নাথ! তোমার দগ্ধ হৃদয়ের ব্যথা এ অধীনীর নিকট প্রকাশ করিলে পাছে আমার হৃদয় ব্যথিত হয়, এই ভাবিয়া কি ঐ সকল বিষয় আমার নিকট গোপন রাখিয়াছিলে?, হায় কৈলাসি! মা— তুমি সত্য করিয়া বল, অমরচাঁদ মিত্রের সেই পুত্র কি ঐ বিলাসিনীর কুহকে হত হইয়াছে? ভবানীদেবী রজনীকান্তের মাতাকে গুরুতর শোকে কাতরা দেখিয়া ভাবিলেন আর আমার চুপ করিয়া থাকা উচিত নয়। এখনি বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা। তিনি এই ভাবিয়া হাস্য বদনে রজনী বাবুর মাতাকে বলিলেন, বৎসে! শান্ত হও। আর কাহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবার আবশ্যক নাই। আমি পুঙ্খানুপুঙ্খক্রমে একে একে সমস্ত ঘটনা ব্যক্ত করিতেছি। তোমরা সকলে তাহা শ্রবণ কর।

যখন বারাণসী ধাম হইতে তুমি ও ললিত বাবু ছদ্মবেশে দেশে প্রত্যাগমন কর। তোমাদের নৌকা, ধাত্রী গ্রামে পৌছিলে সন্ধ্যা হয়, এবং সেই সময় তোমার প্রসব বেদনা উপস্থিত হওয়াতে ললিত বাবু অনেক অনুসন্ধানে এই কৈলাসী এবং উহার এক ভগ্নীকে পাইয়া ধাত্রী

কার্য্যে নিযুক্ত করেন। সেই রাত্রে ঐ গ্রামে অমরচাঁদ মিত্রের পত্নীরও প্রসব বেদনা হয়। উহারা দুই ভগ্নী দুই স্থানে নিযুক্ত হইয়াছিল। অমর চাঁদ পূর্ব্ব হইতে উহাদিগকে বলিয়াছিলেন, যদি আমার পুত্র সন্তান হয় তবে তোমাদিগকে ভালরূপে পারিতোষিক দিব। কৈলাসী ললিত বাবুকে তখন সামান্য ব্যক্তি জ্ঞানে মনে মনে এই স্থির করিয়াছিল, অমর বাবুর পুত্র হইলে অনেক অর্থ পাইব, যদি তাঁহার কন্যা হয় এবং এই অপরিচিত ব্যক্তির অর্থাৎ ললিত বাবুর পুত্র হয় তবে তৎক্ষণাৎ কৌশলে বদলাইয়া অভীষ্ট সিদ্ধ করিব। কিন্তু ঈশ্বর ইচ্ছায় উভয়েরি পুত্র সন্তান হইয়াছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে অমর চাঁদের পুত্রটীর প্রসবের রাত্রেই সূতিকাগৃহে মৃত্যু হয়। কৈলাসী এই সংবাদ পাইয়া অর্থ লোভে তোমার গর্ভজাত পুত্রটীকে কৌশলে হরণ করিয়া তথায় পাঠাইয়া দিল এবং অমরচাঁদের মৃত পুত্র আনিয়া তোমার নিকট রাখিল। তখন তুমি নিদ্রিতা। তাহার অনেক পর তোমায় জাগরিত করিয়া মৃত পুত্র দেখাইল। তখন রাত্রি গভীর, সকলেই সুষুপ্ত, কেহ তাহাদের এই ষড়যন্ত্র জানিতে পারিল না। রংসে! তুমি সেই পুত্রশোকে অধীর হইয়াছিলে। কিন্তু দেখ ধর্ম্মের কি সূক্ষ্ম গতি। কৈলাসীর সেই ভগ্নীকে আর অমরচাঁদের নিকট পুরস্কার লইতে হয় নাই। সে তাহার পর দিনেই সর্পাঘাতে জীবন ত্যাগ করিয়াছে। এই ঘটনায় কৈলাসীর চৈতন্য হইল, ও সেই অবধি গৃহ ত্যাগ করিয়া অমরচাঁদের বাটীতে দাসীবৃত্তি অবলম্বন করিল। পুত্র হইয়াছে বলিয়া তাঁহার নিকট এক পয়সাও পুরস্কার লইল না। দুর্ভাগ্যবশতঃ অমরচাঁদের স্ত্রী পুত্রটিকে এক মাসের রাখিয়া মানবলীলা সম্বরণ করিল। কিছু কাল পরে অমরচাঁদ দ্বিতীয় বার দারপরিগ্রহ করিয়া এই বিলাসিনী দাসীর বশীভূত হইল এবং উহার কুহকে পড়িয়া পুত্রটীকে অনেক কষ্ট দিয়াছিল। কৈলাসী নবকুমারকে স্বহস্তে লালন পালন করায় তাহার গাঢ় স্নেহের সঞ্চার হয়। কিন্তু কি করিবে, ও এই ব্যাধি গ্রস্ত হইয়া

উদর পূরণের জন্য আর কোথায় যাইবে, সুতরাং ভয়ে নবকুমারের পক্ষে কোন কথা বলিতে পারিত না। পাপের ভোগ হাতে হাতে পাইয়াছে ভাবিয়া মনে মনে আক্ষেপ করিত। তাহার পর অমর চাঁদ নবকুমারের প্রতি সেই নিষ্ঠুর ব্যবহার করিয়া সর্ব্ব স্বান্ত হইল। পুত্র হত্যা গোপন করিতে যাইয়া এক বিষ ভক্ষিত শবদেহ খিড়কীর পুকুরে ডুবাইয়া রাখিয়া আপন পায়ে আপনি কুঠার মারিয়াছিল। ঐ বুদ্ধিটী কেবল তাহাদের পাপের প্রতিফল ভোগ করিবার নিমিত্ত ঘটিয়াছিল। বৎসে! তুমি পুণ্যবতী, তোমার ন্যায় সৌভাগ্য শালিনী এ জগতে অতি বিরল। যে পুত্রকে তুমি সূতিকা গৃহে হারাইয়াছিলে, সেই পুত্রই নবকুমার। এখন সে তোমার রজনীকান্ত বলিয়া পরিচিত। নবকুমারের মৃত্যু হয় নাই। ললিত বাবু ঐ নবকুমারকেই জাহ্নবীকূলে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বৎসে! ধর্ম্মের চারিদিকেই জয়। তোমার পুত্র তোমারি হইয়াছে। তুমি আর বৃথা আক্ষেপ করিও না। আমি এই সকল ঘটনা পূর্ব্ব হইতেই অবগত আছি এবং ললিত বাবুও ইহার সমস্ত ঘটনা আমার নিকট শুনিয়াছিলেন। আর আমারই অনুরোধে তিনি এতাবৎ কাল কাহারও নিকট প্রকাশ করেন নাই। আজ আমার সেই নির্দ্দিষ্ট দিন উপস্থিত, ধর্ম্ম এবং অধর্ম্মের পরিচয় দিবার জন্য সুরেন্দ্রনাথকে এই সভা প্রস্তুত করিতে আদেশ করিয়াছিলাম। রজনীকান্ত পূর্ব্বেই এই ঘটনা জানিতে পারিয়া লজ্জায় এ স্থানে আসেন নাই। ভবানীদেবীর এই কথা শেষ হইতে না হইতে বসন্তকুমারী, মাধবীর হস্ত ধারণপূর্ব্বক শিবির হইতে বাহির হইয়া ভবানীদেবীর নিকট আসিয়া করযোড়ে দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন মা! এই আপনার কুমুদিনীকে নেন্, মাধবীকে দেখিবামাত্র দেওয়ানজির মুখ শুকাইয়া গেল। রজনীকান্তের মাতা তাহাকে দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, কুমুদিনী মা! এত দিন চন্দ্রনাথকে ফেলিয়া কোথায় ছিলে মা! চন্দ্রনাথ মাতার নাম শুনিয়া শিবির হইতে দৌড়িয়া আসিল এবং মাধবীকে দেখিয়া বলিল মা ও মা!

আমায় কোলে নে মা। তুই কাঁদিতেছিস্ কেন? মাধবীর সেই সময় শোকসাগর আরও উথলিয়া উঠিল। সে চক্ষের জল সম্বরণ করিয়া চন্দ্রনাথকে ক্রোড়ে লইয়া মুখচুম্বন করিল। প্রিয়নাথ দ্রুতগতি যাইয়া তাঁহার চরণ বন্দনা করিলেন। চন্দ্রনাথ অনেক দিন মার মুখ দেখে নাই সে অদ্য তাঁহার মাতাকে পাইয়া মুখের উপর মুখ দিয়া মা ও মা বলিয়া ডাকের উপর ডাকিতে লাগিল। সভাস্থ সকলে এই ব্যাপার দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। দেওয়ানজি করযোড়ে ভবানীদেবীর সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন মা! ভগবতি! আমায় ক্ষমা করুন। আমি আপনার নিকট যথার্থই মিথ্যাবাদী হইয়াছি। এরূপ অপূর্ব্ব ঘটনা আমি আর কখন চক্ষে দেখি নাই। পরে তিনি মাধবীর সম্মুখে যাইয়া বলিলেন, মা কুমুদিনি! আমি মিথ্যাবাদী হইয়াছি, সে জন্য আমি দুঃখিত নহি, কিন্তু অদ্য তোমার প্রিয়পুত্র চন্দ্রনাথকে ক্রোড়ে লইতে দেখিয়া আমার সকল দুঃখ নিবারণ হইল। মা! তুমি মানবী নহ, আমি নিশ্চয় বলিতেছি তুমি দেবী, সুরেন্দ্রনাথ এই ঘটনা দেখিয়া পুত্তলিকাবৎ এক স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া ভাবিতে লাগিলেন এ কি! মাধবীকে দেখিয়া চন্দ্রনাথ মাতৃ সম্বোধন করিয়া ক্রোড়ে উঠিল। রজনী বাবুর মাতা মাধবীকে কুমুদিনী বলিয়া আহ্বান করিলেন। প্রিয়নাথ যাইয়া তাহাকে প্রণাম করিলেন। এবং দেওয়ানজীও মাধবীকে কুমুদিনী সম্বোধন করিয়া কত অনুনয় বিনয় করিতেছেন, আর নিজে যে মিথ্যাবাদী তাহাও ভবানী-দেবীর নিকট স্বীকার করিতেছেন। কি আশ্চর্য্য! আমিত ইহার ভাব কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। সুরেন্দ্রনাথ এই ব্যাপার দৃষ্টে করযোড়ে ভবানী দেবীর সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন মা ভগবতি! আমিত অমরচাঁদ মিত্রের পুত্র নবকুমার ওরফে রজনীকান্ত, তাঁহার পরিচয় অবগত হইলাম। রজনী বাবুর জন্ম বৃত্তান্ত অতি আশ্চর্য্য এবং তাঁহাকে স্বর্গীয় ললিত বাবু যেরূপে পুনঃপ্রাপ্ত হইয়াছেন তাহাও অতি আশ্চর্য্যের বিষয়। হায়! ধর্ম্মের কি সূক্ষ্ম গতি!! ভগবান্ যে কত কৌশলেই রজনী

বাবুকে রক্ষা করিয়া যাঁহার ধন তাঁহাকে অর্পণ করিয়াছেন। ইহা শুনিয়া আমরা সভাস্থ সকলেই হতবুদ্ধি হইয়াছি। কিন্তু আমার এই প্রিয়ভগ্নী মাধবীকে এঁরা সকলেই কুমুদিনী বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন ইহার ভাব কি ?

সুরেন্দ্র বাবুর এই কথা শুনিয়া ভবানীদেবী এক দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। তাহার পর ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, বৎস সুরেন্দ্রনাথ। তোমার প্রিয়ভগ্নী মাধবীতে ও কুমুদিনীতে কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। কুমুদিনী ও মাধবী দুই যমজভগ্নী, মাধবী কনিষ্ঠা আর কুমুদিনী জ্যেষ্ঠা। উহাদের অবয়ব দুই জনারই সমান। এমন কি, মাধবী ও কুমুদিনীকে এক স্থানে দাঁড় করাইয়া দিলে, কে কুমুদিনী ও কে মাধবী তাহা কেহই অনুভব করিতে পারিবে না। তাহার প্রমাণ তুমি স্বচক্ষেই দেখিতে পাইতেছ, ঐ দেখ বালক চন্দ্রনাথ মাধবীকে মাতৃ সম্বোধন করিয়া তাহার ক্রোড়ে উঠিয়া মধুর বচনে কত কথা কহিতেছে। মাধবী রজনীকান্তের যথার্থ বিবাহিতা স্ত্রী, বৎস। তোমার কি এই সকল বিষয় স্মরণ হইতেছে না।

সুরেন্দ্র। আজ্ঞা হাঁ আমার এখন সমস্ত বিষয় স্মরণ হইতেছে।

রজনীকান্তের মাতা ইহা শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং বলিলেন মা ভগবতি। কুমুদিনী তবে এখন কোথায়। ভবানীদেবী বাষ্পাকুল নয়নে ও ভগ্নকণ্ঠে বলিলেন বৎসে। কুমুদিনী যথার্থই রজনীকান্তের বিচ্ছেদে জীবন ত্যাগ করিয়াছে। এ কথা শুনিলে তোমরা এখন প্রত্যয় করিবে না। কারণ মাধবীকে দেখিয়া তোমরা ভ্রমে পড়িয়াছ ; কুমুদিনী এ জগৎ ত্যাগ করিয়াছে শুনিয়াও তোমরা তাহার বিচ্ছেদ জনিত শোক অনুভব করিতে পারিতেছ না এবং পারিবেও না। কারণ কুমুদিনীর অনুরূপ মূর্ত্তি মাধবী তোমাদের সম্মুখে দণ্ডায়মানা রহিয়াছে। অতএব বৎসে। তোমরা যাহা শুনিলে, তাহা আর রজনীকান্তের নিকট এখন প্রকাশ করিবার আবশ্যক নাই।

ক্রমে তিনি মাধবীর প্রমুখাৎ সমস্ত ঘটনাই অবগত হইবেন। রজনীকান্তকে পুনঃ প্রাপ্তের কারণই মাধবী। মাধবীকে নবকুমার ওরফে রজনীকান্ত বড ভাল বাসিত। তাঁহার ঐ বিমাতা মাধবীর মৃত্যু ঘটনা রটাইলে রজনীকান্ত মনের দুঃখে দুই দিবস বাটী না আসাতে সেই দুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল। তাহার পর দৈবের ইচ্ছায় ললিত বাবু উহাঁকে জাহ্নবী-কূলে পুনঃ প্রাপ্ত হন। এক্ষণে বৎসে। আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি মাধবী তোমার গৃহলক্ষ্মী। মাধবী হইতেই তুমি তোমার হারানিধি পাইযাছ। মাধবী সাধ্বীসতী, উহার পদার্পণে তোমার সংসারে আরও শ্রীবৃদ্ধি হইবে, এবং মাধবীকে পাইযা তোমরা কেহই কুমুদিনী বিযোগশোক অনুভব করিতে পারিবে না।

প্রিয়নাথ এই কথা শুনিয়া গললগ্নীকৃতবাসে তাঁহার সমক্ষে দণ্ডাযমান হইয়া বলিলেন দেবি! কুমুদিনী জীবিতা নাই, এ ভ্রম ত আমাদের এখন ঘুচিতেছে না। কারণ আমরা বার বার মাধবীকে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতেছি, কুমুদিনীতে আর উহাঁতে কিছু মাত্র প্রভেদ নাই। সেই নাসিকা, সেই চক্ষু, সেই ললাট, সেই অধর, সেই ওষ্ঠ, সেই মুক্তাপাঁতি দন্ত, সেই লাবণ্য, সমস্তই উহাঁতে বিরাজিত রহিযাছে। তবে আমরা কিরূপে জানিব কুমুদিনী জীবিতা নাই।

ভবানী। বৎস! তাহা তোমাদের জানিবারও আবশ্যক নাই। মনে কর তোমরা সেই কুমুদিনীকেই প্রাপ্ত হইয়াছ। রজনীকান্তের মাতা এই কথা শুনিয়া দক্ষিণ হস্ত প্রসারণ পূর্ব্বক মাধবীর চিবুক ধরিয়া মুখ চুম্বন করিলেন এবং বার বার আলিঙ্গন করত বলিলেন মা! তুমি আমার গৃহলক্ষ্মী, এস বাছা তুমি এত দিনের পর তোমার হারা নিধি পাইয়া মনের সুখে পতি পুত্র লইয়া আমার সংসার উজ্জ্বল কর। আমি মুক্তকণ্ঠে সকলের সমক্ষে বলিতেছি, তোমার পাইযা কুমুদিনী বিয়োগ শোক আমরা কিছুই অনুভব করিতে পারিতেছি না। এবং কুমুদিনী জিবিতা নাই, একথা সত্য হইলেও আমাদের অলীক বলিয়া বোধ হইতেছে।

স্বর্গীয় কর্ত্তার মুখে আমি কুমুদিনীর জীবন-বৃত্তান্ত সমস্তই শুনিয়াছিলাম। কিন্তু তোমরা যে দুইজন যমজ ভগ্নী ছিলে তাহা জানিতাম না। অদ্য মা ভবানীদেবীর শ্রীমুখ হইতে তাহা শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। এক্ষণে তোমাতে আর তাহাতে কিছুই প্রভেদ ভাবি না। বাছা! কুমুদিনীর ভোগ ফুরাইয়াছে। সে সেই জন্য তোমার ধন তোমায় দিয়া চলিয়া গিয়াছে বৎসে! এত দিন তুমি কর্ম্মদোষে পতি থাকিতে পতিধনে বঞ্চিতা ছিলে। এক্ষণে ভগবানের কৃপায় তুমি সেই ধন পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া মনের সুখে কালাতিপাত কর। আমি তাহা দেখিয়া চক্ষের সার্থক করি।

মাধবী বাষ্পাকুল নয়নে রজনীকান্তের মাতাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল। বসন্তকুমারী আনন্দাশ্রু ত্যাগ করিতে করিতে মাধবীর করদ্বয় রজনীকান্তের মাতার হস্তে সংযোগ করিয়া বলিলেন মা! মাধবী আমার বাল্য সহচরী। আমি উহাকে সহোদরার ন্যায় জ্ঞান করি এবং মাধবী যে বিধবা হয় নাই তাহা আমি পূর্ব্ব হইতেই জানিতাম। সেই নিমিত্ত আমি উহার হস্তের অলঙ্কার ত্যাগ করিতে দিই নাই। কারণ মাধবীর পিতা মৃত্যুর পূর্ব্বে বাবাকে বলিয়া গিয়াছিলেন, এক সন্ন্যাসী গণনা করিয়া তাঁহাকে বলিয়াছিল যে মাধবীর পতি জীবিত আছে। এবং কিছু দিন পর তাহাকে পুনঃ প্রাপ্ত হইবে। কিন্তু সাবধান, যেন এ কথা প্রকাশ না হয়। মাধবী অক্লেশে ইহা জানিতে পারিলে উন্মাদিনী হইয়া পথে পথে কাঁদিয়া বেড়াইবে। আমি ইহা শুনিয়া মাধবীকে নিজের নিকট রাখিয়াছিলাম। হায়! এত দিনের পর আজ আমার সেই শুভদিন উপস্থিত। কিন্তু মা! আমি মাধবীকে ছাড়িয়া কিরূপে থাকিব!" তাহা ভাবিয়া হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে।' ভবানীদেবী এই কথা শুনিয়া বলিলেন বৎসে বসন্ত! তাহার জন্য তোমার চিন্তা কি? তুমি ইচ্ছা করিলেই মাধবীকে বাটীতে আনিতে পারিবে। এখন মা ছিন্নমস্তার কৃপায় এত দিনের পর আমি বিষম দায় হইতে মুক্তি

লাভ করিলাম। আমি কুমুদিনীকে ভাগীরথীগর্ভে পাইয়া জ্যোতিষের দ্বারা এই সমস্ত ঘটনা আদ্যোপান্ত অবগত হইয়াছিলাম। এবং সেই অবধি এতাবৎকাল এই মিলন স্বচক্ষে দেখিবার নিমিত্ত কতদূর ব্যস্ত ছিলাম তাহা আর বলিতে পারি না। মাধবীর পিতার নিকট আমি এই কাল ভৈরবকে সন্ন্যাসী বেশে পাঠাইয়া ঐ সংবাদ দিই। বিলাসিনীর নিকট কাল ভৈরবকে সন্ন্যাসী বেশে পাঠাইয়া উহাকে বায়ুরোগ হইতে মুক্ত করি। আবার রজনীকান্তের নিকট উহাকেই গণৎকার সাজাইয়া পাঠাইয়াছিলাম। আর ইতিমধ্যে মাধবীর মনে যে বিকার উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা আমি জানিতে পারিয়া একদিন গভীর নিশিতে এই বাটীতে আসিয়া তাহাকে আশ্বস্ত করিয়া যাই। এক্ষণে মা তারার কৃপায় মনোভিলাষ পূর্ণ হইয়াছে। ভবানীদেবীর এই কথা বলা শেষ হইতে না হইতে রজনীকান্ত ব্যস্ত সমস্ত হইয়া সভামধ্যে উপস্থিত হইয়া বলিলেন সুরেন্দ্র বাবু। সর্ব্বনাশ হইল। বাগানের পুষ্করিণীতে দুইটী স্ত্রীলোক ঝাঁপ দিয়া আত্মহত্যা করিল। শীঘ্র আসুন, শীঘ্র আসুন। তাঁহার মুখে এই ঘটনা শুনিয়া সভাস্থ সকলেই চমকিত হইলেন এবং দেখিলেন আসামি বিলাসিনী ও কৈলাসী তথায় নাই। ভবানীদেবী তদ্দণ্ডে বলিলেন আর তোমরা ব্যস্ত হইতেছ কেন? আমি জানিতেছি বিলাসিনী ও কৈলাসী আত্মহত্যা হইবার নিমিত্ত পুষ্করিণীতে ঝাঁপ দিয়াছে। আর ব্যস্ত হইবার আবশ্যক নাই। তাহাদের নিয়তিতে অপঘাত মৃত্যুই আছে, তাহা আমি পূর্ব্ব হইতেই অবগত আছি, আর তথায় যাওয়া বৃথা। এখন এই সমস্ত ঘটনা আনুপূর্ব্বিক লিখিয়া তোমরা নবাব কাসিম খাঁর নিকট প্রেরণ কর। এই বলিয়া তিনি সিংহাসন হইতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক রজনীকান্তের নিকট যাইয়া অমিয় বচনে বলিলেন বৎস, রজনীকান্ত। তুমি এই সভামধ্যে যে আশঙ্কায় আইস নাই তাহা তোমার সমস্তই ভ্রম মাত্র। এখন আমি তোমায় এই বলিতেছি তুমি ললিত বাবুর ঔরসে এবং এই মাতার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছ। কেবল ঘোর চক্রে পড়িয়া

অমরচাঁদের পুত্র বলিয়া পরিচিত ছিলে। এই সমস্ত ঘটনা আনুপূর্ব্বিক তুমি তোমার মাতার নিকট শুনিতে পাইবে। এক্ষণে আমার এই জিজ্ঞাস্য, তুমি এই সভাস্থ সমস্ত ব্যক্তির সম্মুখে বল দেখি, যখন আমার কুটীরে তুমি কুমুদিনীর পাণিগ্রহণ করিযাছিলে তখন তাহাকে তুমি কে ভাবিয়া হাস্যবদনে মাল্য বিনিময় করিযাছিলে ?

রজনী। মা ভগবতি! আপনার কিছুই অবিদিত নাই আপ বৃত্তান্ত যাহা বলিলেন তাহা শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। বরং কি আমি আপনার কুটীরে কুমুদিনীকে মাধবী জ্ঞানে পুনর্ব্বার বস্ত্র-বিনিময় করিযাছিলাম। তাহার পর কুমুদিনীকে আমি অনেক তাঁহার পূর্ব্ব পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। কিন্তু এ পর্য্যন্ত কুমু আমায় কিছুই প্রকাশ করে নাই। ভবানীদেবী তাঁহার এইকথা শুনিয়া ক্রোড়স্থ চন্দ্রনাথের সহিত মাধবীকে তাঁহার সম্মুখে আনিয়া বলিলেন বৎস! এই তোমার মাধবী ওরফে কুমুদিনীকে গ্রহণ কর। রজনীকান্ত এত দিন পরে অদ্য কুমুদিনীর পূর্ব্ব পরিচয় পাইলাম ভাবিয়া হর্ষোৎফুল্ল নয়নে মাধবীর প্রতি ঈষৎ বঙ্কিম কটাক্ষে চাহিয়া তাহার হস্ত ধরিয়া বলিলেন প্রিয়ে! এত দিনের পর কি তোমার ব্রত উদ্‌যাপন হইল ? মাধবী সজল নয়নে ঈষদ্ধাস্য করিয়া নতমুখী হইলেন। কুমারী শঙ্খধ্বনি করিতে করিতে তাঁহাদের সম্মুখে আসিয়া ক্রোড় হইতে চন্দ্রনাথকে আপন ক্রোড়ে লইলেন এবং রজনী ও মাধবীর বস্ত্রে একটী গাঁটছড়া বাঁধিতে প্রবৃত্ত হইলেন। রজনী যখন এই সকল ব্যাপার দৃষ্টে স্তম্ভীভূত প্রায় একস্থানে দণ্ডায়মান ছিলেন ইতোমধ্যে অটলবিহারি ওরফে নবাব বাবু নৃত্য করিতে করিতে মধ্যে আসিয়া বিকট চীৎকার করিতে লাগিল। ভবানীদেবী তাহাকে দেখিয়া সুরেন্দ্র বাবুকে বলিলেন, বৎস সুরেন্দ্রনাথ তুমি অটলকে ছাড়িয়া দাও। ও নির্দ্দোষি, তাহার পর ভবানীদেবী সকলকে যথাযোগ্য আশীর্ব্বাদ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন দেখ, নবকুমার যেমন রজনীকান্ত

সকলের নিকট পরিচিত হইযাছেন, আজ আমার মাধবীও
প কুমুদিনী বলিয়া সকলের নিকট পরিচিতা হইল। এক্ষণে তোমরা
সুখে কালাতিপাত কর আমি বিদায হই, এই বলিয়া ভবানী-
ক হুঙ্কারববকরতঃ সভা হইতে অন্তর্দ্ধান হইলেন।

সম্পূর্ণ।

বিজ্ঞাপন।

কুমুদিনী—মূল্য—১৲ একটাকা।

ব্রজনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা প্রণীত নিম্ন লিখিত—

পুস্তক সকল সোমপ্রকাস ও সংস্কৃত ডিপোজিটারিতে লাইব্রেরিতে, চীনাবাজার পদ্মচন্দ্র নাথের দোকানে গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের লাইব্রেরিতে, কলিকাতা নর্ম্ম্যাল স্কুলে; হুগলি ও পাওয়া যায়।

সরোজ বাসিনী ১৲ এক টাকা, কনক-নলিনী তাপসী ১৲, প্রণয়-কানন ১।০, সীতা-নির্ব্বাসন ৸০, সংগ্রহ স্মৃত ৶০ আনা, কুমুদিনী ১৲।

এই সকল নভেল অতি সুললিত, হৃদয়গ্রাহি অনন্য ইহারা স্ত্রীজাতিকে সতীধর্ম্ম এবং পতি ভক্তি শিক্ষা দিতে পারদর্শিনী; যেমন কেন, মুখরা দুর্ব্বৃত্তা, অনভিজ্ঞা, হউনলা, ইহার পাঠে অথবা শ্রবণে অনেকাংশে স্বামী পরা বেনই হইবেন। কারণ? ইহা দুর্ব্বৃত্তার মহৌষধ স্বরূপ, করুণ রসভাব পূর্ণ, সুতরাং প্রত্যেক যুবক যুবতীর বিশেষ আদরে পাঠকালে স্থানে স্থানে পাষাণ হৃদয় ও বিগলিত সীতা-নির্ব্বাসন, বাল্মীকির সর্ব্বস্বধন, করুণরসের চূড়ান্ত শ্বেতপদ্ম, ভ্রাতৃপ্রেমের কোহিনুর, পিতৃ মাতৃ ভক্তির এবং মুমুক্ষুর পরম ধন। ইহাতে সুখ সোক উভয়ই আছে যেখানেই পাঠ করুন, কখনই নয়ন বারি সম্বরণ করিতে পারি ইহাকে একটু অভিনবভাবে লেখা হইয়াছে। অনুরোধ; পাঠ করুন। সময় কখনই বৃথা নষ্ট হইবে না।

কলির অবতার—(হাস্যরসোদ্দীপক প্রহসন) মূল্য ।০ পাঠকালে হাসির চোটে নাড়ীতে বেদনা ধরে।